Boighar.net

কেইগো হিগাশিনো

বইঘর নিবেদন

জাস্ট ওয়ান মোর লাই

অনুবাদ : সালমান হক

মৌপি

সাংগ্রিলা

কেইগো হিগাশিনোর জন্ম ১৯৫৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, জাপানের ওসাকা প্রিফেকচারে। তিন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হিগাশিনো পড়াশোনা করেছেন ওসাকা কোজি এলিমেন্টারি স্কুল এবং হিগাশি -ইকুনো জুনিয়র হাইস্কুলে। তার পিতা ছিলেন একজন ঘড়ি নির্মাতা। ওসাকা প্রিফেকচারাল হাইস্কুল থেকে পাশ করে ভর্তি হন ওসাকা ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে। পড়াশোনা শেষে ১৯৮৩ সালে যোগ দেন নিপোন ডেনসো কোম্পানিতে । ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তার উপন্যাস 'আফটার স্কুল'। জাপানের রহস্যোপন্যাস জগতের সবচেয়ে সম্মানসূচক পুরষ্কার ৩১ তম এডোগাওয়া রাম্পো প্রাইজ জিতে নেয় উপন্যাসটি। তার লেখা প্রথম উপন্যাসের নাম 'অ্যান অ্যান্ড্রয়েড ওয়ার্ন্স ইউ' - যা এখনো অপ্রকাশিত। আফটার স্কুলের সফলতার পর ১৯৮৬ সালে চাকরি ছেড়ে টোকিওতে চলে আসেন হিগাশিনো এবং লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। হিগাশিনোর গল্প-উপন্যাস থেকে তৈরি হয়েছে অসংখ্য টিভি সিরিজ ও সিনেমা। সেগুলোও সমান জনপ্রিয়। ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স ইংরেজিতে প্রকাশিত হবার পর আন্তর্জাতিক মহলেও তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। হিগাশিনোর উপন্যাসে বরাবরই প্রাধান্য পায় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, মানব মনের অন্ধকার দিক এবং জাপানের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা। এখন অব্দি তার প্রকাশিত উপন্যাস সংখ্যা ৬৮। এছাড়াও ২০ টি ছোট গল্প সংকলন এবং বাচ্চাদের জন্যে রচিত একটি ছবির বইও আছে তার।

প্রচ্ছদ: ওয়াসিফ নূর

জাস্ট ওয়ান
মোর লাই

জাস্ট ওয়ান মোর লাই

কেইগো হিগাশিনো
অনুবাদঃ সালমান হক

শিরোনাম

জাস্ট ওয়ান মোর লাই
কেইগো হিগাশিনো
অনুবাদঃ সালমান হক

১ম প্রকাশ
মে ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

প্রকাশক
মেহেদী হাসান জুয়েল
শিরোনাম প্রকাশন
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ওয়াসিফ নূর

বইমেলা পরিবেশক
চিরকুট প্রকাশনী

মূল্য : ৩৬০.০০ টাকা মাত্র

Just One More Lie by Keigo Higashino
Translated by Salman Haque
Published by Shironam Prokashon
Price: 360.00 Only

অনুবাদকের উৎসর্গ
প্রমা, তোমাকে

BOIGHAR.NET

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

শেষ মিথ্যা

১

প্রদর্শনীর আগে শেষ মহড়ার মাঝামাঝি চলে এসেছে ওরা। 'গহ্বর' শিরোনামের দ্বিতীয় অঙ্কের এই দৃশ্যে গুপ্তধন খুঁজে পায় আরু এবং তার প্রেমিকা পুরশা। প্রথমে ওরা একসাথে নাচবে। পরবর্তীতে দু'জনের আলাদা আলাদা নাচের দৃশ্য আছে। শেষ দৃশ্যে আবারও একসাথে নাচ, যাকে বলা হয় 'ডি ড্যু' বা ইংরেজিতে ডুয়েট।

এই দৃশ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে–উড়ন্ত মাদুরের সাহায্যে পুরশার আকাশে ওড়া। বাস্তবে আরু প্রেমিকাকে এক হাতে তুলে ধরে সরু মঞ্চে নিজেও নাচতে থাকে। ব্যালেরিনোদের(পুরুষ নর্তক) জন্যে এটা বেশ কঠিন একটা কাজ, যেখানে শারীরিক দক্ষতার আশু প্রয়োজন। সেই সাথে ব্যালেরিনাদের জন্যেও এই নাচটা বেশ কঠিন। পুরোটা সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজটা করতে হয় তাদের। কারণ, একটু আগেই প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছে তারা। সেই আনন্দ দর্শকদের সাথেও ভাগ করে নিতে হবে।

"শিনজি, তোমার অঙ্গভঙ্গিতে মনেই হচ্ছে না যে উড়ছো। এরকম করলে কীভাবে হবে? কতবার বলবো তোমাকে?"

সানাদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল স্পিকারে। অডিটোরিয়ামের একদম মাঝখানে বসে আছে ডিরেক্টর। দৃষ্টি মঞ্চের দিকে নিবদ্ধ। আর কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো অডিটোরিয়াম কানায় কানায় ভরে উঠবে, কিন্তু এখন একদম খালি। ইয়ুগ ব্যালেট কোম্পানির নর্তক-নর্তকীরা আপাতত কেবল ডিরেক্টরের জহুরি চোখের সামনেই নাচছে।

সানাদা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে মিচিয়ো তেরানিশি। নর্তক-নর্তকীদের উপরে নজর রাখার পাশাপাশি আলোকসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জার দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে তাকে। ওর ভয়, কেউ না বলে বসে যে একদম সস্তা দেখাচ্ছে সবকিছু। এমন প্রস্তুতি নিতে হবে, যেন দর্শকদের সবাই বলে 'ইয়ুগ কোম্পানির ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা! একটার পর একটা মাস্টারপিস তৈরি করছে তারা!' সৌভাগ্যবশত, বিজ্ঞাপনে বেশ বড়ো অঙ্কের খরচ করার

বইঘর.নেট

ফলে প্রি-সেল টিকেট সব বিক্রি হয়ে গেছে। সেই বিবেচনায় বলা যায়, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ও ওর দায়িত্ব ঠিকঠাকই পালন করেছে। এখন বোদ্ধাদের মন জয় করার দায়িত্ব নর্তক-নর্তকীদের। বাকিটা সময় শিল্প পরিচালকের সহকারী হিসেবে যা যা করার দরকার, করবে মিচিয়ো। দুটো পদই সামলাতে হচ্ছে ওকে।

এসময় দরজা খোলার শব্দ কানে এলো ওর। আড়চোখে দেখল কেউ একজন প্রবেশ করেছে ভেতরে। চেহারা না দেখেও বুঝে গেল কে এসেছে। অনেকটা ধোঁয়ার মতো ওর মন আচ্ছন্ন করে নিল অস্বস্তি।

লম্বা একটা ছায়া এগিয়ে এলো মিচিয়োর দিকে। ওর চেহারায় এটা পরিষ্কার যে অনাহূত এই অতিথি চলে গেলেই খুশি হবে।

"ব্যস্ততার মাঝে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত," অপর ব্যক্তি গলা খাদে নামিয়ে বলে।

"আবার কী হয়েছে?" মিচিয়ো জিজ্ঞেস করে। অধৈর্য ভাবটা অনেক কষ্ট করে চেপে রেখেছে।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। এখন কি কথা বলা যাবে?"

"দেখতেই পাচ্ছেন, চূড়ান্ত রিহার্সেলের মাঝামাঝি আছি আমরা। মূল পারফর্মেন্সের বেশি দেরি নেই," ঘড়ির দিকে তাকায় ও। কিন্তু আলো কম হওয়ায় ডায়ালটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

"আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে তাড়াতাড়িই মিটে যাবে ব্যাপারটা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সানাদার দিকে তাকায় মিচিয়ো। ও যে লম্বা একটা লোকের সাথে কথা বলছে, সেটা টেরও পায় না পরিচালক। সত্যি বলতে সে যে মাপের পরিচালক, তার আসলে কোনো সহকারীর দরকার নেই।

"তাহলে কী আর করার? চলুন বাইরে যাই।"

"সরি," বলে আবারও ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বাউ করে লোকটা।

প্রদর্শনী হল থেকে বেরিয়ে করিডোর অতিক্রম করে আসে ওরা। শেষ মাথায় একটা লাউঞ্জ আছে। ভেতরে পার্ট টাইম এক নারী কর্মী বসে বিশেষ অতিথিদের জন্যে আগে থেকে রিজার্ভ করে রাখা টিকেটগুলো গুছিয়ে রাখছিল।

"এক্সকিউজ মি, তুমি একটু অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করবে? রিসিপশন ডেস্কের ওখানে যেতে পার চাইলে।"

"ওহ, ঠিক আছে।"

দ্রুত টেবিল থেকে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বের হয়ে গেল তরুণী।

"আপনাকে ঝামেলায় ফেলার জন্যে দুঃখিত," লোকটা বলে।

তার কথা কানে তুললো না মিচিয়ো। "কফি খাবেন?" জিজ্ঞেস করলো ও। "খুব একটা সুস্বাদু হবে না অবশ্য, ভেন্ডিং মেশিনের ইন্সট্যান্ট কফি।"

"না, ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা।"

দেয়ালে ঝোলানো টিভি মনিটরটা চালু করে ফোল্ডিং চেয়ারে বসলো মিচিয়ো। মনিটরে এখন মঞ্চের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সানাদার কণ্ঠ ভেসে আসছে আলাদাভাবে বসানো স্পিকারে। পুরুষ নর্তকের অঙ্গভঙ্গি পছন্দ না হওয়ায় পরিচালকের চেহারায় রাগ।

লোকটা ওর মুখোমুখি টিভির দিকে পিঠ দিয়ে বসলো।

"ওহ, এখান থেকেও মঞ্চ দেখা যায়। প্রদর্শনী চলার সময় এই মনিটরটা..."

"চালু থাকবে।"

"তাই নাকি? তাহলে তো এখানে বসেও দেখা যাবে পুরোটা।"

ব্যাগ থেকে সিগারেট আর ম্যাচ বের করে টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেটা কাছে টেনে নিল মিচিয়ো।

"সামনাসামনি না দেখলে ব্যালের কোনো অর্থই নেই।"

"ওহ আচ্ছা।"

"শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা প্রদর্শনীর ব্যাপার আছে, এমন সবকিছু সামনাসামনি দেখতে হয়। খেলার ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে কিন্তু। অবশ্য কেবল প্রথম শ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য।"

"সহস্র এক আরব্য রজনিকে ভালো কাজ বলা যায় তাহলে," বলে দেয়ালে সাঁটানো একটা পোস্টারের দিকে তাকায় লোকটা। ইয়ুগ ব্যালে কোম্পানির একটা বিজ্ঞাপন ওটা, যেখানে লেখা আজ 'সহস্র এক আরব্য রজনি' প্রদর্শনীর প্রথম দিন।

"নিশ্চয়ই," সিগারেট ধরিয়ে বলে মিচিয়ো। "আমাদের সবগুলো পারফর্মেন্স ভালো গল্পের ভিত্তিতেই প্রস্তুত। এর মধ্যে 'সহস্র এক আরব্য রজনি' অন্যতম।"

"দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিল্পী ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে এরকম কঠিন চরিত্রের চিত্রায়ন সম্ভব নয় কারো পক্ষে। মূল ব্যালেরিনার নাচ ছিল নজরকাড়া। পরিচালক মহাশয়ও বোধহয় ভাবতে পারেনি এতটা ভালো করবে সে। খুব সহসা আর কেউ এরকম পারফর্মেন্স দিতে পারবে কিনা সন্দেহ..." হঠাৎই

হেসে বলে লোকটা। "পনেরো বছর আগে খবরের কাগজে এমনটাই ছাপা হয়েছিল।"

"এত আগের জিনিস আপনি আবার ঘাটাঘাটি করে দেখেছেন নাকি?"

"আপনাকে তো বোধহয় আগেও বলেছি। ব্যালের ব্যাপারে আগ্রহ আছে আমার।"

"ভেবেছিলাম ঠাট্টা করছেন।"

"মাঝে মাঝে ঠাট্টার ছলে বলি হয়তো, তবে কথাটা সত্যি," ওর চোখে চোখ রেখে বলে লোকটা। "পনেরো বছর আগে খবরের কাগজে আপনার প্রিমা(মূল নর্তকী) ভূমিকায় নাচের ছবিও ছাপা হয়েছিল। রাজকুমারী পুরশা। মার্জিত, সুন্দরী এবং কিছুটা পাগলাটে।"

চোখ সরিয়ে নিল মিচিয়ো। এটা ওর সবচেয়ে পছন্দের স্মৃতিগুলোর একটা। কিন্তু এখানে সেই ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

"আপনি যেন কী নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন?"

"দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম যে আপনি ব্যস্ত," বলে স্যুটের পকেটে হাত ঢোকায় সে, কিছু একটা খুঁজছে।

লোকটার নাম কাগা। নারিমা থানার ডিটেকটিভ। কিছুদিন আগের একটা ঘটনার তদন্ত করছে। আজকে নিয়ে মোট চারবার তার সাথে দেখা হলো মিচিয়োর।

নিজের নোটবুকটা বের করলো কাগা।

"প্রথমেই, সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।"

এবারে বিরক্তি লুকোনোর কোনো চেষ্টা করলো না মিচিয়ো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "আবারও সেই কথা। আপনি দেখি নাছোড়বান্দা।"

"আহহা, এভাবে বলবেন না," হেসে বলে কাগা। "সেদিন ব্যালে কোম্পানির অফিসে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ছিলেন আপনি। শিল্প পরিচালক মি. সানাদা এবং অন্যান্য কর্মীদের সাথে রাতের খাবার সেরে ন'টার দিকে বাড়ি পৌঁছান। পরদিন সকাল আটটায় কাজে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। গতবার জিজ্ঞেস করার পর এই কথাই বলেছিলেন। এই বক্তব্যের কোনো কিছু কি ঠিক করতে চান আপনি?"

"না, ঠিকঠাকই বলেছেন সবটা। ওই সময়ে কারো সাথে দেখা হয়নি আমার। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কাউকে ফোনও দেইনি। তাই এটা প্রমাণ করতে পারবো না যে রাতে বাড়িতেই ছিলাম।"

"তাহলে আগের বক্তব্যেই স্থির থাকছেন?"

"জ্বি। আমার কোনো অ্যালিবাই নেই। কিন্তু সেটা কি এতটাই জরুরি? আমি বুঝতে পারছি না আসলে।"

"জরুরি না। তবে থাকলে সুবিধে হতো আর কি।"

"আপনাদের তদন্তের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন খুনের তদন্ত করছেন?"

কথাটা শোনার পর ভ্রু কিঞ্চিৎ উঁচু করে তাকায় কাগা।

"খুনের তদন্তই হচ্ছে। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত এটা খুন।"

"অসম্ভব," মুখ বাঁকিয়ে বলে মিচিয়ো। ডিটেকটিভের দিকে মুখ ফেরায় আবারও। এবারে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "এটা তো সত্য নয়, তাই না?"

"আমি একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ," উজ্জ্বল সাদা দাঁত বের করে হেসে বলে কাগা।

২

হিরোকো হায়াকাওয়ার লাশের সন্ধান মেলে পাঁচ দিন আগে সকালে। বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকার তাকে অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিংয়ের ঠিক নিচে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে। মাথার কাছটায় রক্তের ছোটোখাটো একটা পুকুর।

তদন্তের পর পুলিশ বলে সপ্তম তলায় নিজ বারান্দার ব্যালকনি থেকে পড়ে গেছে সে। নিচে অল্প জায়গা জুড়ে ঘাস থাকলেও কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা অংশই বেশি। খুব সম্ভবত সেই কংক্রিটেই ঠুকে যায় হিরোকোর মাথা। তবে ঘাস জমিতে পড়লেও বাঁচার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

মিচিয়ো তেরানিশি একই অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিংয়ের বাসিন্দা। কিন্তু ঘটনার দিন সকালে যখন বাসা থকে বের হয় সে, তখন নিচে কিছু দেখতে পায়নি। হিরোকো যেখানে পড়েছে, সেখানটা দেখা যায় না চলাচলের পথ থেকে। কেয়ারটেকার গাছে পানি দিতে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করে। মিচিয়োর কানে খবরটা পৌঁছায় সকাল দশটা নাগাদ। তবে পুলিশ ওকে ফোন দেয়নি, বরং মিচিয়োই হিরোকোর অ্যাপার্টমেন্টের নম্বরে কল দিয়েছিল। ততক্ষণে স্থানীয় থানার ডিটেকটিভেরা তদন্তের জন্যে সেখানে পৌঁছে গেছে।

বিকেলে বেশ কয়েকজন ডিটেকটিভ ব্যালে কোম্পানিতে এসেছিল, যাদের মধ্যে কাগা একজন।

হিরোকো হায়াকাওয়াও ইয়ুগ ব্যালে কোম্পানির অফিসে চাকরি করতো। এক বছর আগ অব্দি অবশ্য নর্তকী হিসেবেই কোম্পানির লিস্টে নাম ছিল তার, কিন্তু পরবর্তীতে এক হাঁটুর অসুখের জন্যে মঞ্চ ছেড়ে অফিসে যোগ দেয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৩৮। ছোটোখাটো, অতনু গড়ন। ব্যালে নর্তকী হবার জন্যে একদম আদর্শ। মিচিয়োর মতোই সে-ও সিঙ্গেল।

মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগেই অ্যাপার্টমেন্টটায় ওঠে হিরোকো। বাক্সগুলো থেকে এখনও জিনিসপত্র সব বের করা হয়নি।

মিচিয়ো-ও যে একই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে থাকে, তা প্রথমেই নজরে আসে ডিটেকটিভদের। তখনই তাদের মাথায় চিন্তা ঢুকে যায় যে বিষয়টা আদৌ কাকতালীয় কিনা।

"না, কাকতালীয় নয়," জিজ্ঞেস করা হলে মিচিয়ো বলে। "একদিন আমার বাসায় এসেছিল ও। ফেরার পথে 'ভাড়া হবে' সাইনটা দেখেছিল খুব সম্ভবত। কিন্তু আমাকে সেই ব্যাপারে কিছু বলেনি। তাই যখন অ্যাপার্টমেন্টটায় উঠলো, অবাক হয়েছিলাম।"

ওদের দু'জনের রুমের অবস্থান নিয়েও আগ্রহ দেখায় পুলিশ অফিসারেরা। মিচিয়োর রুমটা কোনাকুনিভাবে ঠিক হিরোকোর উপরেই। অর্থাৎ, নিজের ব্যালকনি থেকে হিরোকোর ব্যালকনি পরিষ্কার দেখতে পায় মিচিয়ো।

পুলিশ যখন জিজ্ঞেস করে যে ও কিছু শুনেছিল বা দেখেছিল কিনা, মাথা ঝাঁকিয়ে না বলে মিচিয়ো।

"এই বিল্ডিংয়ের সবগুলো অ্যাপার্টমেন্টে বেশ ভালো সাউন্ডপ্রুফিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ঘরের ভেতরে থাকলে বাইরের কোনো শব্দ বলতে গেলে কানেই আসে না আমার। আর ব্যালকনিতেও খুব একটা যাই না।"

ওর জবাব স্বাভাবিকই ঠেকে ডিটেকটিভদের কাছে। ব্যালে কোম্পানির সবাইকে তারা জিজ্ঞেস করে হিরোকো হায়াকাওয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারবে কিনা। অফিসের লোকজন থেকে শুরু করে নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে যারা হিরোকোর পরিচিত, সবাই বলে, "বেশ হাসিখুশি থাকত ও ইদানীং।"

কাগা তখন খুব বেশি কিছু বলেনি, কিন্তু হিরোকোর পোশাক নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিল সে।

মৃত্যুর সময় হিরোকোর পরনে ছিল ট্র্যাকস্যুট আর অ্যাঙ্কেল সকস। পায়ে ব্যালে নাচের চোখা মাথার জুতো। কাগা জানতে চায় এই পোশাকের বিশেষ কোনো অর্থ আছে কিনা।

স্বাভাবিকভাবেই মিচিয়ো-সহ ব্যালে কোম্পানির সবাই অবাক হয়েছিল ভীষণ। নর্তক-নর্তকীদের কেউই বাসায় নাচের জুতা পরে না। তাছাড়া, হিরোকো নাচ ছেড়েও দিয়েছিল। তবে মিচিকো ডিটেকটিভদের বলে, "হিরোকো যদি আত্মহত্যা করে থাকে, তাহলে কেন জুতোটা পরেছিল তা বুঝতে পারছি আমি। একজন ব্যালে নর্তকীর কাছে তার নাচের জুতার মাহাত্ম্য অপরিসীম। এটার তাদের জন্যে জীবনের প্রতীক। আমি তো ঠাট্টা করে প্রায়ই বলি, মারা গেলে আমার কফিনে যেন জুতো জোড়া দিয়ে দেয়া হয়।"

ব্যালে কোম্পানির বর্তমান নর্তক-নর্তকীরাও একমত পোষণ করে ওর সাথে।

তখন কাগা আর কিছু বলেনি।

বইঘর.নেট

৩

"আপনার রুমটা তো আটতলায়, তাই না? ব্যালকনিতে যাওয়া হয়েছে কখনো?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার গিয়েছি," জবাবে বলে মিচিয়ো। "তবে খুব বেশি না। ওই রাতে কিছু চোখে পড়েনি আমার, যেমনটা আগেও জানিয়েছি।"

খবরের কাগজগুলোয় লেখা হয়েছে হিরোকো হায়াকাওয়ার মৃতদেহের সন্ধান মেলে সকাল দশটার দিকে, তবে তার মৃত্যু হয় আগের রাতে। ময়নাতদন্ত করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় পুলিশ। কাগা তখনই এসে মিচিয়োকে জিজ্ঞেস করে সেই রাতে ব্যালকনিতে গিয়েছিল কিনা। তখনও আজকের মতোই একই জবাব দেয় ও।

"আপনি কি ব্যালকনি থেকে কখনো নিচে তাকিয়েছেন? মিস হায়াকাওয়া পড়েছেন যেখানে।"

"আসলে..." চোখ নামিয়ে বলে মিচিয়ো। "দেখেছি হয়তো, কিন্তু ভুলে গেছি। সাম্প্রতিক সময়ে দেখিনি, এটা বলতে পারি। কেন?"

"আমি মিস হায়াকাওয়ার রুম থেকে নিচে উঁকি দিয়েছি। প্রথমেই নজরে আসে, যেখানে তিনি পড়েছেন, জায়গাটা একদম সরু। একটা বিল্ডিং এবং দেয়ালের মাঝে। ঝোপঝাড় থাকায় নিচের কংক্রিট দেখা যায় না। ভেবেছিলাম যদি উপর থেকে কিছু পড়ে, তাহলে কংক্রিটে আঘাত করার সম্ভাবনা বেশ কম। কিন্তু এটা আসলে একটা দৃষ্টি বিভ্রম। নিচে গেলে বোঝা যায় বেশ অনেকটা জায়গা জুড়েই আছে পাকা কংক্রিট। উপর থেকে অন্য রকম দেখা যায়। শুধু যে আমার একথা মনে হয়েছে, তা নয়। অন্যরাও একই কথা বলেছে।"

"তো?"

"একজন মানুষ কেন আত্মহত্যা করবে, এই প্রশ্নটা আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও, জবাব অনেক সময় সহজই হয়। কোনো উঁচু বিল্ডিং থেকে নিচে দেখার সময় সেখানে আমরা কী দেখছি, সেটা মনের ওপরে

প্রভাব ফেলে। যারা আত্মহত্যা করে, তারা বাঁচার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে, বলাই বাহুল্য। তারা কিন্তু নিশ্চিত হতে চায় একবারেই মৃত্যু ঘটবে তাদের। কোনো অনিশ্চয়তা রাখতে চায় না। যারা উঁচু বিল্ডিং থেকে লাফ দেয়, তাদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। সাত তলা থেকে নিচে পড়লে মৃত্যু অবধারিত, তবুও তারা চাইবে একদম কংক্রিটের উপরে পড়তে। কিন্তু মিস হায়াকাওয়ার ব্যালকনি থেকে নিচের কংক্রিট পরিষ্কার দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যাকারী দ্বিধায় পড়ে যেতে পারে।"

"আপনি কি একমাত্র এই ধারণার প্রেক্ষিতেই ঘটনাটাকে আত্মহত্যা বলতে নারাজ?"

"না, এই ধারণার উপরে ভিত্তি করে কিছুই ভাবা হয়নি। নিজের ভাবনাটা বললাম আরকি। যদি শক্ত কোনো প্রমাণের কথা বলতেই হয়, তবে উনার অ্যাপার্টমেন্টের খোলা দরজা এবং ভিসিআরটার কথা বলা যেতে পারে।"

"ভিসিআর?"

"হ্যাঁ। এনএইচকে চ্যানেলে ব্যালের একটা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবার কথা ছিল পরের দিন। মিস হায়াকাওয়া সেটাই রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন সম্ভবত। উনার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে, এমন সবার সাথে কথা বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি ভিসিআরটা আত্মহত্যার ঘটনার আগের দিন লাগানো হয়েছে। এর আগে কেউ ওটা সেখানে দেখেনি। অর্থাৎ, এক প্রকার তাড়াহুড়ো করেই ভিসিআরটা লাগান মিস হায়াকাওয়া। যে ব্যক্তি পরদিন আত্মহত্যা করবে, তার কি এমন কিছু করার কথা?"

হিরোকো হায়াকাওয়ার রুমের ছবিটা ভেসে উঠলো মিচিয়োর মনে। হ্যাঁ, একটা টিভি দেখেছিল লিভিং রুমে। তবে ভিসিআর ছিল কিনা তা খেয়াল করেনি। চালু ছিল কিনা, সেটা বোঝা তো দূরের কথা।

"আমি নিজেও মাঝে মাঝে দরজা লাগাতে ভুলে যাই। আর সে যদি ঝোঁকের বশে আত্মহত্যা করে থাকে, তাহলে অনুষ্ঠান রেকর্ড করার কারণ দিয়ে কিছু ব্যাখ্যা করা যাবে না। ভুল বলছি?"

"না, আপনার কথায় যুক্তি আছে," মৃদু হাসে কাগা। "কিন্তু এমন কী ঘটে গেল যে ঝোঁকের মাথায় ঝাঁপ দিয়ে বসেন তিনি? ভিসিআরটা লাগানোর পরে কিছু ঘটেছিল?"

"আসলে, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না..." মাথা ঝাঁকায় মিচিয়ো।

"আপনাকে যখন গতবার মিস হায়াকাওয়ার আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন জবাব দিয়েছিলেন–মিস

বইঘর.নেট

হায়াকাওয়া হাঁটুর অসুখের কারণে ব্যালে'কে বিদায় জানিয়েছেন। হয়তো সেখান থেকেই অবসন্নতা জেঁকে বসে মনে। বাঁচার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলে।"

"আমার এখনও সেটাই মনে হয়।"

"কিন্তু আমরা তদন্তের পর যা বুঝতে পারলাম, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনই নিতান্তই কম। বরং, মিস হায়াকাওয়া জীবনে নতুন দিশা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।"

"নতুন দিশা?"

"একটা ব্যালে স্টুডিও," টেবিলে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে আসে কাগা। মিস হায়াকাওয়ার দেশের বাড়ি তো সাইতামা প্রিফেকচারের শিকি শহরে, তাই না? ওখানে অনেক জায়গায় একটা ব্যালে স্টুডিও খোলার মতো জায়গা খুঁজছিলেন তিনি। বাচ্চাদের ব্যালে স্কুল। সেকারণেই নারিমাতে থাকতে এসেছেন। নারিমা থেকে শিকিতে যাওয়া বেশ সহজ।"

শুকনো ঠোঁট ভেজায় মিচিয়ো।

"ওহ... ব্যালে স্কুল খুলতে।"

"আপনি জানতেন না?"

"এই প্রথম শুনলাম।"

মিথ্যে বলেনি মিচিয়ো। ও এটা ধরতে পেরেছিল যে হায়াকাওয়া কিছু একটা করতে চাইছে, কিন্তু সেটা যে ব্যালে স্টুডিও দেয়া, তা মাথায় আসেনি।

"আচ্ছা। বুঝলাম, মিস হায়াকাওয়া যে আত্মহত্যা করেছেন, এই দাবির পক্ষে শক্ত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু এটা হত্যাকাণ্ড হবার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

"তাই?"

"কারণ, ও তো ব্যালকনি থেকে পড়ে গেছে, তাই না? যদি খুন হয়, তাহলে তো খুনির শারীরিক শক্তি বেশ ভালো হতে হবে। নতুবা কাজটা করা অসম্ভব। কিংবা এমনটাও হতে পারে যে খুনি মিস হায়াকাওয়াকে ঘুমের ঔষধ বা এই জাতীয় কিছু খাইয়ে অচেতন করে নিয়েছিল প্রথমে। সেক্ষেত্রে অবশ্য খুব বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে না।"

"ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী মিস হাওয়াকাওয়ার রক্তে কোনো ঘুমের ঔষধের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।"

"তাহলে কে ওকে ওভাবে ফেলবে?" মিচিয়ো মাথা নেড়ে বলে। "আমার মনে হয় না এটা খুন।"

"কাজটা অন্যভাবেও করা হতে পারে। কিন্তু সেসব আপাতত মাথা থেকে ঝেরে ফেলা যাক। প্রথমে আমাদের জানতে হবে সেই রাতে কে প্রবেশ করেছিল তার অ্যাপার্টমেন্টে। খুনি যে পন্থাই অবলম্বন করুক না কেন, কেউ ভেতরে না ঢুকলে মিস হায়াকাওয়া সাততলা থেকে নিচে পড়তেন না। তবে এই অ্যাপার্টমেন্টে অল্প কিছুদিন আগেই উঠেছিলেন তিনি। অর্থাৎ, দেখা করতে আসার মতো লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অ্যাপার্টমেন্টের মেঝে থেকে আলামত হিসেবে সংগ্রহ করা চুল পরীক্ষা করে দেখলেই অনেক কিছু জানা যাবে।"

'চুল' শব্দটা শোনার পর অজান্তেই মিচিয়োর হাত চলে গেল চুলে। নিজের সাদা চুলগুলো কালো করাটা বেশ হ্যাপার কাজ ছিল।

"সেক্ষেত্রে তো আমি হবো প্রধান সন্দেহভাজন, তাই না? ও এই বিল্ডিংয়ে আসার পর বেশ কয়েকবার ওর অ্যাপার্টমেন্টে গেছি।"

"তদন্তের সময় আপনি যা বলেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আমরা যে কেবল চুলই পরীক্ষা করে দেখছি, তা নয়। কাপড়ের ফাইবার এবং অন্যান্য কিছু আলামতও পরীক্ষা করা হবে। আর খুনি কী রেখে গেছে সেটার পাশাপাশি, খুনি কী নিয়ে গেছে, সেটাও বোঝার চেষ্টা করছি।"

"কিছু নিয়ে গেছে মানে?"

"সাধারণ চুরির মতো নয় ব্যাপারটা। খুনি এমন কিছুই নিবে, যেটা দিয়ে তার সাথে কেসটার সংযোগ স্থাপন করা যায়।"

"বুঝলাম না।"

"যেমন," বুকের ওপরে হাত বেঁধে বলে কাগা। "ধরুন মিস হায়াকাওয়ার বাগান করার ইচ্ছে ছিল, একটা কাঠের পাটাতন আর খালি টব রাখা ছিল কোনায়। মনে আছে?"

কিছুক্ষণ ভাবে মিচিয়ো। "হ্যাঁ, আপনি বলাতে মনে পড়লো। দেখেছিলাম বোধহয় ওগুলো।"

"তদন্তের সময় আমরা প্রমাণ পেয়েছি কেউ একজন টবটা ধরেছিল। খুব সম্ভবত গ্লাভস ব্যবহার করে তোলা হয়েছে ওটা। সেটা মিস হায়াকাওয়া নিজেও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের আরো বিস্তারিত জানতে হবে।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

"টবটা খালি, কিন্তু ওটায় মাটি এবং কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তাই কেউ যদি গ্লাভস পরে টবটা হাতে নেয়, বড়ো সম্ভাবনা আছে সেখানে মাটি এবং কীটনাশক লেগে যাওয়ার। আমাদের গোপন অস্ত্র এখানেই কাজে আসবে।"

বইঘর.নেট

“গোপন অস্ত্র?”

“বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ডগ স্কোয়াড আছে, এটা বোধহয় জানেন,” তর্জনী তুলে বলে কাগা। “ওটাকে কীটনাশকের ঘ্রাণ শুকিয়ে আমরা গ্লাভসের খোঁজ করেছি। কিন্তু বাড়ির ভেতরে কোথাও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, মিস হায়াকাওয়া বাদে অন্য কেউ টবটা ধরেছিল। যদি সব ঠিকঠাক চলতে থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারব কীভাবে সেই ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।”

কাগার কথা শুনে মিচিয়োর একটা টিভি শোয়ের কথা মনে পড়ে গেল। ডকুমেন্টারিটায় দেখানো হয়েছিল কীভাবে পুলিশ তাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরদের সাহায্যে মাদক ব্যবসায়ীদের পাকড়াও করে। গোটা ব্যাপারটায় কুকুরগুলোর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাসে মিচিয়ো।

“বুঝলাম। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমি ফেঁসে যাব। আপনাদের কুকুর আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিবে।”

“কেন?”

“কারণ, আমি ওই টবটা ধরেছি। যেদিন ও এসেছিল, সেদিন সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। ব্যালকনি পরিষ্কার করার সময় উঠাতে হয়েছিল।”

“আপনি গ্লাভস পরে ছিলেন তখন?”

“হ্যাঁ। না পরলে হাতে ফোসকা পড়ে যায়।”

“আসলেই ধরেছেন টবটা?”

“হ্যাঁ,” মাথা নেড়ে বলে মিচিয়ো।

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কাগা।

“তাহলে তো আপনাদের ডগ স্কোয়াডের কুকুর এনেও লাভ নেই,” মিচিয়ো বলে।

“তাই তো দেখছি,” মাথা চুলকায় কাগা।

“আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা কেন ধরেই নিচ্ছেন যে এটা খুন। সেক্ষেত্রে তো একটা মোটিভও থাকতে হবে, তাই না? কিছু কি জানতে পেরেছেন আপনারা?”

“আসল মোটিভটা কী, সেটা একমাত্র খুনিই বলতে পারবে। তবে আমরা কিছু বিষয় আন্দাজ করতে পেরেছি।”

“বলুন না, শুনতে ইচ্ছে করছে।”

এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা ফুটলো কাগার চোখেমুখে। শার্টের পকেটে হাত দিল সে।

"এটার কথা মনে আছে আপনার?"

একটা এফোর সাইজের ভাঁজ করা কাগজ বের করে আনে ডিটেকটিভ। ভাঁজ খোলার পর বোঝা যায় অন্য একটা কাগজের ফটোকপি সেটা। ছোটো ছোটো অক্ষর আর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সেখানে।

ওদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে মিচিয়ো।

"জ্বি, মনে আছে। আগেও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে তো পুরোটা নেই।"

"হ্যাঁ, সত্যি বলতে, এটা একটা আংশিক কপি। জরুরি আলামত বিধায় পুরোটা সাথে নিয়ে ঘোরা ঝুঁকিপূর্ণ।"

কিছুদিন আগে কাগা পুরু একটা ফাইল নিয়ে এসেছিল ওর কাছে। ভেতরে কাগজে ঠাসা। চোখ বুলানোর পর মিচিয়ো বুঝতে পারে যে ওটা আসলে নাচ এবং সঙ্গীত নির্দেশনার খসড়া। 'আরব্য রজনি' শিরোনামে এই নাচটাই পরিবেশিত হবে আজকে।

কাগার ভাষ্যমতে, হিরোকো হায়াকাওয়ার ঘরে পাওয়া গেছে খসড়াটা। প্রাক্তন নর্তকীর বেশিরভাগ জিনিস বাক্সবন্দি অবস্থায় পড়ে থাকলেও এটা আগেই বের করা হয়েছে। বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখা ছিল।

খসড়াটার কিছু বিষয় অদ্ভুত। প্রথমত, এটা হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপির ফটোকপি। কিন্তু বর্তমানে ব্যালে কোম্পানিগুলোর পাণ্ডুলিপি সাধারণত প্রিন্টেড ফরম্যাটে থাকে। তাহলে এটা হাতে লেখা কেন? হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটাই বা কোথায়? আর এরকম একটা জিনিস এত যত্ন করে রেখে দিয়েছে কেন হিরোকো হায়াকাওয়া?

এসব প্রশ্নের জবাবে মিচিয়ো কেবল বলে তার কোনো ধারণা নেই।

"আমি একটু ঘাটাঘাটি করেছি এসব নিয়ে। কিছু জিনিস ধরতে পেরেছি।"

"কীরকম?"

"তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে প্রথমে। 'সহস্র এক আরব্য রজনি'–এটা কি ইয়ুগ ব্যালে কোম্পানির নিজস্ব রচনা? নাচের কথা বলছি।"

"জ্বি।"

"রচয়িতা এবং কোরিওগ্রাফার তো তোমোয়া তেরানিশি, আপনার তৎকালীন স্বামী। আর মিউজিক কম্পোজ করেছেন ইউজি শিনকাওয়া। শুনেছি ওনারা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নাচের প্রথম প্রদর্শনী হয় পনেরো বছর আগে। তখন আপনি রাজকুমারী পুরশার ভূমিকায় নেচেছিলেন। আর

ওটাই ছিল মঞ্চে আপনার শেষ কাজ। এই পর্যন্ত আমি কি ভুল কিছু বলেছি।”

“না, ঠিকই আছে।”

“সেক্ষেত্রে আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপির খসড়াটা আছে, সেটায় কিছু হিসেব মিলছে না। এখানে হাতের লেখা এবং অন্যান্য কিছু বিষয় যাচাইয়ের পর এটা জানা গেছে যে কোরিওগ্রাফির অংশটা মাতসুই ইয়োতারো লিখেছেন। আপনি তো মি. মাতসুইকে চেনেন, তাই না?”

“জ্বি, চিনি।”

“শুনেছি মি. মাতসুই ইয়ুগ ব্যালে কোম্পানি ব্যালে মাস্টারও ছিলেন। নৃত্য পরিচালনা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন একসময়। মিউজিক কম্পোজার মি. শিনকাওয়ার পুরোনো বন্ধু। বছর বিশেক আগে অসুস্থতায় মারা যান। সমস্যাটা এখানেই, একজন মৃত মানুষ কী করে এমন কিছু লিখলেন যেটার রচনাকাল তার মৃত্যুর তিন বছর পর?”

চুপ হয়ে গেল মিচিয়ো। এই প্রশ্নের জবাব ওর কাছে আছে, কিন্তু সেটা বলা উচিৎ হবে কিনা বুঝতে পারছে না। তবে এটা নিশ্চিত যে ডিটেকটিভ কাগা সত্যটা ধরতে পেরেছে।

“দুর্ভাগ্যবশত, মি. শিনকাওয়া এক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ বছর আগে মারা যান এবং আপনার স্বামী গত বছর ক্যান্সারে ভুগে পরলোকগমন করেন। তাই সত্যটা এখনও অজানা। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে মি. শিনকাওয়া এবং মি. মাতসুই–দু'বন্ধু মিলে ‘সহস্র এক আরব্য রজনি’ রচনা করেন। তবে মি. মাতসুই মারা যাওয়ায়, পাণ্ডুলিপি প্রকাশের সময় মি. তোমোয়া তেরানিশি'কে কোরিওগ্রাফার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আমার বোধহয় খুব একটা ভুল হচ্ছে না।”

“তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন আমার স্বামী... তোমোয়া তেরানিশি নকল করেছিল?”

“আমি বলিনি যে উনি নকল করেছেন, শুধু একটা ধারণার কথা বললাম।”

“দু'টো তো একই কথা, তাই না? ওহ আচ্ছা, এবারে বুঝতে পারছি আপনি কী বোঝাতে চাইছেন,” ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে মিচিয়ো। “কোনো একভাবে হিরোকো মি. মাতসুইয়ের পাণ্ডুলিপিটা পেয়েছে। আপনি কেবলই যা বললেন, ওটা তার মাথাতেও আসার পর আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে। কিন্তু স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে আমি ওকে খুন করি। এটাই তো বলতে চাইছেন?”

এবারে কাগা সাথে সাথে জবাব দিল না। কিছু একটা ভাবে সে। এরপর একদিকে ঘাড় কাত করে বলে, "মিস হায়াকাওয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অজানা এক উৎস থেকে এক কোটি ইয়েন এসেছে কিছুদিন আগে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছিল।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন আমি টাকাটা দিয়েছি?"

"উনার অ্যাকাউন্টে যেহেতু টাকা ঢুকেছে, তাহলে ধরে নেয়া যায় যে কিছু একটা বিক্রি করেছেন। সেক্ষেত্রে এমনটাও হতে পারে যে কারো কাছে মূল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটা এক কোটি ইয়েনে বিক্রি করেন মিস হায়াকাওয়া।"

"আমি যদি পাণ্ডুলিপিটা কিনতাম, তাহলে তো সেখানেই সব চুকেবুকে যেত। হত্যার মোটিভ তো পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আপনি হয়তো ধরে নিয়েছিলেন বিষয়টার ওখানেই সমাপ্তি, কিন্তু মিস হায়াকাওয়ার মাথায় ভিন্ন চিন্তা ছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে ফটোকপিটা। মূল পাণ্ডুলিপিটা আপনাকে দিয়ে দিলেও, একটা কপি নিজের কাছে রেখে দেন উনি। হয়তো পরবর্তীতে আবারও আপনার সাথে কোনো চুক্তি করার ইচ্ছে ছিল। তবে 'চুক্তি' না বলে 'ব্ল্যাকমেইল' শব্দটাও বোধহয় ব্যবহার করা যায়, একটু আগে আপনি যেমনটা বললেন।"

কাগার শান্ত কণ্ঠে বলা কথাগুলো শুনে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয় মিচিয়োর।

৪

কী জবাব দেয়া যায় তা সহসা মাথায় এলো না মিচিয়োর, তাই কালক্ষেপণের জন্যে টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকালো ও। স্টেজে এখনও মহড়া চলছে। নর্তক-নর্তকীদের পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে গেছে। রাজকুমারী পুরশা নাচছে এখন। আরুর সাথে আবারও দেখা হয়েছে তার। তবে চেরাগের দৈত্যের জাদুর কারণে পুরশার আসল চেহারা দেখতে পাচ্ছে না সে। নাচের মাধ্যমে তার ঘোর কাটানোর চেষ্টা করছে রাজকুমারী।

নাচটা দেখতে দেখতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মিচিয়ো।

"আসছি আমি, কিছু মনে করবেন না, প্লিজ," বলে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ও। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে অডিটোরিয়ামের দিকে।

ভেতরে ঢুকে সরাসরি সানাদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। পা ভাঁজ করে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পরিচালক মহাশয়।

"মি. সানাদা, কী হচ্ছে এটা?"

মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে তাকায় সানাদা।

"কেন, কোনো সমস্যা?"

"পুরশার নাচ! ওভাবে কেন নাচছে?"

"আমার কাছে এভাবেই সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছে, তাই।"

"বোঝার চেষ্টা করুন, মি. সানাদা। এই দৃশ্যে পুরশা তার প্রেমিককে ঘোর থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। সে যে কোনো সাধারণ দাসী নয়, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, সেটারও বহিঃপ্রকাশ এই নাচ। কিন্তু এখানে তো মনে হচ্ছে পুরশা কেবল তার শরীর আর যৌনতা দিয়ে রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করছে।"

"তোমার মনে হচ্ছে? আমি তো ইচ্ছে করেই দৃশ্যটা এভাবে দাঁড় করিয়েছি।"

চোখ বড়ো বড় হয়ে গেল মিচিয়োর।

"মি. সানাদা, আপনার কি মাথা-টাথা খারাপ হলো নাকি?"

"মাথা ঠিকই আছে!"

"কী বলছেন এসব?"

"মিচিয়ো, তুমি যদি কাউকে আকৃষ্ট করতে চাও, তাহলে কী করবে? নিজের বুদ্ধিমত্তা আর আভিজাত্য দিয়ে তাকে কাছে টানবে? পুরশা আর আরু এখানে প্রেমিক-প্রেমিকা। একজন পুরুষ তার প্রেমিকার কোন বিষয়টা মনে রাখে, বলো?"

"এসব অশ্লীল কথা বলবেন না।"

"যৌনতা মানেই কি অশ্লীলতা? এখানে তো আমরা বাচ্চাদের মিকি মাউজ দেখাতে বসিনি।"

চোখমুখ কুঁচকে মাথা ঝাঁকায় মিচিয়ো। "কখন বদলেছেন এসব?"

"সিদ্ধান্তটা দু'দিন আগে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই দৃশ্যটা দীর্ঘদিন ধরেই মাথায় ঘুরছিল আমার। এটুকুর জন্যেই আসলে পুরো ব্যাপারটা পূর্ণতা পাচ্ছিল না। এখন বদলে ফেলায় প্লটের আকর্ষণও বেড়ে গেছে।"

" আগের মতোই হবে সবকিছু।"

"না, হবে না। আর 'আগের মতো' বলতে কী বোঝাচ্ছ?"

"পনেরো বছর আগে এই গল্পে নেচেছিলাম আমি!"

"সেটা তখনকার ভার্সন। আজকে আমার নির্দেশনায় পুরো পারফর্মেন্সটা হচ্ছে, এটা ভুলবে না।"

"কিন্তু, বস এটায় রাজি হবে না।"

"বসের কাছ থেকে আগেই অনুমতি নিয়েছি আমি, চাইলে তুমি কথা বলে দেখতে পার," মাইক্রোফোনটা তুলে নেয় সানাদা। "যাও এখন, এই প্যানপ্যানানি শুনতে ভালো লাগছে না।"

মিচিয়োর মনে হলো কেউ সপাটে চড় কষিয়েছে ওর গালে। উলটো ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা দিল। পেছনে মহড়া শুরু হয়ে গেল আবারও। সানাদার কণ্ঠস্বর এখনও কানে আসছে, কিন্তু তার কথা শোনার আগ্রহটাই হারিয়ে ফেলেছে।

অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এলো ও। বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একবার। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন শুষে নেয়া হয়েছে।

"ঠিক আছেন আপনি?" পাশ থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলো এসময়। মিচিয়ো মুখ তুলে দেখে কাগা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চেহারায় উদ্বেগ তার।

"আপনি...আপনি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন?"

"আসলে, আপনি হুট করে বেরিয়ে গেলেন তো।"

বইঘর.নেট

"ওহ, সরি," এক পা সামনে এগোয় মিচিয়োর। মনে মনে চিন্তা করছে নারিমা থানার এই ডিটেকটিভ সব শুনে ফেলেছে কিনা। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো শুনলেও কিছু যায় আসে না।

আবারও আগের রুমটায় ফিরে এলো ওরা। মনিটরে নাচের মহড়া দেখা যাচ্ছে এখনও। রিমোট দিয়ে টিভি আর স্পিকার–দু'টোই বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে বসলো মিচিয়ো।

দীর্ঘক্ষণ কিছু বললো না কেউই।

"একজন ব্যালেরিনা যখন আর নাচতে পারে না, তার সবকিছু সেখানেই থেমে যায়," অবশেষে নীরবতা ভেঙে বলে মিচিয়ো।

"তাই?" কাগা আগের চেয়ারটায় বসেছে। "কিন্তু আপনি তো এখন অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

"পুরোটাই লোক দেখানো। আসলে নিজেই নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছি। পনেরো বছর আগেই শেষ সব," টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়ায় মিচিয়ো। কিন্তু সেখান থেকে সিগারেট বের করার আগেই একটা কথা মনে হয় ওর। "ওহ, আপনি কী যেন একটা বলছিলেন, ভুলে গেছি।"

"আমি বলছিলাম মিস হায়াকাওয়া আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করেছেন খুব সম্ভবত।"

"ওহ, হ্যাঁ," সিগারেট ধরায় মিচিয়ো। লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "মি. কাগা, আপনি অন্যান্য অনেকের চাইতে ব্যালে নাচের ব্যাপারে বেশি জানলেও, এর মূল প্রতিপাদ্যই ধরতে পারেননি। আমাদের জন্যে নাচের দৃশ্যটা কার লেখা সেটার চেয়ে কে নাচছে, সেটাই বেশি জরুরি। অন্যভাবে বললে, কে কীভাবে নাচছে, সেটাই মূল। আপনি হয়তো ভাবছেন তেরানিশি তোমোয়া 'সহস্র এক আরব্য রজনি' ব্যালে নাচের রচয়িতা না, কিন্তু সেটা তেমন বড়ো বিষয় নয়। তেরানিশির নামে ওটা প্রকাশিত হয়েছিল কারণ এতে দর্শকদের কাছে নাচটার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ত। মি. শিনকাওয়াও ব্যাপারটা জানতেন।"

ঘরে এখন পিনপতন নীরবতা। মিচিয়োর সিগারেটের ধোঁয়া ভাসছে ঘরময়।

"বুঝেছি। আপনাকে ধন্যবাদ, তথ্যগুলো কাজে আসবে," বলে নোটবুকটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কাগা।

"আপনার প্রশ্ন শেষ?"

"জ্বি।"

বইঘর/গ্রুপ

মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও চেহারা স্বাভাবিকই রাখলো মিচিয়ো।

"আপনি বোধহয় আমার জবাবে খুশি হননি।"

"মানে?"

"আপনি হয়তো আশা করছিলেন আমি হিরোকোকে খুনের কথা স্বীকার করবো। দুর্ভাগ্যবশত, আমি খুনটা করিনি।"

মৃদু হাসি ফুটলো কাগার মুখে। তবে প্রশ্নের জবাব দিল না সে। "আসলে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে আমার।"

"কী?"

"একটা জিনিস একটু দেখতে চাই। আপনার অ্যাপার্টমেন্টে কি যাওয়া যাবে?"

"এখনই?" ভ্রু কুঁচকে বলে মিচিয়ো। "আজ তো পারফর্মেন্সের প্রথম দিন!"

"শো শুরু হতে তো বোধহয় এখনো কিছুটা সময় লাগবে। এর আগেই চলে আসতে পারবেন।"

"ভাই, আমি এই ব্যালে দলের সাধারণ সম্পাদক। এভাবে হুট করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে।'

"কিন্তু আমরা যে তাড়ার মধ্যে আছি।"

"পারফর্মেন্সের পরে গেলে হয় না?"

"প্লিজ," মাথা নুইয়ে বলে কাগা। "আপনি যদি এখন আমার সাথে না যান তাহলে সার্চ ওয়ারেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। এত ঝামেলা চাচ্ছি না।"

সার্চ ওয়ারেন্ট শব্দটা কানে আসার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায় মিচিয়ো। এই লোকের উদ্দেশ্য কী?

"কী দেখবেন ওখানে গিয়ে?"

"যেতে যেতে গাড়িতে বলি?"

লম্বা শ্বাস ছেড়ে ঘড়ির দিকে তাকায় মিচিয়ো। ভুল বলেনি কাগা, শো শুরু হবার আগে আসলেও কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

"খুব বেশিক্ষণ তো লাগবে না আশা করি? কাজ শেষে এখানে আবার পৌঁছে দিবেন তো?"

"জ্বি, নিশ্চয়ই," কাগা বলে।

ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ায় মিচিয়ো।

"আগে কথা দিন আজকের পর আর জ্বালাবেন না আমাকে।"

"আচ্ছা," কাগা বলে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সাথে টুকটাক কিছু কথা সেরে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসে মিচিয়ো। ওকে এরকম সময়ে বাইরে যেতে দেখে অবাকই হয়েছে ম্যানেজার।

কাগা গাড়ি নিয়ে তৈরি ছিল বাইরেই। তবে পুলিশের গাড়ি নয়, সাধারণ দর্শন একটা সেডানে এসেছে সে। প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলো মিচিয়ো।

"চলুন তাহলে। বেশি সময় নেই।"

"জ্বি, রাস্তায় ভিড় নেই তেমন। ভাববেন না।"

সাবধানে কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত গাড়ি চালাতে লাগল কাগা।

"কীভাবে করলো কাজটা," কিছু সময় পর হঠাৎই বলে ওঠে সে।

"কী?"

"মানে, আমরা যদি ধরে নেই মিস হায়াকাওয়া খুন হয়েছেন, তাহলে খুনি কীভাবে কাজটা করেছে?" সামনের রাস্তা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বললো কাগা। "যেমনটা আপনি বলেছেন, কাউকে হুট করে ব্যালকনি থেকে ফেলে দেয়া সম্ভব না। বিশেষ করে একজন নারীর পক্ষে।"

"আমার মনে হয় না কোনো নারী কাজটা করেছে।"

"হয়তো। কিন্তু পরিস্থিতির উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে।"

কথাটা শুনে কাগার দিকে ঘুরে তাকায় মিচিয়ো।

"যেমনটা আগেও বলেছি, মিস হায়াকাওয়া একটা ব্যালে স্টুডিও খোলার চেষ্টা করছিলেন। সেজন্যে টাকার দরকার ছিল। তবে আরো কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তার।"

"কী বলতে চাচ্ছেন?"

"শুধুমাত্র টাকা থাকলেই ব্যালে স্কুল খোলা যায় না। প্রশিক্ষকও দরকার। আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে মিস হায়াকাওয়া ইয়ুগ ব্যালে কোম্পানির বেশ কয়েকজন নর্তকী'কে অনুরোধ করেছিলেন তার স্কুলে খণ্ডকালীন চাকরি করতে।"

"একথা এই প্রথম শুনলাম।"

মিচিয়ো আসলেও এই বিষয়ে কিছু জানত না। কারা কারা হিরোকোর প্রস্তাবে রাজি হতে পারে, সেটা ধারণা করতে পারছে অবশ্য। এদের কারোই ব্যালেতে ভালো অবস্থানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

"তবে, শুধু খণ্ডকালীন প্রশিক্ষকদের দ্বারা তো আর স্কুল চলবে না। একজন পূর্ণকালীন প্রশিক্ষকেরও দরকার আছে। মিস হায়াকাওয়ায় নিশ্চয়ই নিজের স্কুলে নাচ শেখানোর কথা ভাবছিলেন। কিন্তু ব্যালে থেকে প্রায় বছরখানেক ধরে দূরে তিনি। আমি ব্যালের খুব বেশি কিছু না বুঝলেও, এটা

বুঝি যে দীর্ঘ সময় নাচ থেকে দূরে থাকলে সমস্যা হয়। সেজন্যে, প্রথমে তাকে নিজের শরীরকে আবারও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হতো। সেই লক্ষ্যেই প্রতিদিন একটু একটু করে আবারও অনুশীলন শুরু করেন মিস হায়াকাওয়া। আমার ধারণা এই কারণেই রিহার্সেল স্টুডিওতে প্রায়ই দেখা যেত তাকে।"

কিছু বললো না মিচিয়ো। কাগার কথাবার্তার ধরন ভালো ঠেকছে না ওর।

"কিন্তু সেটুকু অনুশীলন যথেষ্ট নয়। মিস হায়াকাওয়া নিশ্চয়ই তার বাসাতেও অনুশীলনের কথা ভাবেন। কিন্তু, নতুন অ্যাপার্টমেন্টে কিছু গোছানো হয়নি বিধায় জায়গাও নেই। অগত্যা, ব্যালকনিতেই অনুশীলন শুরু করেন।"

সিগন্যাল বাতি লাল হয়ে যাওয়ায় গাড়ি থামায় কাগা। মিচিয়ো বুঝতে পারছে যে হোমিসাইড ডিটেকটিভের দৃষ্টি এখন ওর দিকে। কিন্তু তার দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না।

"না, অ্যাপার্টমেন্টটায় ওঠার আগেই সম্ভবত মিস হায়াকাওয়া সিদ্ধান্ত নেন যে বারান্দায় অনুশীলন করবেন। তাই কাঠের পাটাতনটার অর্ডার দিয়েছিলেন। অসমান সিমেন্টের মেঝের উপরে নাচা বিপজ্জনক। কিন্তু আমাদের থানা প্রধান এবং অন্যান্য সহকর্মীরা আমার কথা শুনে অবাক হন। বলেন, এত ছোটো জায়গায় কেউ কী করে অনুশীলন করবে? কিন্তু, কাজটা সম্ভব। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী বলছি?"

"বার প্র্যাকটিস?" অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে মিচিয়ো।

"ঠিক বলেছেন। ব্যালে স্টুডিওর দেয়ালে কিন্তু বারের ব্যবস্থা থাকে। বইয়ে লেখা দেখেছি অন্তত ৩০ মিনিট বার ধরে অনুশীলন করতে হবে অনুশীলনকারীদের। আপনাদের ভাষায় ওয়ার্ম আপ বলা হয় যাকে। এতে পেশি, জয়েন্ট আর অ্যাকিলিস টেন্ডনও শিথিল হয়।"

"আপনি দেখি ভালোই পড়াশোনা করেছেন," উপহাসের সুরে বলার বৃথা চেষ্টা করে মিচিয়ো।

"ব্যালকনিটায় একটা হ্যান্ডরেইল আছে। সেটাকে চাইলে বার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আমরা খেয়াল করেছি হ্যান্ডরেইলটার জায়গায় জায়গায় রঙ উঠে গেছে। মিস হায়াকাওয়া প্রতিদিন ওটা ধরে অনুশীলন করেছেন বলেই অমনটা হয়েছে। অন্যভাবে বললে..."

সিগন্যাল বাতি সবুজ হলো এসময়। ব্রেক থেকে পা সরিয়ে অ্যাকসেলেটরে চাপ দিল কাগা। আবারো চলতে শুরু করলো ওরা।

"অন্যভাবে বললে," আগের কথার খেই ধরে বললো ডিটেকটিভ, "বার প্র্যাকটিসের সময়েই পড়ে যান মিস হায়াকাওয়া। পায়ে নাচের জুতা ছিল তখন তার। রাতের ঠান্ডা বাতাসে যেন সমস্যা না হয়, সেজন্যেই লেগ ওয়ার্মার আর মোটা ট্র্যাকস্যুট পরেছিলেন।"

"আচ্ছা, পোশাকের রহস্যের নাহয় সমাধান পাওয়া গেল। কিন্তু এটা তো প্রমাণ করে না যে ও আত্মহত্যা করেনি। হয়তো অনুশীলনের সময় একটা পর্যায়ে তার মনে হয়েছে বেঁচে থাকা অর্থহীন।"

"হ্যাঁ, এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু আমরা আপাতত আরেকটা সম্ভাবনার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।"

"আরেকটা সম্ভাবনা?"

"ব্যালেতে অনুশীলন যেমন জরুরি, ওয়ার্ম আপ বা স্ট্রেচিংও একই রকম জরুরি। অনুশীলনে স্ট্রেচিং করাটা এক প্রকার বাধ্যতামূলক। শুনেছি স্ট্রেচিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে একটা পা বারে তুলে দেয়া। আমি নিজের চোখেও অনেক ব্যালে নর্তকী'কে কাজটা করতে দেখেছি।"

লম্বা শ্বাস নেয় মিচিয়ো। হৃৎস্পন্দন বাড়ছে ক্রমশ।

ছোট্ট গাড়িটায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কাগার কণ্ঠস্বর।

"মিস হায়াকাওয়া, ব্যালকনিতে অনুশীলন শেষে নিশ্চয়ই স্ট্রেচিং-ও করতেন। সেজন্যে ব্যালকনির হ্যান্ডরেইলে পা রাখতে হতো। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, উনার ব্যালকনির হ্যান্ডরেইলটা গতানুগতিক ব্যালে স্টুডিও'র বার থেকে বেশ উঁচু। শুধু ভারসাম্য রক্ষার জন্যে হ্যান্ডরেইলটা ব্যবহৃত হলে উচ্চতার পার্থক্যটুকু হয়তো কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতো না। কিন্তু স্ট্রেচিংয়ের জন্যে সেটা একটু বেশিই উঁচু হয়ে যাওয়ায় কোনো কিছুর উপরে দাঁড়িয়ে কাজটা তাকে করতে হতো। বুঝতে পারছেন কী বলছি? সেখানে দাঁড়িয়ে একটা পা হ্যান্ডরেইলে তুলে দিতেন মিস হায়াকাওয়া।"

"আপনি এমনভাবে বলছেন যেন কাজটা করতে দেখেছেন ওকে," মিচিয়ো বলে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে গলার কাঁপন যেন বোঝা না যায়।

"উঁচু হয়ে দাঁড়ানোর জন্যে একটা খালি ফুলের টব ব্যবহার করতেন উনি, যেটা বারান্দায় দেখেছি আমরা। ওটাকে উলটে দিলেই হয়ে যেত। আমরা টবটার উলটোপিঠে বেশ কয়েকটা গোল দাগ দেখতে পেয়েছি। খুব সম্ভবত মিস হায়াকাওয়ার নাচের জুতার দাগ।"

মিচিয়োর পরিচিত একটা গলিতে ঢুকে পড়লো গাড়িটা। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়টার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। 'শান্ত থাকতে হবে

আমাকে'–নিজেকে বলে ও। আমাকে যতই সন্দেহ করুক, প্রমাণ করতে না পারলে কোনো লাভ নেই।

"আমার এতকিছু বলার কারণটা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। টবের উপর এক পা রেখে আরেক পা হ্যান্ডরেইলে তুলে দিয়েছিলেন মিস হায়াকাওয়া। বেশ নাজুক একটা অবস্থায় ছিলেন তখন। কেউ যদি তার আরেক পা ধরে উপরে তুলে দেয়, মুহূর্তে ব্যালকনি থেকে নিচে পড়ে যাবেন।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমি করেছি কাজটা?"

"আমরা খুনিকে খুঁজছি," কাগার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকরকম শান্ত। "আমাদের থিওরি অনুযায়ী, খুনি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা কাজ করেছিল। সেটা হচ্ছে টবটা সরিয়ে রাখা। কারণ, টবটা যদি সেখানেই থেকে যেত, তাহলে মিস হায়াকাওয়া কীভাবে মারা গেছেন, সেটা ধরতে খুব বেশি সময় লাগতো না কারো। তাই খুনি টবটা ব্যালকনির কোনায় রেখে দেয়, যেন ব্যালের সাথে সেটার সংযোগ স্থাপন না করা যায়। অর্থাৎ, এখন আমাদের সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে, যে টবটা ধরেছে।

কাগা কেন এত পরে টবটার কথা বললো, তা বুঝতে পারছে মিচিয়ো। শুনে মনে হতে পারে, বিষয়টা আপাত গুরুত্বহীন। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে, কাগা এক প্রকার বুঝিয়েই দিচ্ছে যে তাদের ধারণা ও টবটা সরিয়েছে।

"যেমনটা আপনাকে বললাম, টবটা ধরেছিলাম আমি। কিন্তু সেটা ও অ্যাপার্টমেন্টে ওঠার পরপরই।"

"জ্বি, মনে আছে। আপনি তো বোধহয় গ্লাভস পরে ছিলেন, নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"সেই গ্লাভসটা দেখতে চাই," গাড়ি থামিয়ে বলে কাগা।

৫

কাগাকে দরজার বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকে আলমারি খোলে মিচিয়ো। গ্লাভস বের করে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল একবার। আসলেও কি কীটনাশক লেগে গেছে এটায়? খালি চোখে দেখে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে, কাগার ভাষ্যমতে খালি চোখে দেখা যাওয়ার কথাও নয়।

বাইরে বেরিয়ে দেখলো কাগার সাথে এখন আরেক তরুণ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে।

"এই যে গ্লাভস।"

তবে কাগার গ্লাভসের দিকে মনোযোগ নেই। "এক্সকিউজ মি, আমরা মিস হায়াকাওয়ার অ্যাপার্টমেন্টে যাব এখন।"

"ওর অ্যাপার্টমেন্টে? কেন?"

"একটা বিষয়ে একটু নিশ্চিত হতে চাইছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"এটা..." গ্লাভসটা দেখায় মিচিয়ো।

"আপাতত রাখুন আপনার কাছে," বলে হাঁটতে শুরু করলো কাগা। তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মিচিয়োর। তরুণ অফিসারও ওদের সাথে যাচ্ছে।

লিফটে চেপে একতলা নিচে নেমে হিরোকো হায়াকাওয়ার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোয় ওরা। দরজাটা খোলা কেন যেন। কড়া না নেড়েই ভেতরে ঢুকে পড়লো কাগা। মিচিয়ো তার ঠিক পেছনেই আছে।

আগে থেকেই তিনজন লোক ছিল ভেতরে, খুব সম্ভবত পুলিশ অফিসার। তাদের হাবভাব খুব একটা সুবিধার ঠেকল না মিচিয়োর। তবে কেউই ওর দিকে তাকাচ্ছে না।

"এদিকে আসুন," লিভিং রুম থেকে হাত নেড়ে ওকে ডাকে কাগা।

"কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান আপনি?" চারপাশে নজর বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে মিচিয়ো। কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলো এখনও আগের মতোই আছে।

"ওটা দেখুন তো," ব্যালকনির দিকে দেখায় কাগা। "আপনি কি ওই টবটাই ধরেছিলেন?"

ধূসর একটা টব রাখা আছে ব্যালকনির এক কোনায়।

"জ্বি," মাথা নেড়ে সায় দেয় মিচিয়ো।

"আচ্ছা। আপনি যে গ্লাভসটা পরেছিলেন, সেটা দেখা যাবে?"

কাগার দিকে গ্লাভসটা বাড়িয়ে ধরে মিচিয়ো।

"আমরা এটা কিছুদিন রাখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

এসময় তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে গ্লাভসটা একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দৃশ্যটা দেখল মিচিয়ো।

বারান্দায় যাওয়ার কাচের দরজাটা খুললো কাগা।

"একটু এদিকে আসবেন?"

"এখন আবার কী? শো শুরু হয়ে যাবে, আপনাকে তো বলেছি হাতে সময় বেশি নেই আমার।"

"আর বেশিক্ষণ লাগবে না। একটু এদিকে আসুন।"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে পা বাড়াল মিচিয়ো।

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল কাগা। "আপনিও আসুন।"

নিচের দিকে তাকিয়ে মিচিয়ো খেয়াল করলো, ওর জন্যেও একটা স্যান্ডেল রাখা আছে সেখানে। সেটা পায়ে গলিয়ে ব্যালকনিতে এলো।

"আপনাকে আবারও প্রশ্নটা করছি," কাগা বলে এসময়। "আপনি কি নিশ্চিত যে মিস হায়াকাওয়া এই অ্যাপার্টমেন্টে আসার পরপর যে টবটা ধরেছিলেন, এটাই সেটা?"

"বারবার একই প্রশ্ন। বলেছি তো, ওটাই!"

"আচ্ছা।"

মাথা নাড়ে কাগা। হ্যান্ডরেইলের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। পেছনে সূর্যটা ডুবতে বসেছে।

"পাণ্ডুলিপিটা দেখার সময় আরেকটা অদ্ভুত বিষয় নজরে আসে আমার। সেখানে নাচের এমন একটা দৃশ্য আছে, যেটা বর্তমান 'আরব্য রজনি' প্রদর্শনীতে দেখানো হয় না। আমার ধারণা মি. তেরানিশি তোমোয়া সেই অংশটুকু ইচ্ছেকৃতভাবে মুছে দিয়েছেন।"

"এসব বলার মানে কী?"

আগের মতোই শান্ত স্বরে পরবর্তী কথাগুলো বললো কাগা।

"যেটুকু অংশ মুছে ফেলা হয়েছে, সেখানে বেশ উঁচু লাফের একটা জায়গা ছিল, যার জন্যে দক্ষতার পাশাপাশি বেশ শক্তিরও দরকার আছে। সেই সময়ে আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল? সে সময়ে আপনাকে যারা

দেখেছে, তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি দীর্ঘদিন ধরে নাচের কারণে পা এবং কোমরের জয়েন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব বিবেচনায়, একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছি আমি। আপনি চাইছিলেন 'আরব্য রজনি' প্রদর্শনীর মাধ্যমে ক্যারিয়ারের ইতি টানতে, তাই আপনার স্বামীকে অনুরোধ করেন কঠিন অংশগুলো যেন বাদ দিয়ে দেয়া হয়। নিজের ভাবমর্যাদা অক্ষুণ রাখতে কাউকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি। কিন্তু মিস হিরোকো হায়াকাওয়া কোনোভাবে সত্যটা জেনে যান।"

কাগা কথাগুলো বলার মাঝেই দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরে মিচিয়ো।

"কী যা-তা বলছেন! দয়া করে আন্দাজে কিছু বলবেন না!"

"আসলেও কি আন্দাজে বলছি? এছাড়া তো খুনের আর কোনো মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"বিরক্তিকর। আমি কি এখন যেতে পারি?"

"আপনার বাসার ব্যালকনি থেকে," উপরের দিকে তাকিয়ে বলে কাগা। "এই জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়, তাই না?"

"তো?"

"এটাই যে আপনি মিস হায়াকাওয়াকে অনুশীলন করতে দেখেছেন। প্রতিদিন দেখার কারণে তার রুটিনটা এক সময় মুখস্থ হয়ে যায়। কখন, কতক্ষণ ধরে অনুশীলন করতেন তিনি, এটা ভালো করেই জানেন আপনি।"

"সেটায় তো কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না।"

"এভাবেই একদিন যখন তিনি স্ট্রেচিং করছিলেন, ঠিক তখন তার অ্যাপার্টমেন্টের কলিং বেল চাপ দেন। স্ট্রেচিংয়ের মাঝেই দরজা খুলে দেন তিনি। আপনি তখন বলেন কিছু আলাপ আছে। তখন কী করেন উনি? আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে আবারও অনুশীলনে ফিরে যান। কারণ একজন ব্যালে নর্তকী কখনো অনুশীলন বা স্ট্রেচিং মাঝপথে ছেড়ে দিতে পারে না। পেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। আপনার চোখের সামনেই তাই আবারও স্ট্রেচিং শুরু করেন উনি। এরপরের ঘটনা গাড়িতে আপনাকে বলেছি," এবারে হ্যান্ডরেইলের দিকে তাকায় কাগা। "মিস হায়াকাওয়া হ্যান্ডরেইলে এক পা দিতেই দ্রুত সামনে এগিয়ে তার অন্য পা'টা উঁচু করে ধরেন আপনি। আমার ধারণা উনি চিৎকার করারও সময় পাননি। দুই সেকেন্ড লাগে নিচে পড়তে।"

মিচিয়োর হৃৎপিণ্ডটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পাঁয়তারা করছে। পুরো শরীর ভিজে উঠেছে ঠান্ডা ঘামে।

হঠাৎ...

হিরোকো হায়াকাওয়ার গোড়ালি ধরে টান দেয়ার স্মৃতিটা মনে পড়ে গেল আবারও। মোজার ওপর দিয়েই শক্ত করে চেপে ধরেছিল। হিরোকোর চেহারার সেই বিভ্রান্তি কখনো ভুলবে না।

"কিন্তু এসব আপনার কল্পনা মাত্র," কোনোমতে বলে মিচিয়ো। "কোনো প্রমাণ নেই।"

"তাহলে যা বললাম..."

"কোনো লাভ নেই বলে। কারণ আমি খুন করিনি।"

"আপনাকে তো বোধহয় বলেছিলাম যে খুনি অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে টবটা সরিয়ে দিয়েছিল। ওই টবটা-"

"তো টবটা যে ধরবে তাকেই সন্দেহ করবেন? হিরোকো অ্যাপার্টমেন্টে ওঠার সময় আমি ধরেছিলাম ওটা। সেদিনের পর আর আসিনি," গলা চড়িয়ে বলে মিচিয়ো।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুকের ওপরে হাত ভাঁজ করে রাখে কাগা।

"মিস তেরানিশি, এটা মিথ্যা।"

"মিথ্যা মানে? কী মিথ্যা? আমি বলছি-"

মাঝপথেই থেমে গেল মিচিয়ো কারণ কাগা ততক্ষণে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করেছে। চেহারায় সমবেদনার ছাপ তার।

"সেটা অসম্ভব।"

"কেন?"

"ওই টবটা," কাগা ব্যালকনির কোনার দিকে দেখিয়ে বলে। "নতুন। প্রাইস ট্যাগটা এখনও লাগানো আছে। আমাদের তদন্ত দল জানতে পেরেছে মিস হায়াকাওয়া ওটা খুন হবার আগের দিন সন্ধ্যায় কিনেছিলেন।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

ছ্যাঁৎ করে উঠলো মিচিয়োর বুকটা। হঠাৎই ভীষণ গরম লাগছে পুরো শরীরে।

"আমরা অ্যাপার্টমেন্টে একটা পুরোনো কাঠের বক্স খুঁজে পেয়েছি। মিস হায়াকাওয়া স্ট্রেচিংয়ের সময় উঁচু হওয়ার জন্যে ওটাই ব্যবহার করতেন প্রথমে। কিন্তু সেটায় খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না দেখে দোকানে যান দাঁড়ানোর মতো কিছু একটা খুঁজে আনতে। তখনই টবটার দিকে চোখ যায় সম্ভবত। অর্থাৎ মিস হায়াকাওয়া যখন এই অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম আসেন, তখন তার কাছে এরকম কোনো টব ছিলই না। আর টব যদি না থাকে, আপনারও সেটা ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আপনি একটু আগেই বললেন যে টবটা ধরেছিলেন। কেন? কারণ পুলিশের ডগ স্কোয়াডের

কুকুরগুলোর ব্যাপারে শুনেছেন আমার কাছে। নিজেকে আগে থেকেই সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে চাচ্ছিলেন?"

কাগার শান্ত স্বরে বলা প্রতিটি শব্দ মিচিয়োর বুকে গিয়ে বিঁধল। ডিটেকটিভের সাথে যা যা আলাপ হয়েছে, সব মনে করার চেষ্টা করলো। পুরোটাই ছিল একটা ফাঁদ।

"আপনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দিয়ে এটা বলানো যে আমি টবটা আগে ধরেছি, তাই না? সেটা বলামাত্রই খেলায় জিতে গিয়েছিলেন।"

"আরেকটু হলেই পার পেয়ে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করেননি। খুব বেশি মিথ্যেও বলেননি। আপনি জানতেন, কাউকে আমরা যতই সন্দেহ করি না কেন, পোক্ত প্রমাণ না পেলে কোনো লাভ নেই। আমাদের সেই দুর্বলতারই সুযোগ নিতে চেয়েছেন। কিন্তু সত্যটা জানতে হলে আপনাকে দিয়ে শেষ আরেকটি মিথ্যা বলাতে হতো আমাদের।"

মাথা নাড়ে মিচিয়ো। হঠাৎ করেই সমস্ত প্রতিরোধ দূর হয়ে গেল ওর মধ্যে থেকে। কাগার দিকে তাকিয়ে একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসল।

"মি. কাগা, আপনিও মিথ্যা বলেছেন।"

"জ্বি?"

"আপনি বলেছিলেন শো শুরু হবার আগে আমাকে পৌঁছে দিবেন? কিন্তু সেরকম ইচ্ছা আপনার কখনোই ছিল না।"

"সরি।"

"মনে হচ্ছে অন্য কোথাও যেতে হবে আমাকে।"

মিচিয়ো ব্যালকনি থেকে ভেতরে ঢুকবে, এমন সময় কাগা বলে, "মোটিভটা কী ছিল? চাননি আপনার পনেরো বছর আগের সেই পারফর্মেন্স নিয়ে কেউ কিছু বলুক?"

মাথা ঝাঁকায় মিচিয়ো। "না।"

"তাহলে কেন..."

"আমি যে হিরোকো'কে টাকা দিয়েছি, সেটা লুকাতে চেয়েছিলাম। ওকে টাকা দেয়ার অর্থ হচ্ছে স্বীকার করে নেয়া যে আমার সেই পারফর্মেন্স ছিল একদম ভুয়া। আমাকে আরও শক্ত হতে হতো।"

"একটা মিথ্যেকে ঢাকতে আরো বড়ো মিথ্যের দ্বারস্থ হতে হয় আমাদের।"

"এটাই বাস্তবতা।"

শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকায় মিচিয়ো। সূর্যটা অস্ত গেছে কেবলই।

এবারে আসলেই পর্দা নামল সবকিছুর।

দ্বিতীয় স্বপ্ন

বইঘর.নেট

১

মাচিকো এবং তার মেয়ের জন্যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন শুরু হতে যাচ্ছে। সবসময়ের মতোই রিসাকে সাথে নিয়ে লিফটে করে নিচে নেমে এলো ও। সাধারণত স্টেশন পর্যন্ত একসাথে যায় ওরা, কিন্তু আজ বিল্ডিংয়ের গেটের বাইরে গেল না মাচিকো। সেখান থেকেই বিদায় জানালো।

"যাও তাহলে, গুডলাক!" হাত নেড়ে বললো মেয়ের উদ্দেশ্যে।

"মা, তুমি তো আমার পারফর্মেন্স দেখতে আসবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, আসব পরে।"

"আসতেই হবে!" বলে স্টেশনের পথে রওনা হয়ে গেল রিসা।

ছোটোখাটো গড়নের মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বেশ কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলো মাচিকো। মেয়ের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি নানান ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটলো সেখানে। বিগত দিনগুলোর ছবি অনেকটা ভিডিওর মতোই ফুটে উঠলো মনে। কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গায় থামল কিছুক্ষণের জন্যে। মাচিকো আশা করছে, এর শেষটা যেন ভালো হয়। সময় গেলেই বোঝা যাবে সেটা।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের একটু সামনেই একটা ফার্মেসি। হাতে বিড়াল নিয়ে এক বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। রিসাকে দেখে চোখ সরু করে তাকালো।

"আজ তো রবিবার, কোথায় চললে তুমি?"

"কম্পিটিশন আছে একটা," রিসা জবাব দেয়। "টম কি কথা শোনে এখন?"

"হ্যাঁ, এখন একটু ভদ্র হয়েছে আগের তুলনায়।"

টম হচ্ছে বয়স্ক ভদ্রমহিলার পার্শিয়ান বিড়ালটার নাম। সপ্তাহখানেক আগে ওটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। দেখতে ভীষণ কিউট, গোলগাল। মাচিকো আর রিসা বুধবার সকালে প্রথম দেখেই ভক্ত বনে যায়। পালা করে কোলেও নেয়।

টমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় রিসা। এরপর মাচিকোর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে হাঁটতে শুরু করলো আবার।

রিসা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে বিড়ালটাকে হাতে নিয়ে মাচিকোর দিকে হেঁটে আসে বয়স্ক মহিলা।

"তোমার মেয়ে অনেক শক্ত। এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও হাসছে কী সুন্দর।"

"ভুলে থাকার চেষ্টা করছে আর কি।"

"সেটাই ভালো। বেশি চিন্তা করলে কাজে মনোযোগ দিতে পারবে না। আজকে তো ওর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন, তাই না?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ে মাচিকো।

"তুমিও বেশি ভেবো না এসব নিয়ে, জানি সহজ নয় কাজটা।"

"সেই চেষ্টাই করছি," জোর করে মুখে হাসি ফোটায় মাচিকো। মনে মনে আশা করছে ভদ্রমহিলা যেন খুব বেশি কৌতূহল না দেখায়। এখন এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো অবস্থায় নেই ও।

তবে মহিলা তার কোলের বিড়ালটাকে নিয়েই ব্যস্ত; এলাকায় ঘটে যাওয়া অপরাধকাণ্ডের দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই।

"টম কতদিন থাকবে আপনাদের সাথে?" মাচিকো জিজ্ঞেস করে।

"কালকে পর্যন্ত। ওকে যে পালে, সে ফিরছে দেশে," মহিলার কণ্ঠে আফসোসের সুর।

"খারাপ লাগবে তাহলে আপনার।"

"হ্যাঁ। যতই দিন যাচ্ছে, ততই সুন্দর হচ্ছে ও। আরো কয়েকটা দিন বেড়ালেও পারত ওরা।"

"সেটাই।"

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পার্শিয়ান বিড়ালটার মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বাসার ফিরে এলো মাচিকো।

ডাইনিং রুমের একটা চেয়ারে বসে কেবিনেটের ওপরে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকালো। ডায়ালে ফুলের নকশা ওটার। বারো বছর আগে বিয়েতে উপহার পেয়েছিল এক বন্ধুর কাছ থেকে। ন'টা বিশ বাজছে এখন।

কখন বাইরে যাবে, সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে মাচিকো। বেশি আগে যাওয়া যাবে না, তাহলে রিসার মনোযোগ নষ্ট হবে। আবার বেশি পরেও যাওয়া যাবে না; প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যাবে ততক্ষণে।

আমাদের মা-মেয়ের সম্পর্কটা আজ থেকে নতুন করে শুরু হবে আবার, ভাবে মাচিকো। বদলে যাবে সবকিছু।

বইঘর.নেট

তবে তার আগে চলমান সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান দরকার।

চার রাত আগের কথা ভাবে মাচিকো। সেদিনও ঘড়ির দিকে এভাবে তাকিয়ে ছিল ও। তবে দিনটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো।

২

সেদিন ছিল বুধবার। পুরোটা দিন আকাশ গোমড়া থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর বৃষ্টি হয়নি।

মাচিকো থানায় ফোন দেয়ার সাত মিনিটের মাথায় দু'জন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসার চলে আসে। তবে তারা আসার পর পরিস্থিতি খুব একটা বদলায় না কারণ মাচিকো'কে নির্দেশ দেয়া হয়, "অপেক্ষা করুন। কিছু ধরবেন না।"

মিনিট কয়েক পর স্থানীয় থানার ডিটেকটিভরা এসে পৌঁছায়। চেহারায় শীতল অভিব্যক্তি। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। দেখেই বোঝা যায় সাধারণ অফিসারদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। তাদের দিকে চোখ পড়তেই নিজের আত্মবিশ্বাস কিছুটা খুইয়ে বসে মাচিকো। বুকের ভেতর যেন হাতুড়িপেটা করতে থাকে কেউ।

"লাশটা কোথায়?"

ওকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে এক ডিটেকটিভ। তার চেহারা এখন ভুলে গেছে। নিজেদের কোনো পরিচয় দেয় না দলটা। এটাও বলে না যে কী করণীয়।

"ভেতরের ঘরে।"

মাচিকো জবাব দেয়ার আগেই বেশ কয়েকজন জুতা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

"ওনাকে বাইরে নিয়ে যাও।"

কেউ কথাটা বলার পরপরই মাচিকোকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকেই ও টের পায় যে ডিটেকটিভদের দলটা পুরো বাড়ি ঘুরে দেখছে। কী এমন খুঁজছে ভেতরে? অস্বস্তি প্রকট হয় মাচিকোর মনে।

কিছুক্ষণ পর ডিটেকটিভদের মধ্যে একজন বাইরে বেরিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসে। বেশ লম্বা চওড়া লোকটা। চোখে তীক্ষ্ণ চাহনি। বয়সে ওর সমান বা কিছুটা বড়ো হবে, ভাবে মাচিকো। এই বছর চৌত্রিশে পা দিয়েছে ও।

পকেট থেকে নোটবুক বের করে নিজের পরিচয় দিল লোকটা। নারিমা পুলিশ স্টেশনের একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ সে। নাম কাগা। গলার স্বর শান্ত; কিন্তু কথা একদম স্পষ্ট।

"আপনি তো মিস মাচিকো কুসুনোকি...তাই না?"

"জ্বি।"

"দয়া করে আমার সাথে আসুন।"

মাচিকো'কে ফায়ার এক্সিটে নিয়ে যায় কাগা। ওদের পাশের ফ্লাটের মধ্যবয়স্কা মহিলা দরজা খুলে কেবলই উঁকি দিয়েছিল তখন। কিন্তু ডিটেকটিভের সাথে চোখাচোখি হতেই ভেতরে ঢুকে পড়ে সে।

"যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে সবকিছু খুলে বলুন। লাশটা কোথায় কখন কীভাবে খুঁজে পান?" কাগা বলে।

"কোত্থেকে যে শুরু করবো..."

"যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন। মাথায় যা আসছে, সেটাই বলুন।"

"কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে দরজা খোলার জন্য কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দেই। কিন্তু তখনই খেয়াল করি যে দরজা আগে থেকেই খোলা। ভেবেছিলাম আমার মেয়ে বোধহয় ফিরেছে, তাই খুব বেশি কিছু না ভেবে ঢুকে পড়ি ভেতরে। ঘরের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠি..."

"কীরকম অবস্থা দেখলেন?"

"একদম...কী বলবো...তছনছ করা হয়েছে সবকিছু।"

"ওহ। এরপর?"

"দৌড়ে ভেতরের ঘরে যাই।"

"ভেতরে তো দু'টো ঘর আছে। একটা জাপানিজ স্টাইলের, আরেকটা ওয়েস্টার্ন। কোনটায় গিয়েছিলেন?"

"জাপানিজ স্টাইলেরটায়। ভেতরে ঢুকে দেখি..."

"ওখানেই পড়ে ছিল মৃতদেহটা?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলে মাচিকো।

"এরপর?"

"সাথে সাথে পুলিশে ফোন দেই।"

নোটবুকে খসখস করে কিছু একটা লিখে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কাগা। বেশ অস্বস্তিকর একটা নীরবতা বিরাজ করে কিছুক্ষণ। তাকে ভ্রু কুঁচকাতে দেখে ঘাবড়ে গেল মাচিকো। ভুল কিছু বলে ফেলেছে কিনা ভাবতে লাগল।

"জানালা তখন খোলা ছিল নাকি বন্ধ?"

"বন্ধই ছিল খুব সম্ভবত। মনে করতে পারছি না আসলে।"

"জানালার কাছে যাননি?"

"না। থানায় ফোন দেয়ার পর ডাইনিং রুমে বসে ছিলাম চুপচাপ।"

"ওই ঘরে মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেখলেন আপনি, এরপর কিছু ধরেননি?"

"না।"

"বাসায় ফিরেছেন কখন?"

"সাড়ে ন'টার দিকে।"

"কীভাবে বুঝলেন তখন সাড়ে নয়টা বাজছে?"

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব তথ্য জানতে চেয়েছে কাগা। মাচিকোর মনে পড়ে যায় যে কিছুক্ষণ আগেই লোকটা তাকে বলেছে যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলতে।

"দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় হাতঘড়িতে সময় দেখেছিলাম। থানায় ফোন দেয়ার পরেও কেবিনেটের উপরে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকাই একটু পরপর।"

"এরপর কি আর কেউ এসেছিল? আপনি কাউকে ফোন দিয়েছিলেন?"

"না।"

মাথা নেড়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় কাগা। মাচিকো-ও নিজের ঘড়িটা দেখে। দশটার একটু বেশি বাজছে এখন।

"আপনার স্বামী...?"

মাথা ঝাঁকায় মাচিকো।

"পাঁচ বছর আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের।"

"ওহ," লম্বা একটা শ্বাস নেয় কাগা। "তার সাথে কি এখনও যোগাযোগ আছে আপনার?"

"মাঝে মাঝে কথা হয়, তবে খুব বেশি না। মেয়ের সাথে আলাপ করার জন্যে ফোন দেয় ও।"

এটার সাথে ঘটনার কী সম্পর্ক? মাচিকো ভাবে।

"আপনার কি একটাই সন্তান?"

"জ্বি।"

"তার নাম?"

"রিসা।" নামটা কীভাবে লিখতে হয়, তা কাগাকে বললো মাচিকো।

"বয়স কত ওর?"

"এগারো বছর।"

"এখন তো বোধহয় এখানে নেই ও। কোনো ক্র্যাম স্কুলে[1] গেছে?"

"না, স্পোর্টস ক্লাবে দিয়ে এসেছি। এসে পড়বে তাড়াতাড়ি।"

আবারও ঘড়ি দেখে মাচিকো। মেয়ের ট্রেনিং শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। শেষ হয় সাড়ে ন'টায়।

"এত দেরিতে ক্লাবে? বিশেষ কোনো খেলার ট্রেনিং নিচ্ছে নাকি?"

"জিমন্যাস্টিকস।"

"বাহ-" আরো কিছু সম্ভবত বলার ইচ্ছে ছিল কাগার, কিন্তু কিছু খুঁজে পেল না। মেয়ে জিমন্যাস্টিকস শিখছে শোনার পর বেশিরভাগ মানুষের প্রতিক্রিয়াই এমন হয়।

"আপনি তাহলে একাই মেয়েকে বড়ো করছেন?"

"জ্বি।"

"সহজ নয় কাজটা। কী চাকরি করছেন?"

"কাছেই একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্মে কাজ করি। সেই সাথে নাচের স্কুলে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস নেই। আজকে ওখানেই গিয়েছিলাম, তাই ফিরতে দেরি হলো।"

"সপ্তাহে তিন দিন?"

"সোমবার, বুধবার আর শুক্রবার।"

নোটবুকে তথ্যটা টুকে নিল কাগা।

"আচ্ছা, তাহলে..." মাথা তুলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছনের দিকে ইঙ্গিত করে কাগা। "মি. মোরি সোসকের সাথে আপনার সম্পর্কটা কীরকম?"

হঠাৎ মোরির নাম শুনে চোখ বড়ো বড় করে তাকায় মাচিকো।

"ড্রাইভিং লাইসেন্সে তার নাম দেখেছি আমরা," কাগা যেন ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। "তাছাড়া উনার বিজনেস কার্ডও ছিল পকেটে। কোথায় চাকরি করতেন, সেটাও জানা গেছে। একটা কনভিনিয়েন্স স্টোরে, না?" ওকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে আবারও জিজ্ঞেস করে কাগা, "আপনার সাথে উনার কীরকম সম্পর্ক ছিল? চিনতেন কি?"

"হ্যাঁ, ভালো করেই চিনি। সত্যি বলতে-" গলা শুকিয়ে কাঠ মাচিকোর, কিন্তু কথা বলতেই হবে এখন। "বেশ গভীর সম্পর্ক ছিল আমাদের।"

[1] ক্র্যাম স্কুল হলো এমন একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষার্থীদের সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য দ্রুত ও বিশেষভাবে প্রস্তুত করে।

বইঘর/গ্রুপ

"উনি আপনার প্রেমিক?"

"জ্বি।"

"কবে থেকে শুরু হয় আপনাদের সম্পর্ক?"

"মাসছয়েক আগে।"

"আপনাদের বাসায় প্রায়ই আসতেন উনি?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে আসতো।"

"আজকে যে আসবেন, এটা আপনি জানতেন?"

"না, কিছু বলেনি আমাকে। সাধারণত আগে থেকে জানিয়েই আসে। তবে মাঝে মাঝে হুটহাট উপস্থিত হয়।"

"আচ্ছা।"

মাচিকোর দিকে টানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কাগা। হয়তো ওর অভিব্যক্তি থেকে কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। চোখ নামিয়ে নেয় মাচিকো। তখনই ওর মনে হয়, *অন্যদের চোখে আমি কেবলই প্রেমিককে হারিয়েছে ওরকম আচরণই করা উচিত। কাঁদব এখন? নাকি আধ-পাগলের মতো কথা বলবো।* তবে শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হলো না। এসব ওর পক্ষে সম্ভব না।

"আপনাদের কি বিয়ের কথা হয়েছিল?"

"না, সেরকম কিছু হয়নি।"

সত্যি বলতে এরকম ভাবনা কখনো উঁকিও দেয়নি মাচিকোর মনে।

"বাসার চাবি কি মি. মোরিকে দিয়েছিলেন আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার মেয়ের কাছেও তো একটা চাবি আছে, না?"

"জ্বি।"

"আর কারও কাছে আছে কি?"

"চাবি এই তিনটাই।"

"বাসা ভাড়া দেয়ার সময় সাধারণত দু'টা চাবি দেয়া হয় ভাড়াটিয়াদের। আরেকটা কি আপনি বানিয়ে নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, ওটাই ওকে তিন মাসে আগে দিয়েছি।"

"কোত্থেকে বানিয়েছিলেন মনে আছে?"

"হ্যাঁ, কাছেই তালাচাবির দোকান আছে একটা, সেখানে। অ্যাড্রেস বুকে ফোন নম্বর লিখে রেখেছি।"

"পরে সময় করে দিবেন," নোটবুকে কিছু একটা লিখল কাগা। "তো, এই ঘটনার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন আমাদের? কী ঘটতে পারে, সেই ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে?"

ভাবতে লাগলো মাচিকো। মোরির সাথে শেষ কোন ব্যাপারে কথা হয়েছে, সেটা মনে করার চেষ্টা করছে। খুনের সূত্র হয়তো সেখানেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু কিছু মনে পড়লো না। এটা অনুধাবন করলো যে তার সাথে বেশ কয়েক দিন ধরে ঠিকভাবে কথা বলার সুযোগই হয়ে ওঠেনি ওর।

তাই কাগার প্রশ্নের জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

"কিছু বলতে পারছি না, দুঃখিত।"

"আচ্ছা। এই অবস্থায় আপনাকে চাপও দিতে পারছি না।"

ডিটেকটিভ কথাটা ওকে স্বান্তনা দেয়ার জন্যে বলেছে কিনা সেটা ধরতে পারল না মাচিকো।

সেই সময় করিডোরের আরেক মাথায় লিফটের দরজাটা খুলে গেল। সাত তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের তিনতলায় থাকে ওরা।

রিসা বের হলো লিফট থেকে। পরনে ট্রেইনিংয়ের পোশাক, কাঁধে ছোটো স্পোর্টস ব্যাগ। লম্বা চুলগুলো পেছনে টেনে বাঁধা। বাইরে পা দিয়েই মেয়েটা টের পেল যে কিছু একটা ঠিক নেই। বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাচিকোর দিকে পা বাড়াল। পাশে কাগাকে দেখে ভড়কে গেছে বোধহয়। চেহারায় সতর্ক ভাব।

"ও-ই আপনার মেয়ে?" মা-মেয়ের দিকে পালাক্রমে তাকিয়ে বলে কাগা।

"হ্যাঁ," জবাবে বলে মাচিকো।

"ওকে কি আমি সব খুলে বলবো? নাকি আপনি বলবেন?"

"আমিই বলি।" মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মাচিকো। রিসা তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

লম্বা শ্বাস নেয় মাচিকো।

"আমাদের বাসায় চোর ঢুকেছিল...সম্ভবত।"

রিসা তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। চোখের মণি কাঁপছে বেচারির। "কী?" অবশেষে ফিসফিসিয়ে বলে।

"চোর। তুমি তো মোরি আংকেলকে চিনতে, তাই না? আমার-"

কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না মাচিকো। মেয়ের সামনে মোরিকে কী বলে আখ্যায়িত করা যায়?

ওর দ্বিধার মাঝে রিসা জিজ্ঞেস করলো, "মোরি আংকেলের কী হয়েছে?"

"আসলে। ওকে...খুন করা হয়েছে," কম্পমান কণ্ঠে জবাব দেয় মাচিকো।

একথা শোনার পর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না মেয়েটা। মাচিকোর একবার মনে হলো তার কথা বোধহয় বোঝেনি সে।

"ওহ আচ্ছা," পরক্ষণেই বলে রিসা।

ওকে দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা অবাক হয়েছে। এখনকার বাচ্চাদের জন্যে কি এরকম একটা খবর বড়ো কিছু নয়? মাচিকো ভাবে। নাকি ও মেনে নিতে পারছে না।

মাচিকো টের পেল কেউ একজন ওর পিছে এসে দাড়িয়েছে।

"তুমি স্পোর্টস ক্লাবে গিয়েছিলে শুনলাম?" কাগা বলে।

ডিটেকটিভের দিকে তাকায় রিসা। মাচিকোর সবসময়ই মনে হয়েছে মুখের তুলনায় রিসার চোখ দু'টো বড়ো বড়। কাগা যে পুলিশের লোক, এটা নিশ্চয়ই বুঝেছে ওর মেয়ে।

"বাসা থেকে কখন বের হয়েছিলে তুমি?"

"সকালে। এরপর এখন ফিরলাম।"

"মাঝে বাড়ি আসোনি?"

"স্কুল থেকে সরাসরি ক্লাবে চলে গেছি।"

"আচ্ছা।"

"সাধারণত এমনটাই করে ও," মাচিকো বললো।

নীরবে মাথা নাড়ে কাগা।

মাচিকোর অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে এসময় একজন ডিটেকটিভ উঁকি দিল বাইরে।

"কাগা, আপনি ম্যাডামকে নিয়ে একটু ভেতরে আসবেন?"

তরুণ ডিটেকটিভকে হাতের ইশারায় ভেতরে যেতে বললো কাগা। "এখন ভেতরে যেতে পারবেন?" মাচিকো'কে জিজ্ঞেস করে সে।

"জ্বি," মাচিকো জবাব দেয়, তবে তার গলায় উৎকণ্ঠার ছাপ। "ইয়ে...আমার মেয়ে..."

ও আসলে বলতে চায় যে সম্ভব হলে আমার মেয়েকে লাশটা দেখাবেন না।

কাগা খেয়াল করে বিষয়টা। একটু আগের সেই তরুণ অফিসারকে বাইরে ডেকে এনে বললো, "তুমি উনার সাথে এখানে কথা বলো, দেখো কিছু জানা যায় নাকি।" এরপর মাচিকোর দিকে ফেরে সে। "চলুন তাহলে।"

৩

মাচিকো আর রিসা যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সেখানে দু'টো বেডরুম আর একটা লিভিং রুম। দরজা দিয়ে ঢুকেই লিভিং রুমটা চোখে পড়বে। পাশে লাগোয়া ডাইনিং রুম আর রান্নাঘর। মাচিকো সবকিছু গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে। কিন্তু এখন ঘরের সমস্ত জিনিস মাটিতে লুটাচ্ছে। ডাইনিং টেবিল, কেবিনেট–সব উলটে ফেলা হয়েছে। বিয়েতে উপহার পাওয়া ঘড়িটাই জায়গামতো আছে একমাত্র।

ডাইনিং রুমের পেছনে দু'টো গড়পড়তা সাইজের ঘর। ডান দিকের ঘরটা জাপানিজ স্টাইলে তৈরি আর বামেরটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলে। বামের ঘরটার দরজা এখন খোলা। এটা অনেকটা রিসার ব্যক্তিগত ঘরের মতো। ভেতরে ছোটো একটা বিছানা, একটা টেবিল, বুকশেলফ–এসব আছে। বর্তমানে একজন ডিটেকটিভ সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

জাপানিজ কায়দার ঘর আর ডাইনিং রুমের মাঝে একটা স্লাইডিং ডোর। এখন সেই ডোরটা সরিয়ে সিঙ্কের সামনে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। দরজার কাগজ(জাপানে দুঘরের মাঝের দেয়ালে পুরু কাগজ ব্যবহৃত হয় অনেক সময়) জায়গায় জায়গায় ছেড়া, ফ্রেমটাও ভেঙে গেছে।

পাশাপাশি দু'টো আলমারি কারণে ঘরটা ছোটো দেখায়। ঘুমানোর সময় আলমারি থেকে নিজেদের ফুটন বের করে নেয় ওরা। রিসা আলাদা বিছানা কেনার আগে ওরা মা-মেয়ে পাশাপাশি ঘুমাত প্রতিদিন।

ওয়ার্ড্রোবের বেশিরভাগ ড্রয়ার খোলা। ভেতরের জিনিসগুলো পড়ে আছে সামনের মেঝেতে। মাচিকোর পছন্দের স্কার্টটা লুটাচ্ছে তাতামি ম্যাটের ওপরে।

শুধু তা-ই নয়, দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলোও পড়ে গেছে। কাচ ভাঙা সবগুলোর। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি ঘরের সবকিছু ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছিল ভেতরে।

জাপানি ঘরানার ঘরটার একদম মাঝে বড়ো একটা জায়গা জুড়ে নীল কম্বল পাতা। মাচিকো জানে সেটার নিচেই মোরি সোসকের মৃতদেহ।

একজন ডিটেকটিভ চার হাত পায়ে ভর দিয়ে নিচু হয়ে তাতামি ম্যাট দেখছে। সম্ভবত খুনি কিছু ফেলে গেছে কিনা, সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব বর্তেছে তার কাঁধে। ভিন্ন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

গোটা তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে বেশ বয়স্ক একজন ভদ্রলোক। নিজেকে ইয়ামাবে বলে পরিচয় দিল সে।

"এরকম একটা ঘটনার জন্যে আপনাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা," আন্তরিক ভঙ্গিতে বললো লোকটা।

নিচের দিকে তাকিয়ে আছে মাচিকো। ভাবছে, *এখন কাঁদব আমি?*

"আমি বুঝতে পারছি, বেশ বড়ো একটা মানসিক আঘাত পেয়েছেন আপনি। কিন্তু খুনিকে যত দ্রুত সম্ভব পাকড়াও করতে চাই আমরা।"

"জ্বি...আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"একটু দেখুন কিছু খোয়া গেছে কিনা। এমনটা হতে পারে যে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।"

"ঠিক আছে।"

কথাটা বললেও মাচিকো ঠিক ভেবে পেল না কী খুঁজবে। ও খুব ভালো করেই জানে যে বাড়িতে এমন কিছু নেই যেটা কোনো চোরের কাজে আসবে। বাড়তি টাকা কাছে রাখার অভ্যাস কখনোই ছিল না ওর। তবুও উপস্থিত ডিটেকটিভদের সামনে ওয়ার্ড্রোবের ড্রয়ারে রাখা গহনাগুলো উলটেপালটে দেখল। লজ্জাই লাগছে এসব নাড়তে, কিন্তু উপায় নেই। ইয়ামাবের বলা কথাটা মাথায় ঘুরছে ওর–'এমনটা হতে পারে যে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।' কিন্তু তাদের ধারণা যদি বদলে যায়, তখন?

"কিছু বুঝতে পারছেন?" কাগা বলে।

"না," বলে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিল ও। ধীরপায়ে হেঁটে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে গেল এরপর। একদম নিচের ড্রয়ার খুলে জিনিসপত্র উলটে দেখার একটা পর্যায়ে 'ওহ' বললো ক্ষীণস্বরে।

"কোনো সমস্যা?"

"আমার চেকবইটা নেই। এখানে রেখেছিলাম।"

"আর সিলটা?"

"ওটাও নেই।"

"ব্যাঙ্কের নাম, ব্রাঞ্চ আর অ্যাকাউন্ট নম্বর মনে আছে আপনার?"

"হ্যাঁ, আছে।"

ওয়ালেট থেকে ডেবিট কার্ড বের করে কাগা'কে তথ্যগুলো দিল মাচিকো। দ্রুত সেগুলো টুকে নিল ডিটেকটিভ।

এসময় আরেকজন ডিটেকটিভ এগিয়ে এসে ইয়ামাবের কানে কানে কিছু একটা বললো। পুরোটা শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাগার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে।

"মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোকের এসে পড়েছে।"

কথাটা শোনার পর ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে মাচিকোর উদ্দেশ্যে বাউ করলো কাগা।

"কিছুক্ষণের মধ্যে একই প্রশ্নগুলো আরো একবার করা হতে পারে আপনাকে। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।"

"সমস্যা নেই।"

হাজারবার প্রশ্ন করা হলেও একই জবাব দিব আমি, মনে মনে বলে মাচিকো।

* * *

মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মাঝবয়সি অফিসারের বাচনভঙ্গিই অন্যরকম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কায়দায় একই প্রশ্ন কয়েকবার জিজ্ঞেস করলো সে।

"তাহলে আপনি আজ বিকেল পাঁচটায় অ্যাকাউন্টিং ফার্মটা থেকে বের হন । এরপর শপিং মলের একটা বইয়ের দোকানে ঢু মেরে সন্ধ্যা সাতটায় নাচের স্কুলে পৌঁছান। ক্লাস নেয়া শেষে ন'টার পর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এখানে আসতে আসতে সাড়ে ন'টা বেজে যায়। ঠিক বলেছি?"

"জ্বি।"

"অ্যাকাউন্টিং ফার্মে আপনাদের কাজের সময় হচ্ছে ন'টা থেকে পাঁচটা, তাই তো? এর মাঝে কখনো বের হন না?"

"মাঝে মাঝে হই, কিন্তু আজ কোথাও যাইনি। চাইলে অফিসের লোকদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"নাচের স্কুলে যাওয়ার পরেও তো অল্প সময়ের জন্যে বের হননি?"

"না।"

"ঠিক মনে আছে তো?"

"জ্বি।"

"তাহলে আমাদের জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যবর্তী সময়টুকু। তখন কি একদম একা ছিলেন আপনি? কারো সাথে ফোনেও কোনো কথা হয়নি?"

"হ্যাঁ, একাই ছিলাম। কারো সাথে কথা হয়নি।"

"কোন বইয়ের দোকানটা গিয়েছিলেন, এটা যদি মনে করতে পারতেন তাহলে খুব ভাল হতো।"

"আসলে এটা মনে নেই। আমি তখন এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সময় কাটানোর জন্যে। পরিচিত কারো সাথেও দেখা হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই অ্যালিবাই খুঁজছেন।"

"এমন কিন্তু না যে আপনাকে সন্দেহ করছি আমরা।"

হোনমা নামের লোকটার কথা শুনে অবাক না হয়ে পারে না মাচিকো। সন্দেহই যদি না করবে তাহলে পাঁচটা থেকে সাতটার মাঝে কোথায় ছিল, এটা বারবার জিজ্ঞেস করছে কেন?

দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে সাড়ে এগারোটা। আর কতক্ষণ চলবে এসব? ডাইনিং টেবিলে বসে এসব ভাবতে লাগল ও।

"আপনি কি এটা দেখেছেন?" কুরিয়ার কোম্পানির একটা পিক-আপ স্লিপ ওকে দেখালো হোনমা। "আপনাদের দরজার কাছে পেয়েছি।"

"না, দেখিনি।"

সন্ধ্যা সাতটার দিকে কুরিয়ার নিয়ে ওদের বাসায় এসেছিল এক ডেলিভারি ম্যান। তাদের কোম্পানির নিয়ম হচ্ছে প্রাপক বাসায় না থাকলে দরজায় চিরকুট সাঁটিয়ে যাওয়া; যেখানে লেখা থাকে কুরিয়ারে আসা জিনিসটা ফেরত নিয়ে যাচ্ছে তারা। মাচিকোর ঠিকানায় কুরিয়ার পাঠিয়েছে ওর এক প্রাক্তন সহকর্মী। ইউরোপে বেড়াতে গিয়েছিল সে। ফিরেছে কিছুদিন আগে। সাথে উপহারও নিয়ে এসেছে। হোনমাকে সব খুলে বললো মাচিকো।

"আমরা কেবলই কুরিয়ার কোম্পানির সাথে কথা বলেছি। কুরিয়ারটা এসেছিল সাতটা দশের দিকে। কয়েকবার বেল বাজানোর পরেও ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পায়নি ডেলিভারি ম্যান। দরজাও বন্ধ ছিল। তাই ডেলিভারি স্লিপটা লাগিয়ে চলে যায় সে।"

"তাহলে ও যখন দরজা খুলেছে, তখন মাটিতে পড়ে গেছে।" এখানে 'ও' বলতে মোরিকে বুঝিয়েছে মাচিকো।

"হয়তো। কিন্তু..." কৌতূহলী দৃষ্টিতে মাচিকোর দিকে তাকিয়ে বলে হোনমা। "এমনটাও হতে পারে যে ডেলিভারি ম্যান যখন এসেছিল, তখন ভেতরে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল মি. সোসকে।"

"কিন্তু দরজাটা তো বন্ধ ছিল তখন।"

বইঘর.নেট

"কুরিয়ারের লোকও সেটা বলেছে।"

"কিন্তু আমি বাসায় ফিরে দরজা খোলা অবস্থায় পাই। কে খুলেছে তাহলে?"

"খুনি হতে পারে," মাথা একদিকে হালকা কাত করে বলে হোনমা। "মি. সোসকে'কে হত্যার পর হয়তো ভেতরে লুকিয়ে ছিল সে। এরপর সুযোগ বুঝে পালিয়েছে।"

"সেক্ষেত্রে..." মাঝপথে থেমে গেল মাচিকো।

"কিছু বলতে চাচ্ছিলেন?" হোনমা জিজ্ঞেস করে।

"না, কিছু না," ক্ষীণস্বরে বলে ও।

আসলে মাচিকো বলতে চাচ্ছিল খুনি সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত যদি অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে ও সেই সময় অন্য কোথাও ছিল এটা প্রমাণ করতে পারলেই সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে ওর নাম কাটা যাবে। কিন্তু এরকম একটা কথা বললে সন্দেহের উদ্রেক হবে অফিসারের মনে। তাই আর সেকথা বললো না।

আলামত সংগ্রহের পালা শেষ হতে হতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। ডিটেকটিভদের বেশিরভাগই চলে গেছে, কিন্তু নারিমা থানার ডিটেকটিভ কাগা তখনও ভেতরে।

"আপনারা আজ রাতে কী করবেন?" জিজ্ঞেস করে সে।

"মানে?"

"এখানেই ঘুমাবেন?"

"ওহ..."

যেখানে একটা লোক খুন হয়েছে, সেখানে ঘুমানোর কোনো ইচ্ছে নেই মাচিকোর। তাছাড়া, রিসার কথাও ভাবতে হবে।

"ইকেবুকুরতে বেশ ভালো মানের একটা হোটেল আছে। খরচও বেশ কম। আমি কি সেখানে খোঁজ নিব?"

"অযথা কষ্ট করবেন..."

"এটা কোনো ব্যাপারই না।"

ফোনেই একটা রুম বুক করে ফেলল কাগা। এরপর মাচিকো আর রিসাকে হোটেলে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিল সে। মাচিকো মানা করলো বারবার, কিন্তু কাগা তার কথা থেকে পিছু হটলো না।

"গাড়িতে করে এখানে এসেছি আমি। আর হোটেলটা আমার বাসার পথেই।"

"তাহলে..."

বারবার মানা করাটা সন্দেহজনক ঠেকবে ভেবে কাগার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল মাচিকো।

মা-মেয়েকে সাথে নিয়ে দুই দরজার কালো রঙের একটা সেডানের দিকে এগোয় কাগা। গাড়িটা কোন ব্র্যান্ডের তা বুঝতে পারল না মাচিকো।

"এত প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিশ্চয়ই ক্লান্ত আপনি," এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলে কাগা।

"আসলেও ক্লান্ত।"

"যে কোনো হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের আসলে প্রশ্ন না করে উপায় থাকে না।"

"সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু..." চুপ হয়ে গেল মাচিকো।

"অনেকটা সন্দেহভাজনের মতো কথা বলা হয়েছে আপনার সাথে। সেজন্যে অস্বস্তিতে ভুগছেন?"

কাগার কথা শুনে তার দিকে ভাল করে না তাকিয়ে পারে না মাচিকো। একদম ওর মনের কথাটাই বলেছে সে।

"তবে এটাকে ব্যক্তিগত আক্রমন ভাববেন না, প্লিজ। যে-কোনো হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সময় যদি প্রথমেই এমন কাউকে পাওয়া যায়, যার সাথে ভিক্টিমের সম্পর্ক ছিল কিংবা যে প্রথমে লাশটা দেখেছে, তাহলে তাকে ভালোমতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আশা করি আপনি বুঝবেন বিষয়টা।"

"এক্ষেত্রে সেই দুই ব্যক্তিই আমি।"

"তা ঠিক। তবে আমার ধারণা ডিটেকটিভদের মধ্যে বেশিরভাগই আপনাকে সন্দেহের আওতার বাইরে রেখেছে।"

"কেন?"

"আসলে একথা আপনাদের জানানো ঠিক উচিৎ হচ্ছে না, তবুও বলছি," এক মুহূর্তের জন্যে মাচিকোর দিকে তাকায় কাগা। "আপনি কি জানেন কীভাবে মারা গিয়েছেন মি. সোসকে?"

"না। তবে আপনাদের কথাবার্তায় যতটুকু বুঝেছি, শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে সম্ভবত।"

"জ্বি, দড়ির মতো কিছু একটা গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছে। অনেক শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছিল খুনি। গলায় দড়ির দাগ বসে গেছে।"

"ও বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি?"

"করেছেন, কারণ তার নখে দড়ির তন্তুর মতো কিছু আটকে ছিল। ফরেনসিকের লোকেরা পরীক্ষা করে বলতে পারবে যে কেমন দড়ি ব্যবহৃত

হয়েছে হত্যাকাণ্ডে। প্রাণপণে বাধা দিয়েও সুবিধা করতে পারেননি মি. সোসকে। অর্থাৎ, খুনির গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। মি. সোসকেও বেশ স্বাস্থ্যবান। এসব বিবেচনায় বলা যায় আপনার মতো হালকা-পাতলা গড়নের কারো পক্ষে তাকে হত্যা করা কঠিনই হবে। বেশিরভাগ ডিটেকটিভ একথাই বলেছে।"

"আপনার কী ধারণা, মি. কাগা?" মাচিকো জানতে চায়।

"আমার?" কিছুটা সময় চুপ থাকে কাগা, দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে নিবদ্ধ। সিগন্যালে বসে আছে ওরা। সবুজ বাতি জ্বলার পর কাগা বললো, "আপনার একার পক্ষে কোনোভাবেই মি. সোসকে'কে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে হত্যা করা সম্ভব না।"

কাগার বেশ ভেবেচিন্তে বলা কথাগুলো শুনে প্রমাদ গুনলো মাচিকো। কিন্তু এই বিষয়ে আর কথা বাড়ালো না।

"নাচের স্কুলে ক্লাস নেয়া শেষে কি গোসল করেছিলেন আপনি?" কাগা জিজ্ঞেস করে এসময়।

"না," জবাব দেয় মাচিকো। ডিটেকটিভ হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করলো, তা ভেবে পায় না সে।

"তাহলে হোটেলে গিয়ে গরম পানি দিয়ে গোসল করে নিন। ঘুম ভালো হবে।"

"চেষ্টা করবো।"

"নাচের অভ্যাস কি আপনার অনেক দিনের?"

"ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষ থেকে।"

"তাহলে তো লম্বা সময়। ছোটো থেকেই নর্তকী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন?"

"আসলে..." শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নেয় মাচিকো। "এটা আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল বলতে পারেন।"

"দ্বিতীয় স্বপ্ন? তাহলে প্রথম স্বপ্ন কী ছিল?"

কাগার প্রশ্ন শুনে চুপ হয়ে যায় মাচিকো।

ও জবাব দেয়ার আগেই ডিটেকটিভ বলে। "সরি, আমি বোধহয় একটু বেশি কথা বলছি।"

"সমস্যা নেই।"

মাচিকোর প্রথম স্বপ্ন ছিল অলিম্পিক জিমন্যাস্ট হওয়া। একথা বললে ডিটেকটিভের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, তা ভাবল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটার জবাব আর দিল না।

"আপনার মেয়ে ঘুমিয়ে গেছে?"

কাগার প্রশ্ন শুনে পেছনে ফিরে তাকায় মাচিকো। তবে রিসা ঘুমায়নি। সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে। দৃষ্টি মাচিকোর দিকে। তার চোখের দিকে খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব হলো না ওর পক্ষে।

৪

ঘটনার পরদিন হোটেলের ক্যাফেতে সকালের নাস্তা সেরে নেয় মাচিকো আর রিসা। স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই নেমেছে রিসা।

"সব ঠিক আছে? কোথাও ব্যথা পেয়েছ?" রিসা হ্যাম আর ডিম মুখে দিবে, এসময় জিজ্ঞেস করে মাচিকো।

"হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি," বলে রিসা। "তোমার কী খবর মা? ঘুম হয়েছে?"

"আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি ঘুমিয়েছ?"

"হ্যাঁ। অনেক দিন পর এত ভালো ঘুম হলো।"

"বাহ। তাহলে রবিবারে কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি।"

"আমার উপরে ছেড়ে দাও।"

হেসে টোস্টে কামড় বসাল রিসা। মনে হচ্ছে গত রাতের ঘটনা বেমালুম ভুলে গেছে সে। এতটা স্বাভাবিক আচরণ করছে কী করে? ও অন্য ধাতুতে গড়া, আমার মতো না, ভাবে মাচিকো।

এসময় হুট করেই মুছে গেল রিসার মুখের হাসি। খুব সম্ভবত কিছু একটা নজরে এসেছে তার। ক্যাফের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে। মাচিকো মেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল কাগা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

"যেমনটা ভেবেছিলাম, এখানেই আছেন আপনারা। রুমের ফোনে কল দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ ধরেনি।"

"এত আগে এসে পড়লেন যে," কিছুটা উপহাসের সুরে বলে মাচিকো।

"আপনার মেয়ে তো স্কুলে চলে যাবে, এর আগেই দেখা করার ইচ্ছে ছিল," রিসার দিকে তাকিয়ে বললো কাগা। স্যুপের চামচ মাঝপথেই থেমে গেল বেচারির।

হাত দিয়ে খালি উলটোদিকের একটা খালি চেয়ার দেখায় কাগা। "আমি কি বসতে পারি ওখানে।"

"নিশ্চয়ই," মাচিকো বলে। ওর খাবার রুচি এমনিতেও ছিল না, এখন একেবারে চলে গেল।

"রাতে ঘুম ঠিকঠাক হয়েছে?"

"খুব একটা না। তবে চেষ্টা করেছি ব্যাপারটা নিয়ে না ভাবতে।"

"তাই? সেটাই ভালো," মাথা নেড়ে আবারও রিসার দিকে তাকায় কাগা। "ভেবেছিলাম আজ ও স্কুলে যাবে না।"

"আমাকে অফিসে যেতে হবে। ওকে হোটেলে একা রেখে তো যেতে পারি না।"

"তা ঠিক।"

রিসা একমনে খাবার খেয়ে যাচ্ছে। কাগার দিকে তাকাচ্ছেও না।

ওয়েটার মেন্যু নিয়ে এলে এক কাপ কফি দিতে বললো ডিটেকটিভ।

"আমরা কিছু বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি," খানিক বাদে মাচিকোর দিকে তাকিয়ে বলে সে।

"জানা যাবে কোন বিষয়ে?"

"কেবলই আমার সহকর্মী ফোন করে জানাল। গতকাল আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বৈদ্যুতিক কাজ হয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত।"

"কী কাজ?"

"কিছু সারাই করেছে বোধহয়। আপনি কিছু জানেন না এই বিষয়ে? আপনাদের বিল্ডিংয়ের ম্যানেজার তো বলেছে সবার মেইল বক্সে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।"

"দেখেছিলাম বোধহয়, ভুলে গেছি।"

মিথ্যে বলেনি মাচিকো। বিল্ডিংটা বেশ পুরোনো। প্রায়ই তাই এটা-সেটা নষ্ট হয়ে যায়। মেরামতির জন্যে লোক আসে। সবকিছু মাথায় রাখা সম্ভব না।

রিসার দিকে তাকায় কাগা। "তুমি কি কিছু জানো এই ব্যাপারে?"

"ওই সময় বাসায় ছিলাম না আমি," মাথা নিচু করে জবাব দেয় রিসা।

"ওহ হ্যাঁ। তুমি তো সরাসরি স্পোর্টস ক্লাবে গিয়েছিলে স্কুল থেকে।"

কাগার কথার ধরন শুনে মনে হলো আরেকবার নিশ্চিত হতে চাইছে যেন। তবে রিসা মুখ খুলল না।

"ওই কাজের জন্যে কি কোনো সমস্যা হয়েছে?" মাচিকো জানতে চায়।

ওর দিকে মুখ ফেরায় কাগা।

"সারাইয়ের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তিনি বলেছেন ওই সময়ে কেউ আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকেনি, বেরও হয়নি। অর্থাৎ, মি. সোসকের খুনি সাড়ে পাঁচটার আগে ভেতরে ঢুকেছে এবং সাতটার পর বের হয়েছে। মাঝের

বইঘর.নেট

সময়টুকু দরজার ঠিক বাইরেই লোক ছিল। আমি যেটা জানতে চাই, মি. সোসকে কি আগে কখনো সাড়ে পাঁচটার আগে আপনাদের বাসায় এসেছে?"

"না," কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দেয় মাচিকো। "কখনো না। তাছাড়া ও কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকত।"

"বুধবারে কি তার কাজ কম থাকে?"

"না, ও আসলে যেখানে চাকরি করতো, সেখানে সবসময়ই ব্যস্ততা।"

"তাহলে আগে কখনো এমন সময়ে আসেননি উনি?"

"না," ভয় জেঁকে বসলো মাচিকোর মনে।

নোটবুক খুলে পাতা উলটাতে শুরু করলো কাগা। দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে। একটা পাতায় থেমে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। সেখানে কি লেখা আছে, তা জানে না মাচিকো। কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখন। হয়তো ওকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্যে ডিটেকটিভ এই কাজ করছে।

এসময় কাগার জন্যে কফি নিয়ে এলো ওয়েটার। নোটবুক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে কফির কাপে চুমুক দিল কাগা।

"মি. সোসকের জিনিসপত্রের মধ্যে কাজের শিডিউল লেখা ছোটো একটা খাতা পেয়েছি আমরা। সেই শিডিউল অনুযায়ী কাজের খাতিরে প্রতিদিন বুধবার একটা রেস্তোরাঁয় যেতেন তিনি। সেই রেস্তোরাঁর লোকদের সাথেও কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, সাধারণত দু'টার দিকে গিয়ে চারটা নাগাদ বেরিয়ে যেতেন মি. সোসকে। গতকালও এমনটাই করেছিলেন তিনি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রেস্তোরাঁটা আপনাদের বাসার একদম কাছেই। গাড়ি চালিয়ে আসতে কয়েক মিনিট লাগে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কিন্তু আপনার সাথে দেখা করে যাওয়ার কথা তার।"

"ও জানত আমি এই সময়টা অফিসে থাকি।"

"কিন্তু আপনাদের ফার্মে তো ছুটি হয় পাঁচটায়। জায়গাটাও আপনার বাসা থেকে বেশি দূরে না। বিশ মিনিটের মধ্যে চলে আসতে পারার কথা। নাচের স্কুলে ক্লাস শুরু হয় সাতটায়। সেটাও ওখান থেকে হাঁটা দূরত্বে। অর্থাৎ, অন্তত এক ঘণ্টা একসাথে কাটানোর সুযোগ পেতেন দু'জনে।" কাগা এমন ভঙ্গিতে কথা বলছে যেন নিজের চোখে দৃশ্যটা দেখেছে সে।

"সেই সুযোগ থাকলেও কখনো আগে আসেনি ও।"

"তাহলে গতকাল গেলেন কেন?"

"আমার মনে হয় না আগে এসেছে। আপনি তো বললেন সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সারাইয়ের কাজ চলেছে। সেটার পরেও আসতে পারে।"

মাচিকোর কথাগুলো কাগার মতো অতটা আত্মবিশ্বাসী শোনাচ্ছে না। কিন্তু এরকম মুহূর্তে চুপচাপ সব মেনে নেয়া যাবে না।

"বুঝতে পেরেছি," বলে মাথা নেড়ে রিসার দিকে তাকায় কাগা। খাওয়া শেষে হেট করে বসে আছে সে এখন।

"পরের প্রশ্ন। এটা কি কখনো দেখেছ?"

পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা একটা ছবি বের করলো কাগা। এক বান্ডিল দড়ি দেখা যাচ্ছে সেখানে।

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি," মাচিকো জবাব দেয়।

"এটা আপনাদের বাসার আলমারিতে পেয়েছি আমরা," তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে কাগা।

"ওখানেই থাকার কথা। মাঝে মাঝে খবরের কাগজ বাঁধার জন্যে ব্যবহার করি।"

"ফরেনসিক অফিসারের দেয়া তথ্যানুযায়ী, এর দড়িই ব্যবহৃত হয়েছে মি. মোরি সোসকে'কে হত্যার জন্যে। তার গলার দাগের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে এটার নকশা।"

কথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠলো মাচিকো।

"তো?" চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললো ও। "কী বলতে চাইছেন আপনি? আমি খুন করেছি ওকে?" শেষ মুহূর্তে কিছুটা কেঁপে উঠলো মাচিকোর কণ্ঠ।

চোখজোড়া বড়ো করে তাকায় কাগা। "না! সেটা বলিনি। খুনি হয়তো একই রকম দড়ি ব্যবহার করেছে। অথবা আপনাদের আলমারিতে দড়িটা খুঁজে পাওয়ার পর সেটা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে একটা বিষয় নজরে এসেছে আমাদের।"

"কী?"

"দড়িটা যে সেলোফেন দিয়ে বাঁধা ছিল, সেটা আপনাদের ময়লার ঝুড়িতে পেয়েছি আমরা। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে দড়িটা। আপনিই কি খুলেছিলেন?"

"আসলে..." অনেকগুলো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাচিকোর মাথায়। "হ্যাঁ, আমিই খুলেছিলাম পরশুদিন, কিছু পুরোনো পত্রিকা বাঁধার জন্যে। এখন মনে পড়লো।"

"শুধু পত্রিকা বাঁধার জন্যে? কতখানি ব্যবহার করেছিলেন মনে আছে?"

"সেটা মনে নেই। অত ভেবেচিন্তে কাজটা করিনি। বেশ কয়েকবার পাক দিয়েছিলাম বোধহয়।"

বইঘর.নেট

“কতগুলো পত্রিকা হবে?”

প্রশ্নটা অদ্ভুত ঠেকলো মাচিকোর। কাগার মূল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছে না কিছুতেই।

“এই...বিশটার মতো।”

“বিশটা পত্রিকা বাঁধতে তো তিন ফিটের বেশি দড়ি লাগার কথা না। অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করেননি?”

“তাই? অদ্ভুত।”

“কী অদ্ভুত?”

“কম করে হলেও ষাট ফিটের মতো কেটে নেয়া হয়েছে ওখান থেকে।”

“ষাট ফিট...”

“আপনি মাত্র যা বললেন, সেটা ইঙ্গিত করছে খুনি এ দড়িটাই ব্যবহার করেছে। তবে ষাট ফিট তো প্রয়োজন হবার কথা নয় তার। তাহলে কেন কাটা হলো?”

কোনো জবাব মাথায় এলো না মাচিকোর।

“আরেকটা অদ্ভুত বিষয়...”

কাগার কথা শুনে জমে গেল মাচিকো। “কী?”

“আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টে এত ভাঙচুর করা হলেও আশপাশে কেউ কিছু শোনেনি। সেটা কেন?”

“তা তো আমি বলতে পারব না। হয়তো বাইরে কোথাও গিয়েছিল।”

“কিন্তু আপনাদের প্রতিবেশী জানিয়েছেন কাল সারাদিন বাসাতেই ছিলেন তিনি।”

“আসলে...কেন যে কিছু শুনলো না...” বলে ঘড়ির দিকে তাকায় মাচিকো। রিসাকে ওঠার ইঙ্গিত দিয়ে বলে। “সরি, এখন যেতে হবে আমাদের। ওর স্কুলে দেরি হয়ে যাবে নাহলে।”

“ওহ হ্যাঁ, সরি আপনাদের সময় নষ্ট করলাম এতক্ষণ। আমি পৌঁছে দেই?”

“না, সেটার দরকার নেই।”

রিসার হাত ধরে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো মাচিকো।

এটা বুঝতে পারছে যে কাগা ওদের সন্দেহ করছে। কিন্তু সন্দেহের কারণটা মাথায় ঢুকছে না।

যে করেই হোক, ওকে একদম শান্ত থাকতে হবে। এই মুহূর্তে হোঁচট খেলে ভেস্তে যাবে এতদিনের স্বপ্ন।

বইঘর/গ্রুপি

৫

রিসাকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে মাচিকোর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নম্বরটা ওর চেনা। তবে এই মুহূর্তে তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কলটা ধরলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

"হ্যালো।"

"মাচিকো? আমি।"

"হুম।"

ওর প্রাক্তন স্বামী ফোন দিয়েছে। তার মুখে নিজের ডাক নাম শুনে কেমন যেন লাগছে। তবে কিছু বললো না।

"শুনলাম সমস্যা হয়েছে।"

"তুমি কীভাবে শুনলে?"

"মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে দু'জন অফিসার এসেছিল। অনেক প্রশ্ন করলো।"

"ওহ..."

ঘটনাটাকে সাধারণ চুরি না ভেবে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডও ভাবতে পারে অনেকে। ডিটেকটিভদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ধারণা করছে মাচিকো বা রিসার সাথে সম্পর্ক ছিল এমন কেউ সবার অজ্ঞাতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে কাজটা করেছে। আর মোরি যেহেতু মাচিকোর বর্তমান প্রেমিক, তাই ওর প্রাক্তন স্বামীর নামও উঠে এসেছে।

"সরি। তোমার সময় নষ্ট হলো অযথা।"

"ব্যাপার না। আমার ভাগ্য ভালো সেই সময়ের অ্যালিবাই আছে। তাই সন্দেহ তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ।"

"তাহলে তো ভালো।"

"রিসা কেমন আছে? ঘাবড়ে গেছে নিশ্চয়ই।"

"বাইরে থেকে দেখে তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে কী অবস্থা জানি না। মনে হয় না খুব একটা ভালো আছে।"

বইঘর.নেট

"আচ্ছা," বলে থামল মাচিকোর প্রাক্তন স্বামী। "আজকে আমি ফ্রি..."

মাচিকো বুঝতে পারছে কথা কোন দিকে এগোচ্ছে।

"তো?"

"ভাবলাম, তোমাদের ওখানে যদি আসি। সময়টা তো ভালো যাচ্ছে না।"

"তা যাচ্ছে না। কিন্তু তোমার আসার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই সামলে নিব।"

মাচিকোর মাথায় ঘুরছে যে এরকম সময়ে সে আসলে ঝামেলা আরো বাড়বে।

"আচ্ছা। তবে কোনো দরকার হলে ফোন দিও প্লিজ। আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব, করবো," আন্তরিক ভঙ্গিতেই কথাটা বললো সে। হয়তো প্রাক্তন স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে আসলেও চিন্তা করছে।

এক মুহূর্তের জন্যে আর্দ্র হয়ে উঠলো মাচিকোর মন। কিন্তু প্রাক্তনের উপরে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না।

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ। রিসাকে কিছু বলতে হবে?"

"বলো যে আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করলে ফোন দিতে।"

"আচ্ছা।"

"মনে রেখো, আমার কাছে কিছু লুকাতে হবে না তোমাদের।"

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে কলটা কেটে দিল মাচিকো। ওর প্রাক্তন স্বামীর নাম আকিরা। হঠাৎ করেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। রিসা যদি ওদের জীবনে না আসত, তাহলে হয়তো এখনো একসাথে থাকত দু'জনে।

আকিরা একটা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে খুব সাধারণ চাকরি করতো। তখন মাচিকোর চাকরিটাও ছিল সাধারণ। বিয়ের পর রাতারাতি সাধারণ গৃহিণী বনে যায় ও। রিসার জন্মের পর সাধারণ মায়ের ভূমিকা পালন করে কিছুদিন। কিন্তু ওর জীবনের সাধারণ দিনগুলোর সেখানেই শেষ। রিসা একটু বড়ো হওয়ার পর মনের ভেতরে এক ধরনের তাড়না অনুভব করতে থাকে ও।

মাচিকো খেয়াল করে রিসা ছোটো থেকেই বেশ চটপটে। দৌড়ঝাপ পছন্দ তার। মেয়ে ওর গুণ পেয়েছে। এক সময় ওকেও ছাড়িয়ে যাবে। রিসা হাঁটতে শেখার পর থেকেই তার সমস্ত চালচলন মুগ্ধ দৃষ্টিতে খেয়াল করতো মাচিকো। জিমন্যাস্টিকসের জন্যে একদম আদর্শ শরীর মেয়েটার।

কিন্তু আকিরার মেয়ের জিমন্যাস্টিকস শেখার বিষয়টা পছন্দ হয়নি। মূল কারণ, খেলাটা বিপজ্জনক। সে বলে রিসা ওদের মতোই সাধারণ মানুষ হিসেবে বড়ো হবে।

"তুমি কিছুই জানো না! রিসা যদি ছোটো থেকেই প্র্যাকটিস না করে, তাহলে ওর প্রতিভা এমনি এমনি নষ্ট হবে।"

"উফ, এত বাড়িয়ে বোলো না তো। এমন তো নয় যে অলিম্পিকে পাঠাব আমরা ওকে।"

"কে বলেছে পাঠাবো না! অলিম্পিকের জন্যেই তো সবকিছু।"

"এসব তোমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।"

"আমি যদি ব্যথা না পেতাম, তাহলে আমিও কিন্তু ওই পথেই হাঁটতাম।"

এরকম বেশ কয়েকবার বাকবিতণ্ডার পর মাচিকো একপ্রকার জোর করেই মেয়েকে স্পোর্টস ক্লাবে ভর্তি করায়। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ওর পূর্ব পরিচিত। অল্প সময়েই রিসার প্রতিভা নজর কাড়ে তার।

"ওকে এখন থেকেই গড়ে তুলতে হবে।"

একথা শুনে চোখে প্রায় পানি চলে আসে মাচিকোর।

সেদিনের পর থেকে দিনের প্রতিটি ক্ষণ একসাথে কাটাতে শুরু করে ওরা। মেয়ের প্রশিক্ষণকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে মাচিকোর জীবন। রিসার খাবার, ঘুমের সময়, বিশ্রামের সময়–সব বদলে যায়। কিন্তু মেয়ের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে স্বামীর আর খেয়াল রাখতে পারে না মাচিকো। সময় হলে তার কাছ থেকে কেবল টাকা চেয়ে নেয়।

"তুমি কিন্তু তোমার পরিবার নিয়ে ভাবছ না। এভাবে বড়ো হলে কি রিসা জীবনে সুখী হবে?"

একদিন আর নিজেকে না সামলাতে পেরে বলেই ফেলে আকিরা। সাফ জানিয়ে দেয় সে চায় না মেয়ে জিমন্যাস্টিকস শিখুক।

"আমি চাই ওর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করতে। কী সমস্যা এতে? এটাই এক সময় ওর জীবনে সুখ বয়ে আনবে। ও খুশি থাকলেই তো আমরা খুশি থাকব, তাই না?"

"এটা আর যা-ই হোক, সুখ নয়।"

"স্বার্থপরের মতো কথা বলছ।"

"কে? আমি না তুমি?"

মাচিকোর এখন মনে হয় সেসময় অনেক দিন মুখ বুজে সব সহ্য করে যাওয়ার চেষ্টা করেছে আকিরা। কাজের জন্যে সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যস্ত থাকত

সে। মেয়েকে পেত ছুটির দুই দিন। সেই দু'দিন রিসাকে যেতে হতো স্পোর্টস ক্লাবে। তাই জীবনে আনন্দের একমাত্র খোরাকটাও হারাতে হয় তাকে। সন্তানদের সাথে যে বাবারা সময় কাটায়, তাদের নিশ্চয়ই হিংসা হতো আকিরার।

মাচিকো এক সময় টের পায় অন্য কারো সাথে সম্পর্ক আছে ওর স্বামীর। তবে সেটা নিয়ে কখনো কিছু বলেনি। বরং, স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে ব্যাপারটা। আকিরাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মতো সময় তখন ওর ছিল না।

তবে শেষ পর্যন্ত মাচিকোই ডিভোর্সের কথা তোলে, কারণ ও চায়নি রিসা বাবা-মা'কে প্রতিদিন ঝগড়া করতে দেখুক।

সারারাত ভাবে আকিরা, পরদিন সকালে সম্মতি জানায়। আসলে তার হাতে অন্য কোনো উপায়ও ছিল না।

"হেরে গেলাম তোমার কাছে," খোলাখুলিই বলে সে। "তবে একটা কথা শুনে রাখো। রিসার যদি কিছু হয়, তাহলে তোমাকে কখনো মাফ করবো না আমি!"

"ওর কিছু হবে না," দৃঢ় কণ্ঠে সেদিন বলেছিল মাচিকো।

ডিভোর্সের পর মেয়েকে নিয়ে আরো উঠে পড়ে লাগে ও। বলা যায় একমাত্র রিসার জন্যেই বেঁচে ছিল। স্পোর্টস ক্লাবে আড়ালে আবডালে ওকে 'মাথা খারাপ', 'পাগল মহিলা'–এসব বলতো অনেকে। কারণ, রিসাকে জিমন্যাস্টিকস প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কখনো বিন্দুমাত্র ছাড় দিত না ও।

তবে, মেয়েকে কখনো মারেনি বা বকেনি মাচিকো। ও আসলে ভয় পেত রিসার জিমন্যাস্টিকস থেকে মন উঠে না যায়। তবে, রিসা যদি কখনো ট্রেইনিংয়ে না যেত, তখন বলতো ওকে নিয়ে মায়ের কত আশা, স্বপ্নটা কত বড়। সেই সাথে এটাও বোঝানোর চেষ্টা করতো যে মেয়েকে কতটা ভালোবাসে ও।

মা'র এরকম প্রত্যাশা মাঝে মাঝে রিসার মনে চাপ সৃষ্টি করলেও একসময় সে-ও একই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অলিম্পিকসে সুযোগ পাওয়াই ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় তার।

তবুও...ঠোঁট কামড়ে ধরে মাচিকো।

ও আর রিসা পাঁচ বছর যাবৎ একসাথে থাকছে। এখন কিছুটা হলেও কমেছে মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। অনেক কিছু রিসা একাই করতে পারে, ওকে বলে দিতে হয় না। এতে এক সময় একাকীত্ব পেয়ে বসে মাচিকো'কে। মনে হয় জীবনটা যেন একই দিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সোজাভাবে বললে, নিজের

মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে মাচিকো। আর সেই শূন্যতা পূরণ করে একটা লোক।

মোরির সাথে ওর পরিচয় হয় এক গৃহিণীকে নাচ শেখাতে গিয়ে। সে-ই ওকে বলে দেয় মোরি যে দোকানে চাকরি করে, সেখান থেকে সবকিছু কিনতে। 'ওখানে একদম স্বস্তায় পেয়ে যাবে সবকিছু। আর ওই মলের অন্যান্য দোকানে সারাবছরই ডিসকাউন্ট থাকে।'–উচ্ছ্বাসের সাথে জানায় সেই মহিলা। মাচিকো খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি, কিন্তু তখন গৃহিণী বোঝায় যে এভাবে হয়তো কারো সাথে দেখাও হয়ে যেতে পারে ওর। মোরি হচ্ছে সেই ব্যক্তি।

মোরির কথা বলার ধরন ছিল খুব সুন্দর। মাচিকোর চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোটো সে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সময় এত গম্ভীর ছিল যে ও ভেবেছিল আরো বয়স্ক হবে বুঝি।

ওদের সম্পর্কটা আর যা-ই হোক, প্রথম দর্শনে প্রেম ছিল না। বরং, বলা যায় বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের পর তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে মাচিকো। ও যখন ওই দোকান থেকে কিছু অর্ডার দিত, পরদিন মোরি এসে দিয়ে যেত বাসায়। ব্যস্ততার কারণে প্রতিদিন কেনাকাটা সম্ভব ছিল না মাচিকোর পক্ষে। তাই এতে সুবিধাই হয় ওর। ধীরে ধীরে মোরির আনাগোনা বাড়ে।

কে কার দিকে প্রথম হাত বাড়িয়েছিল এটা এখন বলা মুশকিল। তবে মোরি বেঁচে থাকলে মুখে দুষ্টুমির হাসি টেনে বলতো, "তুমিই করেছিলে কাজটা।" তবে মাচিকোর মতে সে-ই প্রথম চুমু খাওয়ার জন্যে ঝুঁকে আসে ওর দিকে।

মোরি আগেও বিয়ে করেছে, দুই বছরে মাথায় ডিভোর্স হয়ে যায়। "পরকীয়া ধরা পড়ে গিয়েছিল।" কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বলে সে। পরবর্তীতে কথায় কথায় এটাও জানাও যে ডিভোর্সের কারণেই মোটামুটি কপর্দকহীন পড়েছে সে। সম্পত্তির বড়ো একটা অংশ আগের স্ত্রী'র কাছে চলে গেছে। তবে মাচিকো ভাবে তাদের যেহেতু সন্তান ছিল না, তাই টাকার অঙ্কটা নিশ্চয়ই অত বেশিও হবে না।

ঠাট্টাচ্ছলেও কখনো মাচিকো'কে বিয়ের কথা বলেনি মোরি। তবে তার দিকটা বুঝতো ও। একবার ডিভোর্স হয়েছে। সে নিশ্চয়ই চাইবে না এমন কারো সাথে থাকতে যার মেয়ে জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ে। জীবনে চলার পথে কিছুদিন একসাথে থাকা, এই যা। শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্যে আশপাশে আর কাউকে না পেয়েই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মোরি। এর বেশি

বইঘর.নেট

কিছু না। নিজেকে এমনটাই বোঝাত মাচিকো। আর ভাবত, *আমার জীবনে তো রিসা আছে। ওর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এরপর অন্য কিছু।*

আবার মাঝে মাঝে মাচিকোর মনে হতো এরকম অর্থহীন সম্পর্ক থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। কিন্তু দিনশেষে আর কিছু বলা হয়ে উঠতো না। বাসায় ঢুকে মোরি যখন জড়িয়ে ধরতো ওকে, মাঝে মাঝে ভালোও লাগত। তবে মোরির চেহারা আহামরি সুন্দর নয়, তাই বলা যায় দুজনের একাকীত্ব থেকেই সম্পর্কের সূচনা।

মোরিকে মৃত অবস্থায় দেখে কিছুটা স্বস্তিও কাজ করে মাচিকোর মনে। জীবন থেকে একটা চিন্তা কমে গেল।

তবে-

একটু দেরি হয়ে গেছে।

৬

মাচিকো মনে মনে এই প্রার্থনাই করে যে সামনের দিনগুলো যেন ভালো যায়। গতকাল পুলিশের লোকেরা কেউ যোগাযোগ করেনি ওর সাথে। আজ, আগামীকাল এবং পরের দিনগুলোতেও যেন কেউ না আসে। তাহলে মা-মেয়ে শান্তিতে থাকতে পারে।

জিমন্যাস্টিকস কম্পিটিশনটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট স্কুলের জিমনেসিয়ামে। মাচিকো শুনেছে শুধু প্রশস্ত জায়গা দেখে নয়, বরং দর্শকদের বসার সুব্যবস্থা আছে বলেই এই ভেন্যু ঠিক করা হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে প্রতিযোগীতা। কিন্তু দর্শকদের সিট বেশিরভাগই খালি। একদম সামনের সারিতে বসেছে ও। হাতে নোটবুক আর বলপয়েন্ট কলম। রিসার খোঁজে আশপাশে তাকালো একবার। অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে ওয়ার্ম আপ করছে সে। এই মুহূর্তে কিছু কথা বলে সাহস জোগাতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু সেই উপায় নেই।

এসময় মাচিকো হঠাৎ টের পেল ওর পাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে তাকাতেই কাগাকে চোখে পড়লো। পাশের সিটটায় এসে বসলো নারিমা থানার হোমিসাইড ডিটেকটিভ।

"মি. কাগা, আপনি এখানে?"

"ভাবলাম কম্পিটিশনটা সচক্ষে দেখে আসি। কেন, কোনো সমস্যা?"

"না, কিন্তু..."

"বেশ গরম, তাই না?" বলে স্যুটটা খুলে রাখে কাগা। এরপর কনভিনিয়েন্স স্টোরের ব্যাগ থেকে একটা কফির ক্যান বের করে আনে। "আপনি খাবেন?"

"না।"

"তাহলে মাফ করবেন, আমি খাচ্ছি," বলে ক্যানের রিং ধরে টান দেয় সে। "এই প্রথম কোনো জিমন্যাস্টিকস কম্পিটিশন দেখতে এলাম।"

"তাই নাকি?"

"তবে টিভিতে মাঝে মাঝে দেখি। আগের তুলনায় জাপানের মেয়েরা বর্তমানে জিমন্যাস্টিকসের প্রতি আগ্রহ বোধহয় হারিয়ে ফেলছে বলে মনে হয়েছে আমার।"

অন্য সময় হলে জিমন্যাস্টিকস সম্পর্কে কিছু না জানা কাগার কথার প্রেক্ষিতে কড়া কথা শুনিয়ে দিত মাচিকো। তবে এবারে কিছু বললো না।

ও ভাবছে, এই ডিটেকটিভ এখানে হাজির হলো কেন হঠাৎ? কী কথা বলবে আমার সাথে? তবে মাচিকো কিছু বলার আগেই কাগা মুখ খুলল।

"একটা সোবা নুডলস রেস্তোরাঁর সন্ধান পেয়েছি আমরা," মাচিকোর উদ্দেশ্যে বলে ডিটেকটিভ।

"সোবা নুডলস রেস্তোরাঁ?"

"হ্যাঁ। ওই রেস্তোরাঁতেই সেদিন গিয়েছিলেন মি. সোসকে। তার পাকস্থলীতে প্রাপ্ত খাদ্য পরীক্ষা করে আমাদের ফরেনসিক স্পেশালিস্ট জানায় যে মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে সোবা নুডলস খেয়েছিলেন তিনি। তবে কোন নুডলস রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন, এটা জানতে পারিনি তখন। চাকরির খাতিরে পুরো টোকিওতেই ঘুরে বেড়াতে হতো তাকে। তাই রেস্তোরাঁটা যে-কোনো জায়গায় হতে পারে।"

"তাহলে কীভাবে জানা গেল পরে?"

"সৌভাগ্যবশত, তার পাকস্থলীতে হেরিং মাছের উপস্থিতিও লক্ষ করে ফরেনসিকের লোকেরা।"

"হেরিং?"

"হেরিং সোবা খেয়েছিলেন উনি। নাম শুনেছেন এটার?"

"না," মাথা ঝাঁকায় মাচিকো। আসলেও শোনেনি।

"শুনেছি সোবা নুডলসের সাথে গ্রিল করা হেরিং মাছ খায় অনেকে। কানসাইয়ের জনপ্রিয় একটা খাবার। কিন্তু টোকিওতে খুব একটা পাওয়া যায় না। আমাদের এক সহকর্মী কিয়োটো'তে বড়ো হয়েছে। সে-ই প্রথমে আন্দাজ করে যে মি. সোসকে হয়তো হেরিং সোবা খেয়েছিলেন। সাথে এটাও বলে এখানে খুব বেশি রেস্তোরাঁয় খাবারটা পাওয়া যায় না। তাই টোকিওতে যত ভালো সোবা রেস্তোরাঁ আছে, সবখানে খোঁজ নেই আমরা। মি. সোসকের ছবি দেখাই। অবশেষে একটা রেস্তোরাঁর ওয়েটার চিনতে পারে তাকে।"

"ওহ, আচ্ছা।"

এসময় মাচিকোর মনে পড়ে যে ওসাকাতে বড়ো হয়েছে মোরি। প্রায়ই কানসাই টানে কথা বলতো। ভালোই লাগত শুনতে।

"মি. সোসকে নুডলস রেস্তোরাঁয় যান দু'টার একটু আগে। রেস্তোরাঁটা সাধারণত দুপুর দু'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রান্না এবং অন্যান্য প্রস্তুতির

জন্যে বন্ধ থাকে। বন্ধ হবার ঠিক আগ মুহূর্তে ঢুকেছিলেন বলেই ওয়েটারের তার কথা মনে আছে।"

"ও সোবা নুডলস খেয়েছিল, এটার সাথে কি এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে?" অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মাচিকো।

"তার মৃত্যুর সম্ভাব্য সময়ের সাথে সম্পর্ক আছে," জবাব দেয় কাগা। "তিনি কখন খাবার খেয়েছিলেন এটা জানা গেলে হত্যাকাণ্ডটা ঠিক কখন সংঘটিত হয়, সেটা আরো ভালোমতো অনুমান করা যাবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে হেরিং সোবা খাওয়ার চার ঘণ্টা পর মারা যান মোরি সোসকে। অর্থাৎ, তিনি যেহেতু দু'টার দিকে নুডলস খেয়েছিলেন, তাই আমরা ধরে নিতে পারি সন্ধ্যা ছ'টার দিকে খুন হন।"

"আচ্ছা।"

"সেক্ষেত্রে আপনাদের তলায় বৈদ্যুতিক কাজ করতে আসা মিস্ত্রীর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তার ভাষ্যমতে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে কেউ অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকেনি, বেরও হয়নি। অর্থাৎ, মি. সোসকের পাশাপাশি খুনিও তখন ভেতরেই ছিল। এখন বলুন কার সেই সময়ে কোনো অ্যালিবাই নেই?"

"মাচিকো কুসুনোকি?"

"আর রিসা।"

"কী আবোল তাবোল বলছেন!" মাচিকো রেগে গেল এবারে। "এরকম একটা গল্প কীভাবে ফাঁদলেন? প্রমাণ আছে কোনো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপাল চুলকায় কাগা।

"আপনি কি সম্প্রতি কোনো পার্শিয়ান বিড়াল কোলে নিয়েছেন?"

"জ্বি।"

"আপনাদের বিল্ডিংয়ের একটু সামনে যে ফার্মেসিটা, সেখানে একটা পার্শিয়ান বিড়াল ছিল। সেটাকেই কোলে নিয়েছিলেন বোধহয় বুধবার?"

"তাতে কী?"

"বিড়ালটার পশম আপনাদের শরীরে লেগে যায়।"

"ওহ!" এবারে জোরে বলে মাচিকো।

"বুধবারে সেটাকে নিয়ে আসা হয় ফার্মেসিটায়। তাই মি. সোসকের শরীরে যে বিড়ালের পশমের উপস্থিতি আমরা পেয়েছি, সেটা আপনার বা রিসার থেকেই গেছে।"

৭

প্রতিযোগীরা সবাই শেষ সময়ের অনুশীলন করছে এখন। ভল্টের উচ্চতা ঠিক আছে কিনা, সেটা দেখছে রিসা। তবে তার দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না মাচিকো।

এই গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার কি কোনো উপায় নেই? অনেক ভেবেও কোনো পথ খুঁজে পেল না। কাগা নামের এই ডিটেকটিভ ধীরে ধীরে তার জাল গুটিয়ে এনেছে, দক্ষ দাবাড়ুর মতো।

নিজেকে প্রস্তুত করলো মাচিকো। বাঁচার আর কোনো উপায় নেই।

"সত্যিটা বলবেন, প্লিজ?"

"ঠিক আছে," একবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ও। "আমিই খুন করেছি।"

"আপনি?'

"হ্যাঁ। সেদিন অফিসে কাজ শেষে সরাসরি বাসাতেই এসেছিলাম। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে আমরা দেখা করবো। আসলে ওর সাথে জরুরি কিছু আলাপ ছিল আমার। অন্য একজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল মোরি। সেই বিষয়েই জানতে চাই। বলি ও যদি ক্ষমা চায়, তাহলে মাফ করে দিব আমি। কিন্তু হঠাৎ রেগে উঠে আমাকে গালি দিতে শুরু করে। বলে শুধু টাকার জন্যে নাকি আমার সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে। শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। নিজেকে আর সামলাতে পারিনি।"

"শ্বাসরোধে হত্যা করেন তাকে?"

"হ্যাঁ," মাচিকো মাথা নাড়ে। "কিন্তু খুনটা করার পরেই ঘাবড়ে যাই ভীষণ। পরে কিছু একটা করা যাবে ভেবে বেরিয়ে পড়ি বাসা ছেড়ে।"

"কিন্তু তখন তো বাইরে বৈদ্যুতিক মেরামতির কাজ চলছিল।"

"হ্যাঁ। সেজন্যেই চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকি কাজ শেষ হবার। যখন বুঝতে পারি যে কেউ নেই, তখন বের হই।"

"এটা কখনকার কথা?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"সাতটার একটু পরে।"

"আচ্ছা।"

"নাচের স্কুলে যাওয়ার পর ভাবতে থাকি যে মৃতদেহটা নিয়ে কি করবো। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেই এমনভাবে সবকিছু সাজাবো যেন মনে হয় কেউ চুরি করতে ঢুকেছিল ভেতরে।"

"আপনি যে আমাদের বলেছিলেন দরজা খোলা ছিল, এটাও তাহলে মিথ্যা?"

"হ্যাঁ। কুরিয়ারের স্লিপটা দেখে এই বুদ্ধি মাথায় আসে আমার। মনে হয়, যদি আমার মিথ্যেটা কাজে দেয়, তাহলে সবাই ভাববে খুনি সাতটার পর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েছে।"

"মানে, অ্যালিবাই তৈরির চেষ্টা করেছিলেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু লাভ হয়নি। আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে আপনারা পাকস্থলির খাবার দেখে মৃত্যুর সময়টা এতটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন," তিক্ত হেসে বলে মাচিকো। "ওর যে হেরিং সোবা পছন্দ ছিল, এটা জানতামই না।"

"যে দড়িটা ব্যবহার করেছিলেন হত্যায়, সেটা কোথায়?"

"স্টেশনের কাছে একটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছি।"

"এত বেশি দড়ি কেন দরকার হয়েছিল আপনার?"

"আসলে...একবার ভেবেছিলাম বেঁধে ফেলব ওকে। নতুবা আমার অবর্তমানে জ্ঞান ফিরলে ঝামেলা হবে।"

"কিন্তু বাঁধেননি শেষ পর্যন্ত।"

"না। কারণ ও আসলে তখনই মারা গেছিল।"

"কিন্তু কাউকে বাঁধার জন্যেও তো ষাট ফিট অনেক লম্বা।"

"হ্যাঁ। তখন আসলে হুঁশ ছিল না আমার।"

মাথা নাড়ে কাগা। কিন্তু তাকে দেখে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না। মাচিকোর একবার মনে হলো ডিটেকটিভের দৃষ্টিতে করুণার ছাপ।

"জীবন নিয়ে আপনার প্রথম স্বপ্নটা যেন কী ছিল?"

"কী..."

"আচ্ছা, বাদ দিন," বলে হঠাৎই মাচিকোর চুলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় কাগা। "খুব সুন্দর করে কাটিয়েছেন তো! কোনো বিউটি পার্লারে গিয়েছিলেন?"

চমকে গেল মাচিকো।

"হ্যাঁ...মানে সেটা..."

নিজের নোটবুকের দিকে তাকায় কাগা।

"আপনি যে বিউটি পার্লারটায় যান, সেটার নাম হচ্ছে সাবরিনা। আপনার অফিসের কাছেই জায়গাটা।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

"আপনার অ্যাড্রেস বুকে লেখা ছিল।"

"সেটা কখন দেখলেন?"

"আপনাকে আর রিসাকে হোটেলে নামিয়ে দেয়ার পর। কোন বিউটি পার্লারে নিয়মিত যান আপনি, সেটা জানতে হতো।"

"আমাকে জিজ্ঞেস করেননি কেন?"

"তাহলে সাবধান হয়ে যেতেন।"

চুপ হয়ে গেল মাচিকো। কাগা যদি আসলেও তখন এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতো ওকে, তাহলে অন্য কোনো ফন্দি আঁটত নিশ্চিত।

"আপনি তো বুধবারে পার্লারে গিয়েছিলেন, তাই না?" শান্ত স্বরে জানতে চায় কাগা। "এখন অস্বীকার করে লাভ নেই। পার্লারে যে চুল কাটে, তার সাথে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা অব্দি ওখানে ছিলেন আপনি। অর্থাৎ-" মাচিকোর দিকে তাকায় কাগা। "আপনার পক্ষে মি. সোসকে'কে হত্যা করা সম্ভব নয়।"

"আপনার ভুল হচ্ছে। আমি-"

"মিস কুসুকোনি," ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকায় কাগা। "শুরু থেকেই পোক্ত একটা অ্যালিবাই ছিল আপনার। কিন্তু যার কোনো অ্যালিবাই নেই, সে এই মুহূর্তে আমাদের সামনেই আছে।"

রিসার দিকে দেখায় কাগা।

শ্বাস আটকে যায় মাচিকোর।

"সাড়ে পাঁচটা থেকে প্রায় সাতটা পর্যন্ত তো কেউ বেরই হয়নি আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। বিদ্যুৎ মিস্ত্রীর কথা তো সেটাই প্রমাণ করছে। কিন্তু সাতটার সময় স্পোর্টস ক্লাবে ছিল রিসা। তাই বলা যায় ওর-ও অ্যালিবাই আছে। কারণ আমাদের বাসা থেকে ক্লাবে যেতে কম করে হলেও আধাঘণ্টা লাগে।"

"তাহলে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কেবলই স্বীকার করেছেন দরজা আসলে বন্ধ ছিল। খুনি যদি অন্য কেউ হয়ে থাকে, তাহলে সে পালাল কীভাবে? আর দরজা আটকালই বা কীভাবে?"

"সেটা..." ঢোক গেলে মাচিকো। "সেটা তো অসম্ভব কিছু নয়। জানালা খোলা ছিল। এটা কি কোনো লকড রুম মার্ডার মিস্ট্রি পেয়েছেন? আমার ধারণা খুনি জানালা দিয়ে পালিয়েছে।"

মাচিকোর মুখে একথা শোনার পর কিছুটা নরম হয়ে এলো কাগার অভিব্যক্তি।

"জানালাটা খোলা ছিল, আসলেই।"

"হ্যাঁ।"

যেন কিছু একটা বুঝতে পেরেছে, এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে কাগা।

"আচ্ছা, এবারে সব মিলে গেল। যেমনটা আপনি বলেছেন, খুনি আসলেই জানালা গলে পালিয়েছে। এই কারণেই বিদ্যুতের কাজ করতে যারা এসেছিল, তাদের চোখে পড়েনি।" কথা শেষ করে আবারো রিসার দিকে দেখায় কাগা।

"না! এত ছোটো একটা মেয়ে কীভাবে পূর্ণবয়স্ক কাউকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে।"

"ঘুমন্ত অবস্থায়," কাগা বলে, "বাধা দেয়ার কোনো উপায় থাকে না।"

"এটা-"

"আপনার মেয়ের বিছানায় মি. সোসকের চুলের সন্ধান মিলেছে। অপেক্ষা করতে করতে খুব সম্ভবত ওখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখন রিসা এটা দেখে তার গলায় সাবধানে দড়ি পরিয়ে দেয়। তবে কাজটা একটু অন্যভাবে করে সে। প্রথমে লম্বা করে কেটে নেয় দড়ি। এরপর সেই দড়ির এক তৃতীয়াংশ মি. সোসকের গলায় পেঁচায়। নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে ছিলেন তিনি, তাই টের পাননি কিছু। এরপর দড়ির বাকি অংশটুকু শক্ত কিছু, এই যেমন দরজার হাতল বা কোনো পিলারে পেঁচিয়ে ফেলে। কেউ খেয়াল করছে না, এটা নিশ্চিত হবার পর দড়ির দুই মাথা দুই হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে নিচে ঝাঁপ দেয়-"

কাগার কথা শুনতে শুনতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে মাচিকো। কিন্তু ও জানে যে এখন অস্বীকার করে লাভ নেই। কান্না চেপে রাখতে পারল না আর।

"মি. সোসকে যতই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোক না কেন, হুট করে রিসার পুরো ওজনটা যদি তার গলায় গিয়ে পড়ে...তাহলে বাঁচা মুশকিল। সে যখন নিশ্চিত হয় যে ওপাশ থেকে আর কোনো বাধা আসছে না, আস্তে করে এক হাতের দড়ি ছেড়ে দেয়। কিন্তু অন্য হাতে দড়ির আরেক পাশ ধরে থাকার দরুন ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে রিসা। একজন দক্ষ জিমন্যাস্ট হবার কারণে, এটা তার জন্যে বাঁ হাতের খেল। এক সময় মি. সোসকের গলায় পেঁচানো দড়িটুকু খুলে আসে। নিচে নামার পর পুরো দড়িটাই টেনে নামায় সে। এরপর ক্লাবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।"

"না, আমার মেয়ে কিছু করেনি। আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে?"

"তাহলে বলুন," কাগা বলে এসময়। "আপনি নিজের কাঁধে দোষ তুলে নিচ্ছেন কেন? কাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?"

কাগার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মাচিকো কিছু বলতে পারল না। পালটা কোনো যুক্তি মাথায় আসছে না কিছুতেই।

"আপনি বাসায় ঢুকেই বুঝে যান খুনটা কে করেছে, তাই না? প্রাণপণ চেষ্টা করেন কেউ যেন আপনাকে বা রিসাকে না সন্দেহ করে। সেজন্যেই ওয়েস্টার্ন স্টাইলের ঘরটা থেকে মৃতদেহ অন্য ঘরটায় নিয়ে আসেন। বাড়ির সবকিছু নিজেই তছনছ করেন এরপর। কিন্তু তখন থেকেই আপনি নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন আজকের জন্যে। যদি কখনো সত্যটা কেউ জেনে যায়, রিসার সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিবেন। এ কারণেই একদম পোক্ত অ্যালিবাই থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিছু জানাননি। সেদিন আপনাদের হোটেলে নিয়ে যাওয়ার সময় যদি শ্যাম্পুর গন্ধটা না পেতাম, তাহলে আপনি যে মেয়েকে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা সত্যি হতে পারত।"

"শ্যাম্পু...ওহ, তাহলে-"

"আপনি বিউটি পার্লারে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সারাদিন কী করেছেন জিজ্ঞেস করা হলে সেই ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। তখনই খটকা লাগে আমার। সেজন্যে তদন্তে নামি।"

"আচ্ছা।"

মাচিকোর মনে পড়ে গেল যে গাড়িতে কাগা জানতে চায় যে ও গোসল করেছে কিনা সেদিন।

"আপনি কীভাবে বুঝতে পারলেন সব-"

"সবটা আসলে একসাথে বুঝিনি। ধীরে ধীরে সূত্রগুলো জোড়া লাগিয়ে একটা চিত্র নির্মাণ করেছি। তবে একদম শুরুতেই কিছুটা সন্দেহ হয়।"

"একদম শুরুতে?"

"আপনি বলেন যে লিভিং রুমের দুরাবস্থা দেখে ভেতরে ছুটে যাওয়ার পর জাপানিজ স্টাইলের ঘরটায় একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তখন ঘোরের মধ্যে পুলিশে ফোন দিয়ে জানান। তাই তো?"

"জ্বি।"

"কিন্তু প্রথমেই অন্য ঘরটায় দৌড়ে গিয়ে সন্তানের কিছু হয়েছে কিনা, সেটা নিশ্চিত হওয়া উচিৎ ছিল না আপনার? যে-কোনো স্বাভাবিক মানুষ এমনটাই করতো কিন্তু।"

চোখ বন্ধ করে ফেলে মাচিকো। সেদিন মোরির লাশটা রিসার ঘর থেকে অন্য ঘরটায় নিয়ে আসে ও। উদ্দেশ্য ছিল সবার মনোযোগ ভুল দিকে পরিচালিত করা। পুলিশকে সাজানো মিথ্যেটা বলতে গিয়েই নিজের ফাঁদে নিজে পা দিয়েছে।

"আপনার প্রেমিককে কেন হত্যা করলো ও?"

"হয়তো...হয়তো আমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"বিশ্বাসঘাতকতা?"

"রিসাকে কথা দিয়েছিলাম যে ও আমার অপূর্ণ স্বপ্নটা পূরণ না করা অব্দি এমন কিছু করবো না যেটায় কারো মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। দু'জনের ছোট্ট একটা দল আমরা।"

মোরির সাথে সম্পর্কে জড়ানোর পরেও মাচিকোর ধ্যানজ্ঞান কেবল রিসাই ছিল। কিন্তু সে ভুল বুঝেছে তার মা'কে। ধরেই নিয়েছে যে কথার বরখেলাপ করেছে মাচিকো।

"ও আসলে," মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে মাচিকো। ব্যালেন্স বিমের দিকে হেঁটে যাচ্ছে রিসা। "যে-কোনো মূল্য স্বপ্নটা হাতের মুঠোয় পেতে চায়। ছোটবেলায় আমার দেখা সেই স্বপ্ন।"

"আমরা আপাতত ওকে কিছু না বলি।"

ব্যালেন্স বিমটায় লাফিয়ে উঠে পড়লো রিসা। বুকটা তার দুরুদুরু করে কাঁপছে।

হিসাবে গোলমাল

বইঘর/দ্বীপ

১

গোটা আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। সূর্যের দেখা নেই সকাল থেকে। কনকনে ঠান্ডা। বাইরে গেলেই হিম বাতাস যেন সুই ফোটাতে শুরু করে গায়ে। এরকম দিনে নেহায়েত প্রয়োজন না পড়লে কেউ ফুল কিনতে আসবে না দোকানে। ফুজিয়া ফ্লাওয়ার শপের নারী কর্মী হিমারি এই মুহূর্তে দোকানের পেছনের ঘরটায় দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া সাজাতে ব্যস্ত। পাশের বিল্ডিংয়ের দোতলায় নতুন একটা ইতালিয়ান রেস্তোরাঁ খুলেছে, সেখানে ডেলিভারি দিতে হবে। সকালবেলা একটা লোক ফোন করে বলে 'সুন্দর করে সাজাবেন। গোলাপের সংখ্যা যেন বেশি হয়।' কিন্তু তার বাজেট শুনে দমে যায় হিমারি। এই দামে খুব বেশি সুন্দর আর দামি ফুল দেয়া সম্ভব নয়। শেষমেষ কিছু ডায়ান্থাস ফুল দিয়ে ঝুড়িটা সাজায় সে।

"আসলে সবার অবস্থাই খারাপ। ফুলের পেছনে খরচ করার মতো বাড়তি টাকা হাতে থাকে না," অর্ডারের ব্যাপারে শুনে হতাশ ভঙ্গিতে বলে দোকান মালিক। দীর্ঘশ্বাস এখন তার নিত্যদিনে সঙ্গী।

"কাছাকাছি কেউ মারা গেলে ভালো হতো। একদম চাঙ্গা থাকত কিছুদিন ব্যবসা।"

"আপনি মাঝে মাঝে যে কীসব বলেন!" হেসে বলে হিমারি। সে জানে যে কথাটা ঠাট্টার ছলেই বলেছে দোকান মালিক। তবে হ্যাঁ, কোনো শেষকৃত্য বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রচুর ফুলের প্রয়োজন হয়।

এসময় দোকানের কাচের দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। বাইরে থেকে নারীকণ্ঠের 'হ্যালো' শুনতে পেল হিমারি। সেদিকে তাকিয়ে দেখল কালো কোট পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই রকম বিষণ্নতা তার চোখেমুখে। গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনই আসছেন। হালকা-পাতলা গড়ন। প্রিয়জন হারানোর শোকেই বোধহয় তার ফ্যাকাসে চেহারাটা আরো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

"আসুন! প্লিজ!"

ভেতরে ঢুকলো মহিলা। মুখে মলিন হাসি।

বইঘর.নেট

“বেশ গরম এখানে।”

“হ্যাঁ, তবে বেশি গরম হলে আবার সমস্যা।”

“ওহ, ফুল নষ্ট হয়ে যাবে।”

“জ্বি।”

ভদ্রমহিলার হাতে কিছু নেই। তবে দোকানের দরজার বাইরে কনভিনিয়েন্স স্টোরের একটা সাদা ব্যাগ। সে কী কিনেছে, তা দেখা যাচ্ছে না। তবে ব্যাগটা ফুলে আছে ভীষণ।

“আজকেও কি আগের ফুলগুলোই নিবেন?”

“হ্যাঁ। ক্রিসান্থেমামটা মাঝে দিবেন।”

“আর ডেইজি, তাই তো?”

“জ্বি,” মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে মহিলা।

গত কয়েক দিন ধরে প্রতিদিন এসে একই ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে সে। ক্রিসান্থেমাম আর ডেইজি। দোকান মালিকের কাছে হিরামি শুনেছে গত সপ্তাহে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তার স্বামী। ট্রেন স্টেশনের সামনে হওয়া দুর্ঘটনাটা এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে পরবর্তী কয়েক দিন সেটা নিয়ে কথা বলেছে লোকে।

ফুলগুলো খুব সম্ভবত বুদ্ধমূর্তির সামনে বেদিতে রাখার জন্যে কেনে সে। বেছে বেছে একদম টাটকা এবং সুন্দর ফুলগুলো তোড়া বানানোর জন্যে নিল হিরামি।

দাম মিটিয়ে ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পরপরই পাশের ইতালিয়ান রেস্তোরাঁর ফুল দিয়ে ফিরল দোকান মালিক। “মিসেস সাকাগামি এসেছিলেন বোধহয়, না?” ক্রিসান্থেমাম আর ডেইজি ফুলের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে বলে সে।

হিরামির মনে পড়ে গেল যে ভদ্রমহিলার পারিবারিক পদবী হচ্ছে সাকাগামি।

“জ্বি,” জবাব দেয় ও।

“ক্রিসান্থেমাম আর ডেইজি?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা,” বুকের ওপরে হাত ভাঁজ করে রাখে দোকান মালিক। “কী মর্মান্তিক, না? বয়স কতই বা হবে। সেদিন উনার বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখে নতুনই মনে হলো। সুখের সংসার কেবলই শুরু হয়েছিল বোধহয়।”

"আরেকজন জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না মিসেস সাকাগামির। সুন্দরী উনি।"

"তা ঠিক।"

"আপনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি? মানাবে কিন্তু!"

"এসব বলবে না তো! উনি কাস্টোমার!" হাত নেড়ে বলে দোকান মালিক। তবে তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে পরামর্শটা খারাপ লেগেছে। সামনের বছর চল্লিশে পা দিবে সে। এখনও সিঙ্গেল।

২

ফুল এবং কনভিনিয়েন্স স্টোরের ব্যাগগুলো নিয়ে বাসায় ফিরলো নাওকো। দরজা খুলতে যাবে এসময় কিনু আবের কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। "মিসেস সাকাগামি!" বাগানে ফুলের পরিচর্যা করছিল সে।

"হ্যালো," মাথা নুইয়ে বাউ করে বলে নাওকো।

নাওকো'রা এই বাড়িটায় ওঠার কিছুদিন পরেই পাশের বাসায় এসেছে আবে পরিবার। আশপাশের প্রতিবেশীদের মধ্যে কিনুর সাথেই যা একটু কথা হয় ওর। পাঁচ বছর বয়সি একটা ছেলে আছে তার। কিছুদিন ধরে এলিমেন্টারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে সে।

"বাজার?"

"জ্বি।"

"আচ্ছা। চা খেয়ে যান না বাসা থেকে। আমার এক বান্ধবী কেক পাঠিয়েছে," আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে কিনু। ভাবভঙ্গিতে এটা স্পষ্ট যে শোকার্ত একজন মানুষকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে সে।

"ধন্যবাদ। কিন্তু এখন যে একটু কাজ আছে আমার।"

"তাই? কোনো সাহায্য লাগবে। একা একা সব সামলাতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে আপনার?"

কিনু সম্ভবত ধরেই নিয়েছে যে কাজ বলতে শোক প্রকাশের আচার পালন সংক্রান্ত কিছু বুঝিয়েছে ও। কিন্তু সাত দিনের যে আচার, তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কিনুর এটা মনে থাকার কথা।

"আমার স্বামীর জিনিসপত্রগুলো গুছাচ্ছি, একাই পারব।"

"ওহ," মাথা নাড়ে কিনু। কথাটা শুনে চেহারায় আঁধার ঘনিয়েছে তার।

"তাহলে আমি আপনাকে আর বিরক্ত না করি।"

"সরি।"

"আরে, আপনি কেন সরি বলছেন।"

"আসি তাহলে।"

নাওকো দরজা খুলবে এমন সময় কিনু আবারও ডাক দিল পেছন থেকে। "মিসেস সাকাগামি, আপনার যদি কোনো সমস্যা হয়, অবশ্যই বলবেন।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে," বাউ করে বলে নাওকো।

কিনু নিশ্চয়ই ওকে অল্প বয়সে স্বামীহারা, শোকে ন্যুব্জ বিধবা হিসেবে ধরে নিয়েছে। নিজেকে টিভির ধারাবাহিক নাটকের চরিত্র ভাবছে সে, প্রতিবেশীর যে-কোনো প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেয় যে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে আরো একবার বাউ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো নাওকো। দরজা বন্ধ করার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অবশেষে।

সাথে করে নিয়ে আসা জিনিসগুলো লিভিং রুমের সোফার উপরে নামিয়ে রাখল। ঠিক এ সময় রিং বেজে উঠলো ফোনে। চমকে গেল নাওকো। মূর্তির মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরপায়ে অগ্রসর হলো ফোনের দিকে।

কল দিয়েছে ওর এক বান্ধবী। ইউনিভার্সিটিতে একই সাথে পড়েছে ওরা। এখনও মাঝে মাঝে কথা হয়। নাওকোর বিয়ের আগ পর্যন্ত প্রায়ই বিভিন্ন কনসার্ট আর গানের অনুষ্ঠান দেখতে যেত ওরা। লম্বা সময় সিঙ্গেল থাকার পর গত বছর সে-ও বিয়ে করে। ইদানীং ফোনে একটা কথাই বলে, "বিয়ে জিনিসটা অনেক বোরিং।"

"কেমন আছিস তুই?"

"ভালো।"

নাওকোর বলতে ইচ্ছে হলো যে ও যদি জবাবে বলে 'ভালো নেই' তাহলে যে ব্যক্তি খোঁজ নিচ্ছে সে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে।

"মানিয়ে নিতে পারছিস?" জিজ্ঞেস করে ওর বান্ধবী।

"কিছুটা।"

"ঘুমাচ্ছিস তো? খাওয়া-দাওয়া করছিস?"

"হ্যাঁ, ঘুম আর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সমস্যা হচ্ছে না। চিন্তা করিস না।

"কীভাবে না চিন্তা করবো, বল? মন খারাপ হলে তুই তো সব ছেড়ে দিস।"

নাওকো কিছুটা রোগাটে বলেই সবাই ধরে নিয়েছে খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগে না ওর।

"এখন হাতে অনেক কাজ। মন খারাপ হবার সুযোগই নেই।"

"যাক, শুনে স্বস্তি পেলাম।"

"ফোন দিয়ে খোঁজ নেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।"

বইঘর.নেট

"আমাকে এতবার ধন্যবাদ দিতে হবে না। কালকে সময় হবে তোর?"

"আগামীকাল?"

"হ্যাঁ। ওই কনসার্টের টিকেট পেয়েছি। তুই যেটায় যেতে চেয়েছিলি, মনে আছে?"

পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে কথাটা শুনে আনন্দে লাফাতো নাওকো।

"চল। জানি, খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস। কিন্তু ওখানে গেলে ভালো লাগবে।"

বান্ধবীর ভালোবাসায় আর্দ্র হয়ে উঠলো নাওকোর মন। এরকম কনসার্টের টিকেট সহজে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট করতে হয়েছে তাকে। ওর মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেই কাজটা করেছে সে।

খুব ইচ্ছে করছে যেতে, কিন্তু-

"সরি। কালকে যেতে পারব না রে।"

"কেন?"

"আমার শ্বশুর শাশুড়ি আসবেন। ওর জিনিসপত্রগুলো গুছাতে সাহায্য করতে চেয়েছেন উনারা। এখন যদি বলি যে কালকে বাইরে যাব, তাহলে রাগ করবেন।"

"অন্য একদিন আসতে বল না। জিনিসপত্র পরেও গোছানো যাবে।"

"উনারা বলেছেন যে কালকেই নাকি করতে হবে কাজটা, কেন জানি না। এখন আফসোস হচ্ছে। সরি, তুই অন্য কাউকে নিয়ে যা।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে তাহলে, তবে পরেরবার ভালো কনসার্টের টিকেট পেলে আসতে হবে কিন্তু।"

"হ্যাঁ, যাব তখন। সরি।"

রিসিভার নামিয়ে সেখানেই বসে পড়লো নাওকো। দেখা যাবে ওর বান্ধবী আসলেও কয়েকদিনের মধ্যে আবারও ফোন দিয়েছে। তখন কীভাবে মানা করবে? চিন্তাটা মাথায় আসতেই দম বন্ধ হয়ে এলো ওর।

অকালে স্বামী হারানো বিধবাকে সবাই সাহায্য করতে চায়।

আমাকে আমার মতো একা থাকতে দাও! চিৎকার করতে বলতে ইচ্ছে করছে নাওকোর। আমি এই বাড়ি থেকে বের হতে চাই না!

৩

নাওকো দ্বিতীয় তলার বেডরুমে বিছানায় মাথা দিয়ে মেঝেতে বসে আছে, এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠলো। রিংয়ের শব্দ কানে এলেও একদমই উঠতে করছে না ওর।

উফ, আবারও বিরক্ত করতে এসেছে নিশ্চয়ই কেউ। বিষণ্ন ভাবটা আরো প্রকট হলো ওর মনে।

একবার ভাবল তুলবেই না ইন্টারকমের রিসিভার, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কিনু আবেও আসতে পারে। সে ভালো করেই জানে যে ও বাসায় আছে। কিছু না বললে চিন্তায় পড়ে যাবে তখন।

দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে করিডোরে ঝোলানো ফোনের রিসিভারটা কানে দিল নাওকো।

"থানা থেকে এসেছি," খুব সম্ভবত ইচ্ছে করেই গলা খাদে নামিয়ে কথা বলছে লোকটা, যেন আশেপাশের কেউ কিছু শুনতে না পায়।

"জ্বি ...?"

নাওকোর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল হঠাৎ।

লোকটা বোধহয় ভাবল ও তার কথা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না। তাই আবারও বললো, "আমি একজন ডিটেকটিভ। নারিমা থানা থেকে এসেছি।"

ভয়ের শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল নাওকোর শিরদাঁড়া বেয়ে।

"আচ্ছা।"

বলে দৌড়ে নিচতলায় নেমে দরজা খুলে দিল নাওকো। বাইরে কালো স্যুট পরিহিত একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ লম্বা, চওড়া কাঁধ, পেটানো শরীর। বয়স ত্রিশের আশপাশে।

"মাফ করবেন, হুট করে চলে এসেছি," বলে হাতের পুলিশ নোটবুকটা ওকে দেখায় সে। এই প্রথম সামনাসামনি এরকম নোটবুক দেখল ও।

"কোনো সমস্যা?"

"আসলে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার," বলে সতর্ক দৃষ্টিতে আশপাশে তাকালো সে। যেন ভয় পাচ্ছে প্রতিবেশীরা দেখে ফেলবে।

বইঘর.নেট

নাওকো বুঝতে পারছে না কী করবে। লোকটাকে ভেতরে আসুক, এটা চায় না ও। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে পাশের বাসার কিনু দেখে ফেলবে। সেটাও কাম্য নয়।

"আসুন," বলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো ও।

"ধন্যবাদ," বলে ভেতরে ঢুকে নিজের বিজনেস কার্ডটা বের করে দেয় ডিটেকটিভ। সেখানে তার নাম লেখা কিয়োইচিরো কাগা।

নাওকো ভাবছে লোকটাকে লিভিং রুমে নিয়ে বসাবে কিনা, সেই সময় স্যুটের পকেট থেকে একটা ছবি বের করে আনলো সে।

যে ছবিই দেখাক না কেন, আমার ঘাবড়ে গেলে চলবে না, নিজেকে বলে নাওকো।

ছবিটায় যাকে দেখবে ভেবেছিল, তাকেই দেখতে পেল ও। একটা বাড়ির মডেলের সামনে স্যুট-প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের হাসিটা দেখে মোচড় দিয়ে উঠলো নাওকোর বুকে।

"মি. নাকাসে উনি," বললো ও।

"আপনি কীভাবে চেনেন উনাকে?"

"চিনি বলতে...উনি এই বাড়ির আর্কিটেক্ট। শিনিচি রিয়েল এস্টেটে চাকরি করেন।"

ওর কথা শুনে মাথা নেড়ে ছবিটা আবারও পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কাগা।

"উনি কি প্রায়ই আপনাদের বাসায় আসতেন?"

"খুব বেশি না...এই ধরুন তিন চার মাসে একবার।"

বাড়িটা কেনা হয়েছিল দুই বছর আগে। চুক্তিনামায় একটা শর্ত ছিল–বিক্রেতা কিছুদিন পরপর এসে দেখে যাবে যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। যদি সমস্যা হয়, তাহলে সেটা নিজ খরচে সারাইও করে দিবে।

"শেষবার কবে এসেছিলেন?" মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে কাগা। হয়তো পরিস্থিতি একটু হালকা করতে চাইছে সে, কিন্তু লাভ হলো না।

"মাসখানেক আগে...খুব সম্ভবত," নাওকো এমনভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করে যেন ডিটেকটিভ ভাবে যে ওর ঠিকঠাক মনে নেই।

"এরপর আর আসেননি?"

"না।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"জ্বি।"

চেহারায় যথাসম্ভব আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে নাওকো। কাগা সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, তাই একটু পরেই চোখ সরিয়ে নেয়।

"মি. নাকাসের কী হয়েছে?" কৌতূহলী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে ও।

"উনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না," কাগা বলে। "এক সপ্তাহ ধরে।"

"ওহ...তাই নাকি?" চোখ নামিয়ে নেয় নাওকো। এই মুহূর্তে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত বুঝতে পারছে না।

"এই মাসের বিশ তারিখে এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে বের হন তিনি, কিন্তু এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। অফিসেও যাননি।"

"উনার পরিবারের সবাই নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।"

"জ্বি, উনার স্ত্রী থানায় রিপোর্ট করেছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই আলাদাভাবে আমার সাথে এসে দেখা করেছেন। আমি মি. নাকাসের স্ত্রী'র ভাইকে চিনি।"

"আচ্ছা।"

হাতের কার্ডটার দিকে আবারও চোখ গেল নাওকো'র। ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনে আছে কাগা। টিভিতে যা দেখেছে, সেখান থেকে ওর মনে পড়লো এই ডিভিশনের ডিটেকটিভেরা খুনের কেসের তদন্ত করে সাধারণত।

"কখনো ফোন করেছিলেন?"

"ফোন?"

"বলছি মি. নাকাসের সাথে বাসার ফোনে কখনো কথা হয়েছে আপনার?"

"ইন্সপেকশনে আসার আগে ফোন দিয়েছিলেন, এছাড়া আর কথা হয়নি।"

"আসলেই?" নাওকোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কাগা, যেন বোঝার চেষ্টা করছে ওর মনে কী ঘুরছে।

"জ্বি। মিথ্যা কেন বলবো?"

নাওকোর নিজের কাছেই নিজের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনালো। তবে কাগা সেটায় কিছু মনে করেছে বলে মনে হয় না।

"মি. নাকাসে কোথায় যেতে পারেন বা তার কী হতে পারে, সেই বিষয়ে কোনো ধারণা আছে আপনার? সেটা যে-কোনো কিছু হতে পারে।"

"না, যেমনটা বলেছি। মাঝে মাঝে এসে শুধু আমাদের বাসা দেখে যেতেন উনি।"

মাথা নাড়ে কাগা। তবে জবাবটায় সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সে বোধহয় আশাই করেছিল যে ও এই কথা বলবে।

বইঘর.নেট

"মি. নাকাসের বাসায় অদ্ভুত একটা কল গিয়েছিল। সেটা উনি নিখোঁজ হবার কিছুদিন আগের কথা। মিসেস নাকাসে ধরেন ফোনটা।"

"অদ্ভুত কল বলতে?"

"একটা লোক বলে, 'আপনার স্বামী বিবাহিত এক মহিলার সাথে পরকীয়া করছে। নতুন একটা আবাসিক এলাকায় থাকে সে। বাড়িটা দুই বছরের পুরোনো।"

"এটা কেমন কথা..."

"তখন আমি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি শিনিচি রিয়েল এস্টেট দুই বছর আগে এই আবাসিক এলাকায় বেশ কয়েকটা বাড়ি হস্তান্তর করেছে। সেগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটারই দায়িত্বে ছিলেন মি. নাকাসে।"

নাকাসের তত্ত্বাবধায়নে কতগুলো বাড়ি তৈরি হয়েছে, সেটা বললো না কাগা। তবে নাওকো বুঝতে পারল যে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েই এসেছে ডিটেকটিভ।

"আমাদের পরিবার বা আমার তো এসবের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই," সাফ জানিয়ে দিল ও। "এরকম একটা বিষয় চিন্তা করতেই তো কেমন লাগছে।"

"আপনার বিরক্তির কারণ আমি ধরতে পারছি। কিন্তু মি. নাকাসের যেহেতু খোঁজ মিলছে না, তাই এসব প্রশ্ন আমাকে করতেই হচ্ছে। এমনটাও হতে পারে যে তিনি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন।"

'অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা' শব্দ দু'টোর উপরে জোর দিল কাগা।

"আপনি অন্যান্য বাসাগুলোতে গিয়েও খোঁজ নিন নাহয়? আমার সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এরকম একটা সময়ে এসে আপনি যা বলছেন...ছিহ!" কেঁপে উঠলো নাওকোর কণ্ঠ।

"মাফ করবেন। আমার আসলে এভাবে বলা উচিত হয়নি," ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বাউ করে বলে কাগা। "শুনেছি কিছুদিন আগেই মারা গেছেন আপনার স্বামী।"

"জ্বি," চোখ নামিয়ে নেয় নাওকো।

"আমি কি তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালতে পারি? পুলিশ অফিসার হয়ে যখন শুনি কেউ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তখন চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

"কিন্তু?"

"জ্বালাবো না?"

এখন যদি নাওকো মানা করে তাহলে কাগা নামের এই ডিটেকটিভের সন্দেহ আরও বাড়তে পারে। তাই বাধ্য হয়ে ও বললো, "এদিক দিয়ে আসুন।" শু কেবিনেট থেকে একটা স্লিপারও বের করে দিল তার জন্যে।

নিচতলায় জাপানি নকশায় বানানো ঘরটাতে বেশ তড়িঘড়ি করে বুদ্ধ বেদি বসানো হয়েছে। সেটার সামনে তাকামাসার ফ্রেমবদ্ধ ছবি। পাশেই ফুল দিয়ে সাজানো।

করজোড়ে বেদির সামনে বসে প্রার্থনা শেষে সেই অবস্থাতেই নাওকোর দিকে তাকালো কাগা।

"শুনেছি অন্যমনস্ক ছিল সেই ড্রাইভার," বললো সে।

এই বিষয়েও খোঁজখবর করে এসেছে, ভাবে নাওকো। "আমার স্বামী গাড়িতে উঠছিল, ঠিক এই সময়ে ট্রাক এসে পিষে দেয়। ড্রাইভার বলেছে ও ব্লাইন্ড স্পটে থাকায় দেখতে পারেনি।"

"আপনিও সেখানে ছিলেন..."

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে সায় দেয় নাওকো। "আমিও ছিলাম। আমাকে স্টেশনে নামিয়ে দেয়ার পরেই দুর্ঘটনাটা হয়।"

"স্টেশনে কেন?"

"আমার মা শিযুওকাতে থাকে। শরীরটা বেশ খারাপ করেছিল তখন। তাই দেখতে যাচ্ছিলাম। সাথে অনেক জিনিসপত্র থাকায় ও স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।"

"আহহা। তাহলে তো বোধহয় আপনার আর যাওয়া হয়নি।"

"নাহ। মা একাই কষ্ট পেয়েছে।"

"দুর্ঘটনাটা কবে ঘটেছিল? নোটবুক বের করে জিজ্ঞেস করে কাগা। জবাবটা টুকে নেয়ার জন্যে তৈরি সে।

"গত সপ্তাহে। বিশ তারিখ সন্ধ্যা ছ'টার দিকে।"

"বিশ তারিখ," কাগা লিখে নেয়। "মি. নাকাসে'কেও সেদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"না, আপনাকে জানিয়ে রাখলাম আর কি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু পেয়েছেন?"

নাওকো মাথা ঝাঁকায়।

"যে লোকটার কারণে এই দুর্ঘটনা, তার কোনো ইন্স্যুরেন্স ছিল না। তাই সমস্যায় পড়ে গেছি। তবে আমাদের আইনজীবিকে বলেছি সব সামলাতে।"

বইঘর.নেট

"আচ্ছা। ইদানীং এরকমটা প্রায়ই ঘটে," সহমর্মী কণ্ঠে বলে কাগা। "শিযুওকাতে যাবেন, এটা কবে ঠিক করেছিলেন?"

"দুর্ঘটনার দুই-তিন দিন আগে।"

"তাহলে সেই সময়টুকু মি. সাকাগামির বাসাতে একা থাকারই কথা ছিল? উনি আপনার সাথে যেতে চাননি?"

"ও আসলে অনেক ব্যস্ত থাকত...তাছাড়া আমার বাবা-মা'র বাসায় যেতে ওর আসলে ভালোও লাগত না।"

"অনেকেই আছে এমন। স্ত্রী'কে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়।"

"আসলে..." কিছু না বলে একদিকে ঘাড় কাত করে নাওকো।

"তাহলে শিযুওকাতে একাই যাওয়ার কথা ছিল আপনার?"

"না, আমার এক বান্ধবীর দেশের বাড়িও ওখানে। বিয়েশাদি করেনি। কাছেই থাকে। ও বলছিল অনেক দিন ধরে যায় না বাড়িতে। তাই একসাথে যাচ্ছিলাম। দুর্ঘটনার সময় স্টেশনে আমার সাথেই ছিল ও।"

একটু আগে যে নাওকোর যে বান্ধবী ফোন দিয়েছে, সে অন্য আরেকজন। যার সাথে শিযুওকা যাচ্ছিল, তার সাথে খুব একটা যোগাযোগ নেই।

"ওহ," কৌতূহলী ভঙ্গিতে বলে কাগা। "আপনি যদি কিছু না মনে করেন, উনার নাম আর ফোন নম্বরটা দেয়া যাবে?"

"জ্বি, নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন? ওর সাথে মি. নাকাসে'র কেসটার তো কোনো সম্পর্ক নেই।"

"আসলে কাজের খাতিরে আমাদের সব তথ্যই যাচাই করে দেখতে হয়, সেজন্যে।"

লোকটা একথা বলছে কেন, ভাবে নাওকো তবে বেশি তর্ক না করাই ভাল হবে বলে মনে হলো ওর। "একটু দাঁড়ান, নিয়ে আসছি," বলে উঠে দাঁড়ালো।

"২০ তারিখ স্টেশনে যাওয়ার আগে পুরোটা সময় কি বাসাতেই ছিলেন?"

"যাওয়ার আগে প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে আসি, এছাড়া বাকি সময় বাসাতেই ছিলাম।"

"আচ্ছা।"

উঠে দাঁড়াল কাগা। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল নাওকো।

"শেষ একটা কথা। মি. নাকাসে'র বাসায় একটা কল গিয়েছিল, আপনাকে তো বলেছি," জুতো পরতে পরতে বলে কাগা। "আপনি কি

ধারণা করতে পারেন যে কে ফোনটা দিয়েছিল? কেউ জানবে না যে আপনি কিছু বলেছেন।"

"না, সেরকম কারো নাম মাথায় আসছে না। তাছাড়া এত জঘন্য একটা কাজ কেউ করবেই বা কেন?"

"ঠিক আছে," কাগা বলে। "যদি আপনার কিছু মনে পড়ে, তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।"

ডিটেকটিভ চলে যাওয়ার সাথে সাথে দরজা ভেতর থেকে আটকে দিল নাওকো। পা দু'টো কাঁপছে রীতিমতো। জাপানি নকশার ঘরটায় ফিরে এসে যে কুশনে এতক্ষণ কাগা বসে ছিল, সেটায় বসে পড়লো।

"ইউকিনোবু," আপনমনেই বিড়বিড় করে বললো একটু পর। এটা নাকাসে'র ডাক নাম।

৪

নাওকো আর তাকামাসা সাকাগামির বিয়ে হয় সাত বছর আগে। সেই সময় তাকামাসার বয়স ছিল ৩৫ আর নাওকোর ২৭।

টোকিও'র একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি করতো দু'জনই। তবে ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং ছিল ওদের। এক বন্ধু পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগে তাকামাসা'কে খেয়ালও করেনি নাওকো।

তবে তাকামাসা ওকে ঠিকই চিনত। প্রথমবার কোম্পানির ক্যান্টিনে দেখেছিল নাকি। তখনই ভালো লেগে যায়। পরিচয় হওয়ার পর থেকে প্রায়ই ফোন দিতে শুরু করে সে।

ওই সময়ে অন্য কারো সাথে সম্পর্ক ছিল না ওর। সেই কারণেই মূলত কয়েকবার বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় তাকামাসার সাথে ডিনারে যায় নাওকো। এরপর গিনজার এক ফরাসি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাকামাসা। তখন পর্যন্ত একবারের জন্যে চুমুও খায়নি ওরা। এমন নয় যে বিয়ে নিয়ে কিছু ভাবেনি ও, তবে এত দ্রুত প্রস্তাব পাবে, সেটা আশা করেনি। ওর ইচ্ছে ছিল ধাপে ধাপে হবে সবকিছু। কিন্তু তাকামাসা বরাবরই সবকিছু নিজস্ব গতিতে করে অভ্যস্ত।

সৎ, কর্মঠ তাকামাসা'কে ওর ভালোই লাগত। তবে সেটাকে ভালোবাসা বলা যাবে না। কোথাও একসাথে যাবে শুনলে বুকের ধুকপুকানি কখনো বাড়েনি। বন্ধুদের সাথে কনসার্টে যেতেও এর চেয়ে ভালো লাগতো ওর।

তা সত্ত্বেও আশপাশের লোকেদের প্ররোচনায় রাজি হয়ে যায় নাওকো। তাছাড়া বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল। বিয়ের কথা বলে ওর সহকর্মীরা একের পর এক চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিল তখন। একা একা কোম্পানিতে বেশিদিন থাকার ইচ্ছে ছিল না নাওকোর।

বিয়ের আগে প্রেম না হলে পরে হবে, একথা বলে নিজেকে স্বান্তনা দেয় ও।

অনেকের কাছে বিয়ের অনুষ্ঠানটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলেও, নাওকোর ওরকম কোনো স্মৃতিই নেই। বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনশর'ও বেশি

লোক এসেছিল। গোটা সময় নিজেকে চিড়িয়াখানার প্রাণী মনে হচ্ছিল ওর। সবাই এসে দেখে চলে যাচ্ছে। খাবারের দিকেই তাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। অনুষ্ঠানের শেষে মোম প্রজ্বলনের আচারের সময় মোম কিছুতেই জ্বলছিল না। তাকামাসা'র কয়েকজন বন্ধু কী যেন একটা মোমে মিশিয়ে রেখেছিল আগে থেকে। এতে বিরক্তির পরিমাণটা আরও বাড়ে।

তবুও ও বারবার নিজেকে বলে এক সময় হয়তো বিয়ের উপকারিতা ঠিকই টের পাবে।

কিন্তু তাকামাসার সাথে এক ছাদের নিচে থাকতে শুরু করার পরই নাওকো বুঝে যায় যে সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। ও বাড়ি থেকে বের হলেই ক্ষেপে যেত সে। এমনকি বান্ধবীদের সাথে কেনাকাটা করতে যাওয়ার কথা বললেও গজগজ করত। এমনকি স্থানীয় কম্যুনিটি হাউজেও কোনো প্রশিক্ষণ দেয়নি একথা বলে যে বাসার কাজ ঠিকঠাক হবে না। তাকামাসার কাছে নাওকো কেবলই একটা পুতুল যে তার শারীরিক চাহিদা মেটাবে এবং সবকিছু করে দিবে।

স্কুলে এরকম এক বান্ধবী ছিল নাওকোর। ও যদি অন্যদের সাথে একটুও কথা বলতো, তাহলে ক্ষেপে যেত মেয়েটা। চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিত। সবারই সমস্যা হতো এতে। তাকামাসাও একই রকম আচরণ করছে বলে মনে হয় ওর।

বাকি জীবন এভাবে থাকতে হবে ভাবলেই হাঁসফাঁস লাগত নাওকোর। বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলে একটা পর্যায়ে। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল অব্দি স্বামীর অপেক্ষায় বসে থাকা। ছোটোবেলা থেকেই স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের তাকামাসা। নাওকো বিয়ের প্রস্তাবে হ্যাঁ বলার পরপরই ব্যবহার পালটে যায় তার। কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে ইচ্ছেমতো।

অনেক দিন ধরেই নিজের বাড়ি কেনার শখ ছিল তাকামাসার। বছর দুয়েক আগে অবশেষে তার সেই শখ পূরণ হয়। কিন্তু নতুন বাড়িতে পা দেয়ার পর প্রথমেই নাওকোর মাথায় আসে যে এখানেই মৃত্যু হবে ওর।

ঠিক তখনই ওদের জীবনে আগমন ঘটে ইউকিনোবু নাকাসের।

"আমি নাকাসে, এই বাড়ির আর্কিটেক্ট।"

নাওকোর এখনো পরিষ্কার মনে আছে দিনটা। দরজায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে নিজের বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। নাকাসের তামাটে চেহারাটা দুষ্ট বাচ্চাদের মতো লাগে নাওকোর কাছে। দাঁত ছিল একদম ঝকঝকে সাদা।

সেই সময় তাকামাসা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নাওকো-ই নতুন বাড়ি সম্পর্কে সবকিছু শুনে নেয় নাকাসের কাছ থেকে।

প্রথম দেখাতেই তাকে ভালো লেগে যায় নাওকোর। তাকামাসার মতো নাকাসের মধ্যেও ছেলেমানুষি ভাবটা ছিল। তবে তাকে আত্মকেন্দ্রিক নয়, বরং মিশুক এবং হাসিখুশি স্বভাবের মনে হয় ওর কাছে।

"কাস্টোমারদের যখন নিজের নকশা করা বাড়িগুলো দেখাই, ভেতরে ভেতরে ভীষণ নার্ভাস লাগে। চেষ্টা করি প্রতিটি কাজে নিজের সেরাটা ঢেলে দিতে। টিচারের সাথে নিজের বাচ্চার পরীক্ষার নম্বর নিয়ে আলোচনা করার মতো ব্যাপারটা," হেসে কথাগুলো বলে নাকাসে। নাওকো বুঝতে পারে যে নিজের কাজ উপভোগ করে সে।

বাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত শোনার পর নাকাসের জন্যে এক কাপ লাল চা বানিয়ে আনে নাওকো। নাকাসেও বিবাহিত, তবে সন্তান নেই। স্ত্রী'র সাথে একটা ব্লাইন্ড ডেটে গিয়ে পরিচয় হয় তার।

"আমার বস যোগাযোগ করিয়ে দেয় ওর সাথে। সেই সময়ে মানা করার কারণ খুঁজে পাইনি, তাই সাতপাঁচ না ভেবেই বিয়ে সেরে ফেলি," এটুকু বলে হাসে নাকাসে।

হয়তো সত্যটা অন্যরকম, ভাবে নাওকো। স্ত্রী'কে হয়তো খুব পছন্দ করে সে। তবুও, এরকম একটা মানুষ ব্লাইন্ড ডেটে গিয়ে পরিচয় হওয়া একজনকে বিয়ে করেছে, সেটা চিন্তা করে খারাপ লাগে ওর।

রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাথে চুক্তি ছিল যে বাড়ি হস্তান্তরের পরবর্তী দু'বছর বিনা খরচে সব দেখভাল করবে তারা। মাসখানেক পর আবারও আসে নাকাসে। জানতে চায় বাড়িটায় কোনো প্রকার সমস্যা হচ্ছে কিনা ওদের। তখন নাওকো ওর কিছু পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে জানায়।

সেদিনও তাকে লাল চা করে খাওয়ায় ও। কথায় কথায় নাওকো যখন বলে যে কফির চেয়ে লাল চা-ই তার বেশি পছন্দ, নাকাসে হাঁটুতে চাপড় দিয়ে বলে, "সেক্ষেত্রে আমি চমৎকার একটা চায়ের দোকান চিনি।" ভালো লাল চা বানায়, এরকম একটা দোকানের সন্ধান দেয় সে।

"মাঝে মাঝে কাজে বের হয়ে আমি চলে যাই ওখানে। কাউকে জায়গাটার ব্যাপারে বলিনি," দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হেসে বলে সে। "আপনাকেই প্রথম বললাম।"

কিছুদিন পর টুকটাক কেনাকাটা করতে বের হয় নাওকো। সেদিনই প্রথম নাকাসের কাছে নাম শোনা সেই চায়ের দোকানে যায়। ভেবেছিল

ব্রিটিশ স্টাইলের কোনো দোকান হবে বুঝি। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখে সবকিছু দক্ষিণ এশীয় কায়দায় শক্ত কাঠের তৈরি। আসলে শ্রীলঙ্কার একটা আবহ তৈরি করতে চেয়েছিল দোকান মালিক। কোনার দিকে একটা টেবিলে বসে দারুচিনি চা'য়ের অর্ডার দেয়।

সেই সময় দোকানে প্রবেশ করে ইউকিনোবু নাকাসে।

একদমই কাকতালীয় ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু নাওকোর হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। টের পায় যে মনে মনে ও আশা করছিল যেন নাকাসে আসে।

তবে ভেতরে ঢুকে প্রথমে ওকে খেয়াল করে না নাকাসে। একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে। কিন্তু একটু পরেই চোখাচোখি হলে অবাক হয়ে যায়।

নাওকো একাই এসেছে, এই ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর নাকাসে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে যে সে উলটোপাশের চেয়ারটায় বসতে পারে কিনা। খুশিমনেই মাথা নেড়ে সায় দেয় নাওকো।

বাড়ির বাইরে একটা জায়গায় নাকাসের সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়ে ভালোই লাগে ওর। নাকাসের মধ্যেও বেশ উৎফুল্ল একটা ভাব ছিল।

এরপর থেকে নিয়মিত দোকানটায় যেতে শুরু করে নাওকো। সাধারণত মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার দুপুর দু'টার দিকে যেত ও। নাকাসে বলেছিল, সে সাধারণত এই সময়েই আসে।

একঘেয়ে দিনগুলোয় এই দোকানটাই হয়ে দাঁড়ায় নাওকোর মুক্তির খোরাক। যদি কখনো নাকাসে না আসতো, সেদিন বাকিটা সময় ভীষণ খারাপ যেত ওর।

নতুন বাড়িতে ওঠার ছয় মাস পর আবারও নাকাসে সবকিছু ঠিক আছে কিনা, সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আসে। তখন নাওকো জানায় যে ওদের বেডরুমের মেঝেটা শব্দ করছে। আসলে নাওকোর ইচ্ছে ছিল না নাকাসে'কে বেডরুমে নিয়ে যাওয়ার। সেখানে চারপাশ জুড়ে তাকামাসার সাথে ওর দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন চিহ্ন। কিন্তু তাকামাসাই বারবার করে বলেছিল মেঝের ব্যাপারে জানাতে।

সবটা শুনে মেঝের মেরামতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নাকাসে। ভেতরে ঢোকার পর সে এক মুহূর্তের জন্যেও অন্য কোনোদিকে তাকায় না। নাওকোর মনে হয় ইচ্ছে করেই কাজটা করছে সে।

"আপনাদের সন্তান নেয়ার ইচ্ছে নেই?" লিভিং রুমে ফিরে জিজ্ঞেস করে নাকাসে। বেডরুম থেকে ফিরেই এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াটা একটু অস্বস্তিকর ঠেকে নাওকোর কাছে। তবে ও বুঝতে পারে যে এই প্রশ্নের পিছে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই তার।

বইঘর.নেট

"আমার স্বামী এখন আর আগ্রহ পায় না," নাওকো বলে। "আর আমার বয়সও বেড়ে গেছে।"

"কে বলেছে! আপনার বয়স এখনও যথেষ্ট কম!"

"ধন্যবাদ। কিন্তু মি. নাকাসে, আপনাদের বাচ্চা নিতে ইচ্ছে করে না?"

"আসলে," নাকাসে মাথা নিচু করে জবাব দেয়। "আমি তো মাঝে মাঝে ভুলেই যাই যে আমরা স্বামী-স্ত্রী।"

"তাই?"

"আসলে আমরা বড়ো হয়েছি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। তাই একসাথে থাকাটা একটু কঠিন। তাছাড়া জীবনের অর্থ, আমাদের দু'জনের কাছে দু'রকম।"

নাকাসের কথার প্রেক্ষিতে ঠিক কী বলেছিল, তা মনে নেই নাওকোর। তবে তখনকার সেই চাহনিটা ঠিকই মনে আছে।

কথা শেষে নাকাসে যখন ওর কাঁধে হাত রাখে, তখন বাধা দেয়নি নাওকো। আলতো করে ওকে কাছে টেনে নেয় সে। ওর মনে হয় যেন পুরো শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ।

সেদিন থেকেই শুরু হয় ওদের সম্পর্ক।

৫

কিনু আবে বাগানের গাছে পানি দিচ্ছিল, এসময় খেয়াল করলো সাকাগামিদের বাড়ি থেকে এক তরুণ বেরিয়ে আসছে। ধরেই নিল সে তাকামাসা সাকাগামির পরিচিত কেউ হবে।

তবে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একবার বাউ করে এগিয়ে এলো তরুণ। সুদর্শন, পরনে কালো স্যুট প্যান্ট।

"আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল। এখন কি কথা বলা যাবে?" পুলিশ ব্যাজটা দেখিয়ে বলে সে।

"জ্বি, বলুন," পানি বন্ধ করে বলে কিনু।

"২০ তারিখে মি. সাকাগামির স্ত্রী আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ। বলেন যে তিন দিনের জন্যে বাড়ি যাচ্ছেন। কিছু ঘটলে যেন তাকে জানাই। একটা চিরকুটে শিযুওকা'র বাড়ির ফোন নম্বরও লিখে এনেছিলেন।"

"আর কী কথা হয় আপনাদের মধ্যে?"

"এই টুকটাক আলাপ। ময়লা ফেলার গাড়ি দেরি করে আসে, রাতের বেলা মোটরসাইকেলের শব্দে অসুবিধা হয়–এসব।"

"সেদিন কি মিসেস সাকাগামির ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা টের পেয়েছিলেন?"

"অস্বাভাবিক মানে?"

"মানে, সচরাচর যা করেন না তিনি।"

"দুর্ঘটনার পরেও এসেছিল, তখন মন খুবই খারাপ দেখেছিলাম। সেটাই স্বাভাবিক।"

"না, আমি দুর্ঘটনার আগের কথা বলছি। যখন বিদায় জানাতে আসেন উনি।"

"দুর্ঘটনার আগে? না, তখন কিছু চোখে পড়েনি," ঘাড় কাত করে কিনু। সত্যি বলতে ওর আসলেও বেশি কিছু মনে নেই। এই লোকটা

বইঘর.নেট

দুর্ঘটনার আগের কথা জিজ্ঞেস করেছে কেন, ভাবে ও। "তবে হ্যাঁ, উনাকে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম।"

"কেন? এমনি কথা হয় না আপনাদের?"

"একদম যে হয় না, তা নয়। কিন্তু খুব বেশি আলাপ কখনোই হয়নি।"

"কতক্ষণ কথা হয় সেদিন?"

"এই...দশ মিনিটের মতো। ডিটেকটিভ কেন এত প্রশ্ন করছে তা না জানায় অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল কিনু।

এই সময় হঠাৎ পানি উড়ে এসে ডিটেকটিভের পায়ের কাছটা ভিজিয়ে দিল। চমকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে।

কিনু বাম দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে ঝোপের আড়ালে ওর ছেলে লুকিয়ে আছে। হাতে ওয়াটার গান।

"কোহেই, কী করছো তুমি!"

বকুনি খেয়ে উলটো দিকে দৌড় দিল কোহেই।

"সরি, আপনি ঠিক আছেন?" ডিটেকটিভের পায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে কিনু।

"জ্বি। খুব একটা কথাবার্তা তাহলে আপনাদের হয় না?"

"আসলে, কী নিয়ে আলাপ করবো, বলুন? তবে প্রতিবেশী হিসেবে একটা দায়িত্ব থাকে, সেটা পালনের চেষ্টা করি।"

"মি. সাকাগামি মারা যাওয়ার পর তাদের বাসায় কখনো গিয়েছেন আপনি?"

"হ্যাঁ। শেষকৃত্যের পরদিন। সাথে মাতসুতাকে মাশরুম রাইস রান্না করে নিয়েছিলাম। তাকে দেখে তো আমার মনে হয় যে কিছুই খান না বুঝি।"

সেদিনের দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে কিনুর। নাওকো ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করে চা খাবে কিনা।

এরপর চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ আলাপ হয়। দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে বিস্তারিত ওকে জানায় নাওকো। কিনু প্রথমে ভেবেছিল সে হয়তো শোক কাটিয়ে উঠেছে কিছুটা, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভুল টের পায়।

রান্নাঘরে ফ্রিজের সামনের টেবিলে ফ্রোজেন ফুডের টাল দেখতে পায়। বুঝতে পারে যে রান্না করার মতো মানসিক অবস্থায় নেই নাওকো। মনে মনে কিনু নিজেকে সাব্বাশি দেয় গরম কিছু রান্না করে আনার জন্যে।

এই কথাগুলো শুনে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে ডিটেকটিভ, এরপর ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়।

৬

দারুচিনি চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখার কিছুক্ষণের মধ্যে সবসময়ের মতোই ওয়েটার এগিয়ে আসে আবারও চা ঢেলে দেয়ার জন্যে। নাকাসের সাথে যখনই এখানে আসতো, প্রতিবার কয়েক কাপ চা খাওয়া হতো ওর। সেটা মনে রেখেছে ওয়েটার।

"আজ থাক।"

ওর কথা শুনে হাসি মুখে চলে গেল লোকটা।

এখানে বোধহয় আর আসা উচিৎ হবে না, নাওকো ভাবে। নাকাসেকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে এসেছিল, কিন্তু এতটা নার্ভাস লাগবে এটা বুঝতে পারেনি।

বিল মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ও। অনেক দিন পর কোথাও বিল দিল নাওকো।

ওর বাসা এখান থেকে এক স্টেশন দূরে। বেশিরভাগ সময় নাকাসে ভ্যানে করে স্টেশনে পৌঁছে দিত ওকে। তবে প্রতিবেশীদের দেখে ফেলার ভয়ে কখনো বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসেনি।

দূর আকাশে লালিমার ছোঁয়া। ফুটপাথ ধরে হাঁটার সময় পেছন থেকে একজনের পদশব্দ কানে এলো নাওকোর। ভেবেছিল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে বোধহয়। কিন্তু ওর ঠিক পেছনে এসে থেমে গেল শব্দটা। ঘুরে তাকায় নাওকো।

নারিমা থানার ডিটেকটিভ কাগা বাউ করলো ওর উদ্দেশ্যে।

"আপনি কি আমাকে অনুসরণ করছেন?"

কথাটা শুনে একটু যেন লজ্জা পেল কাগা।

"চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলা যাক। খুব বেশি সময় নষ্ট করবো না আপনার," বলে নাওকোর পাশাপাশি স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল কাগা।

সকালবেলা কিনু আবের বলা কথাটা মনে পড়লো নাওকোর। গতকাল এই ডিটেকটিভ অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছে তাকে। নাওকো এখন নিশ্চিত যে সে সন্দেহ করছে ওকে।

বইঘর.নেট

"আমরা বেশ ভালোমতো খোঁজখবর নিয়েছি," কাগা বলে। "কিন্তু ২০ তারিখে মি. নাকাসের যার সাথে দেখা করার কথা ছিল, তার হদিস পাইনি। সহকর্মী, স্কুলের বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু–সবার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। কেউ কিছু বলতে পারেনি।"

"এর সাথে আমার কী সম্পর্ক?" মুখ না ফিরিয়েই বলে নাওকো। যত দ্রুত সম্ভব স্টেশনে পৌঁছাতে চায় ও, কিন্তু পথ যেন শেষই হচ্ছে না।

"ভেবে দেখুন, কখন একজন পুরুষ তার স্ত্রী'কে মিথ্যে বলে বাইরে কোথাও যায়?"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন তার কোনো গোপন প্রেমিকা ছিল?" শান্তস্বরে বলার চেষ্টা করে নাওকো। "আর সেই প্রেমিকা হচ্ছি আমি?"

"মিসেস সাকাগামি," থেমে বলে কাগা। "আপনি যে চায়ের দোকানটা থেকে বের হলেন, সেটার ব্যাপারেও জানি আমি।"

প্রায় চিৎকার করে ওঠে নাওকো।

কাগা বলে, "ওয়েটারকে মি. নাকাসের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তাকে আর আপনাকে কখনো একসাথে দেখেছে কিনা। জবাবে সে কী বলেছে, তা নিশ্চয়ই ভালো করেই জানা আছে আপনার?"

নাওকো কিছু না বলে আবারও হাঁটতে শুরু করলো। হৃৎপিণ্ডটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। এত বড়ো একটা ভুল কী করে করলো ও? কেউ যে পিছু নিয়েছে, সেটা টেরও পায়নি।

"মিসেস সাকাগামি," ওর পাশে চলে এলো কাগা। "মি. নাকাসে এখন কোথায় আছে?"

"জানি না," নাওকো বলে। "মি. নাকাসের সাথে ওখানে চা খেয়েছি আমি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেবল বাড়ি নিয়ে আলাপ হয়েছে। আর কিছু না। তার সাথে কখনো কোনো প্রকার সম্পর্কে জড়াইনি।"

"আপনার কি ধারণা? এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হব আমি?"

"আপনার সন্তুষ্টি নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু এটাই সত্যি।"

স্টেশনে পৌঁছানো মাত্র টিকেট কেনার মেশিনের দিকে পা বাড়াল নাওকো।

"ম্যাম!" কাগা প্রায় দৌড়ে এলো ওর পাশে।

"দয়া করে এভাবে কথা বলবেন না এখানে। সবাই দেখছে।"

"তাহলে প্লিজ বলুন, মি. নাকাসে কি বেঁচে আছেন?"

কাগার প্রশ্ন শুনে বিস্ফোরিত চোখে তাকালো নাওকো। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে টিকেট গেটের দিকে রওনা দিল।

"মিসেস সাকাগামি!"

"আমি কিছু জানি না!"

অটোমেটিক টিকেট গেট পার হয়ে প্লাটফর্মের দিকে এগোতে শুরু করলো ও। একবারের জন্যেও পেছনে ফিরে তাকালো না। এবারে ওকে আর অনুসরণ করলো না কাগা। নির্বিঘ্নে ট্রেনে উঠে পড়লো নাওকো।

* * *

নাওকোর হৃৎস্পন্দন এত বেড়ে গেছে যে স্বাভাবিকই হতে পারছে না। জানালা দিয়ে অপসৃয়মান বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে এখন। তাহলে কি এভাবেই ইতি ঘটবে সবকিছুর?

হিসেবের গোলমালের কারণেই আজ এই অবস্থা। শুরু থেকেই ভুল পথে পা বাড়িয়েছে ও।

"আর সহ্য হচ্ছে না আমার। যেটা বলেছিলাম, এবারে সেটা করে দেখাতে হবে।"

দুই সপ্তাহ আগে এই কথাটা বলে ইউকিনোবু নাকাসে। চায়ের দোকানটার কাছেই একটা হোটেলে ছিল ওরা তখন। ওখানে প্রায়ই যেত দু'জনে।

"কিন্তু, আমরা যদি সফল না হই..." বাক্যটা শেষ করে না নাওকো। পরিস্থিতি তখন এত ভয়ানক হবে যে মুখেও আনতে পারছে না।

"আমি চাই না তুমি এরকম একটা লোকের সাথে আর এক মুহূর্ত থাক। তোমার কী এমন বয়স? পুরো জীবনটা নষ্ট করবে নাকি?"

"বাকি জীবন ওখানে থাকার কথা ভাবতেই পারি না আমি।"

"তাহলে আর একটাই উপায় আছে।"

"কী?"

এরপর ওদের যা আলোচনা হয়, সেটা ভেবে কেঁপে ওঠে নাওকোর শরীর। তাকামাসা'কে খুনের পরিকল্পনা আঁটে ওরা।

এর কিছুদিন আগে রাগের বশে একটা কথা বলে ফেলেছিল ও। সেখান থেকেই চিন্তাটা মাথায় ঢুকে গেছে নাকাসের। "ও না মরা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

মূলত ফুকুইয়ে অবস্থিত তাকামাসার দেশের বাড়ি থেকে ফেরার পর কথাটা বলে নাওকো।

সাকাগামি পরিবারের সবাই একসাথে পুরোনো একটা জাপানি নকশার বাড়িতে থাকে। চার ভাইয়ের মধ্যে তাকামাসা সবচেয়ে বড়। ভাইদের দু'জন এখনও বিয়ে করেনি।

বইঘর.নেট

পরিবারের জ্যেষ্ঠ ছেলেকে বিয়ে করায় দায়িত্বের বোঝা এসে চাপে ওর কাঁধে। ওখানে পৌঁছানোর পরই প্রায় ডজনখানেক মানুষের রান্নার কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়। যেন চাকর হিসেবে ওকে টোকিও থেকে নিয়ে গেছে তাকামাসা। কী রান্না হবে, সেই মেন্যু আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। সমস্ত উপাদান জড়ো করে রাখা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন রান্নাঘরটায়। তাকামাসা ওকে কেন অ্যাপ্রন আর রান্নার পোশাক নিয়ে আসতে বলেছিল, সেটা বুঝতে পারে নাওকো।

সবাই যখন খাচ্ছিল, তখনও বসতে পারেনি ও। খাবার বেড়ে দিয়েছে, ওয়াইন এগিয়ে দিয়েছে, বাসন ধুয়ে এনেছে।

"তোমাকে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে নাওকো," ওর অবস্থা দেখে মায়া হয় ভাইদের একজনের। "একটু বিশ্রাম নাও।"

কিন্তু এরপর তাকামাসা যা বলে, সেটা শোনার পরেও বিশ্বাস হতে চায় না ওর।

"দরকার নেই, ওকে তো কাজ করার জন্যেই নিয়ে এসেছি। বড়ো ছেলে বউ নিয়ে এসেছে, তবুও শাশুড়ি কাজ করছে, লোকে শুনলে কী বলবে?"

সবার ব্যবহৃত চপস্টিকস সংগ্রহ করছিল তখন নাওকো। সেগুলোর একটা তাকামাসার গলায় গেঁথে দেয়া থেকে খুব কষ্টে সামলায় নিজেকে।

"ভাইয়া, তোমার তুলনাই হয় না। এরকম একজনকে খুঁজে বের করেছ। সেটাও টোকিও'তে।"

"গর্দভই থেকে গেলি সারা জীবন। এরকম কাউকে পাওয়া যায় না। শাসনের মাধ্যমে তৈরি করে নিতে হয়। তুই যদি সুযোগ করে দিস, তাহলে মাথায় চড়ে বসবে, কথা শুনবে না। কী বলছি, বুঝতে পারছিস? বিয়ের পর তোকেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এসবের। বেশি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবি না। লাগাম হাতছাড়া হলেই বিপদ।"

অদ্ভুত এই কথাগুলো বলার সময় মদের বিশ্রী গন্ধ আসছিল তাকামাসার শরীর থেকে।

নাওকো'কে আরো কাজ দেয়া হয় এরপর। এমনকি তাকামাসার শয্যাশায়ীর দাদার খেয়ালও ওকেই রাখতে হয়েছে সেই ক'দিন। তাকামাসার মা একটু পরপর এসে বলতো, 'এই কাজটা তোমাকেই করতে হবে।' মাত্র তিন দিনে প্রায় চার কেজি ওজন কমে যায় নাওকোর।

কিন্তু ওর গাধার খাটুনি সত্ত্বেও তাকামাসা ভালো একটা কথাও বলেনি। বরং টোকিও ফেরার পথে কীভাবে কাজগুলো আরও ভালোভাবে করতে পারত, সেই বিষয়ে লম্বা লেকচার দিয়েছে। বিদায় মুহূর্তে নাওকোর কথার

ধরনও নাকি তার পছন্দ হয়নি। নাওকো সাধারণত গলা নামিয়ে কথা বলে, কিন্তু তখন খুব ইচ্ছে করছিল সবার সামনে তুলকালাম বাধিয়ে দিতে। কিন্তু সবার সামনে চিৎকার করার শক্তিটুকুও আসলে ছিল না ওর শরীরে। তাই পুরো পথ চুপ করে থাকে।

কিন্তু মনে মনে ঠিকই অভিশাপ দিয়ে যায় একটানা, *এরকম মানুষ যত তাড়াতাড়ি মরে, তত ভালো।* তবে ওর ভাগ্য বরাবরই খারাপ। এসব চিন্তা করতে করতে ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে নাওকোর মন।

"ও মরা না পর্যন্ত আমার শান্তি নেই," কথাটা সাতপাঁচ না ভেবে বলে ফেললেও নাকাসে ঠিকই বুঝতে পারে যে এটা ও মন থেকে চায়। তখন থেকেই পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে কীভাবে কাজটা করা যায়।

"তোমাকে অন্য কারো বাহুডোরে কল্পনা করতে পারি না আমি। বিশেষ করে ওরকম একটা লোকের।"

"আমারও ইচ্ছা করে না..." দ্বিধান্বিত স্বরে বলে নাওকো।

নাকাসে এমনভাবে কথা বলে যেন স্ত্রী'র সাথে তার কোনো প্রকার শারীরিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু তেমনটা যে না-ও হতে পারে, সেটা বোঝে নাওকো। যেমন ও নিজেও তাকামাসার ব্যাপারে অনেক কথাই চেপে যায়।

"তোমার পক্ষে তো কুলাঙ্গারটাকে ডিভোর্স দেয়া সম্ভব না?" নাকাসে জিজ্ঞেস করে।

"একদমই না।"

"আমি হয়তো ব্যবস্থা করে দিতে পারব। কিন্তু বেশ বড়ো অঙ্কের একটা টাকা দিতে হবে।"

"ও কোনো টাকাই নিবে না। তাছাড়া আমার পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব না কোনোভাবে।"

"তাহলে আর উপায় নেই। তাকামাসাকে সরিয়ে দিতে হবে।"

"কিন্তু ওভাবে কি কাজ হবে?"

"শোনো, এরকম কিছু না করলে আমাদের আর একসাথে থাকা হবে না কখনো," উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট পরে বলে নাকাসে। "কীভাবে কী করবো, সব গুছিয়ে ফেলেছি। শুনতে চাও?"

বিছানায় শুয়ে মাথা নাড়ে নাওকো।

"তোমার একটা পোক্ত অ্যালিবাই থাকতে হবে। আমাদের মধ্যে কী চলছে, সেই ব্যাপারে কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তুমি একটা রাত নাহয় অন্য কোথাও থাকো? আমি রাতে চুপিসারে কাজটা সেরে ফেলব।"

বইঘর.নেট

"মানে, তুমি সবাইকে বোঝাবে যে ডাকাত ঢুকেছিল আমাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে পুলিশ কোনো জুতসই মোটিভ খুঁজে পাবে না।"

"তাকামাসা কিন্তু জুডো শিখত এক সময়। গায়ে প্রচুর শক্তি।"

"আমি তো তার সাথে লড়তে যাচ্ছি না। তুমি তো বলেছ সে প্রতিদিন দেরি করে বাড়ি ফেরে। গাড়ি থেকে বের হবার পর পার্কিং লটেই পেছন থেকে যা করার করবো।"

"কী করবে?"

"সেটা," মাথা ঝাঁকায় নাকাসে। "পরে ভাবা যাবে।"

নাওকো বোঝে যে তার প্রেমিকের মাথায় কোনো একটা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা ওর সামনে বলতে চাচ্ছে না।

"কীভাবে বাকিরা বুঝবে যে চোর ঢুকেছিল বাসায়?"

"বাড়ির সবকিছু আউলে রেখে যাব। তাকামাসার মানিব্যাগটাও নিব।"

পুলিশকে কি আসলেও এভাবে বোকা বানানো যাবে? নাওকো চিন্তায় পড়ে যায়। ওর কাছে অবাস্তব ঠেকে পরিকল্পনাটা।

"আসলেও পারবে তো? পুলিশ যদি তোমাকে গ্রেফতার করে, তাহলে আমি কিন্তু পাগল হয়ে যাব।"

"এমনভাবে সবকিছু করবো যে ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। নাহলে এত বড়ো ঝুঁকি নিই নাকি?"

বিছানায় বসে নাওকোর হাতটা নিজের হাতে নেয় নাকাসে। চোখ বন্ধ করে ফেলে ও। বারবার প্রার্থনা করতে থাকে যেন সবকিছু পরিকল্পনামাফিক হয়। নতুবা মৃত্যুর জন্যে তৈরি থাকতে হবে ওকে।

এর কিছুদিন পরেই তাকামাসার কাছ থেকে এমন একটা কথা শোনে নাওকো, যেটা ওদের সংকল্পকে আরো দৃঢ় করে। তাকামাসার কিয়োটোয় বদলি হয়েছে।

"আসলে আরো আগেই আবেদন করেছিলাম আমি, এখন গৃহীত হয়েছে। আগামী মাসের শুরুতেই চলে যাব আমি। ওখানে ভালো একটা বাসা খুঁজে তোমাকে নিয়ে যাব। ততদিনে এখানে সবার কাছ থেকে বিদায় নিবে। বুঝতে পেরেছ?"

বরাবরের মতোই এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ওকে কিছু বলেনি তাকামাসা। নাওকো বলতে চায় যে হঠাৎ এই জায়গাবদলের সিদ্ধান্তে ওর মত নেই। কিন্তু তখন তাকামাসা যদি জিজ্ঞেস করে কেন কিয়োটোতে যাবে না ও, বলার মতো কিছু খুঁজে পাবে না।

"কিয়োটোতে বদলির কথা কেন বললে? এমন তো নয় যে সেখানে গিয়ে বাড়তি কোনো সুবিধা পাবে।" নিজের অবস্থান যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করার জন্যে বলে নাওকো।

"ওখান থেকে বাড়ি কাছে। এটা আবার বলে দিতে হবে নাকি?" অধৈর্য স্বরে বলে তাকামাসা।

নাওকোর মনে হয় ও বুঝি আবার সেই অন্ধকার কুঠুরিতে তলিয়ে যাচ্ছে। ফুকুইয়ের কথা বোঝাচ্ছে তাকামাসা। ও আগেই আঁচ করেছিল যে এক সময় ওখানে গিয়ে থাকার ইচ্ছা তার।

"তাহলে এই বাড়িটা কিনলে কেন?"

"সেটা ব্যাপার না।"

"কী ব্যাপার না...?"

"কাযুমাসা কিছুদিনের মধ্যেই টোকিও আসবে। আমাদের কথা হয়েছে। ও থাকবে এখানে।"

"কিন্তু..."

নাওকোর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল, সেটাও ধুলোয় মিশে যায় সেদিনের পর। বুঝতে পারে যে তাকামাসার কাছে ও একটা ভোগের সামগ্রী মাত্র।

কিয়োটোতে যাওয়ার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে নাকাসে।

"যত দ্রুত সম্ভব কাজটা সেরে ফেলতে হবে। তুমি কি কোথাও যেতে পারবে এর মধ্যে?" সেই হোটেল রুমে বসে বলে নাকাসে।

"আমি তাকামাসাকে জানিয়েছি মা'র শরীর বেশ খারাপ। এই আভাসও দিয়েছি যে তার খেয়াল রাখতে বাড়ি যেতে পারি।"

"তাহলে যত দ্রুত সম্ভব ওখানে চলে যাও। সেই অনুযায়ী আমি প্রস্তুতি নিব।"

"তুমি কি আসলেও কাজটা করবে?"

"আসলেও মানে? কী বলছো এখন এসব?" নাওকো'কে জড়িয়ে ধরে নাকাসে। "এখন যদি কিছু না করি, তাহলে আর কখনো দেখা হবে না আমাদের। কিয়োটোতে চলে গেলে এসবের এখানেই ইতি। সেটা চাও তুমি?"

মাথা ঝাঁকায় নাওকো। নাকাসে'কে আর কখনো দেখতে পাবে না, এই ভাবনাটা মাথায় আসলেই কান্না পায় ওর। তাকামাসার ইচ্ছেদাসীও হয়ে থাকা সম্ভব না আর।

সেদিনের পর ফোনে ফোনে কথা বলে পরিকল্পনাটা চূড়ান্ত করে ওরা। নাওকো তাকামাসাকে জানায় যে ও ২০ তারিখ, শনিবারে বাড়ি যেতে চায়। তাকামাসা মানা করে না, তবে বলে দেয় যে সোমবারের মধ্যে ফিরতে হবে।

বইঘর.নেট

"তাহলে তো পার্কিংয়ে হঠাৎ আক্রমনের পরিকল্পনাটা কাজে লাগবে না। শনি আর রবিবার বন্ধ থাকে তোমার স্বামীর অফিস। সেক্ষেত্রে বাসাতেই করতে হবে কাজটা।"

কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর সে সিদ্ধান্ত নেয় গভীর রাতে তাকামাসা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর বাসায় ঢুকে তাকে হত্যা করবে। "তোমাদের বাসায় ঢোকা কঠিন হবে না। তাকামাসা যতই জুডো-ক্যারাটে জানুক, ঘুমন্ত অবস্থায় সেটা কোনো কাজে আসবে না। তুমি তো বললে ইদানীং ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমায় সে। তাহলে বলা যায় সেই রাতের ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙবে না তার।"

"কিন্তু তুমি রাতে বাসা থেকে কী বলে বের হবে?"

"বাসায় জানাবো অফিসের কাজে বাইরে থাকতে হবে সেদিন। আমি কোথায় যাচ্ছি, না যাচ্ছি, সেই ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই আমার স্ত্রী'র। সুতরাং, সমস্যা হবে না।"

কিন্তু এই পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন আনতে হয় কারণ নাওকো যতদিন শিযুওকাতে থাকবে, তাকামাসা ততদিন ফুকুই'তে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

"কিয়োটো যাওয়ার আগে একবার বাসাতেও চেহারা দেখিয়ে আসি," আঠারো তারিখ সন্ধ্যায় বলে সে।

উনিশ তারিখে নাওকো নাকাসে'কে ফোন দিয়ে পরিস্থিতি খুলে বলে। সে-ও অবাক হয় কথাটা শুনে।

"তাহলে তো কোনোভাবেই কিছু করা যাচ্ছে না," দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নাকাসে।

"হ্যাঁ। কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন বারবার? তাহলে কি ঈশ্বর আমাদের কাজটা করা থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছেন?"

"এখনই হতাশ হলে চলবে না। কোনো না কোনো উপায় তো আছেই। যাইহোক, এই সুযোগ হাতছাড়া হলে সব শেষ হয়ে যাবে।"

কিছু একটা ভেবে বের করবে বলে ফোন কেটে দেয় নাকাসে। এক ঘণ্টা পর, আবারও কল দেয় সে।

"পরিকল্পনাটা একটু জটিল, কিন্তু ভালো," নাওকোর উদ্দেশ্যে বলে সে। "ঠান্ডা মাথায় আমার কথা শোনো।"

নাকাসে যে পরিকল্পনার কথা বলে, সেটা আসলেও বেশ জটিল ছিল। নাওকো'কে পুরোটা মনে রাখার জন্যে সব লিখে রাখতে হয়।

৭

তাকামাসার মৃত্যুর বারো দিন পর নাওকোর জীবনে আবারও উদয় হয় কাগা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কাপড় নেড়ে দেয়ার সময় তাকে আসতে দেখে ও। মনে হয় যেন কালো একটা ছায়া ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে ওর দিকে।

পথে বাচ্চা একটা ছেলের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে কাগা। ছেলেটা হচ্ছে কোহেই আবে। কিনুর ছেলে। নাওকোর ছেলেটাকে একদমই পছন্দ না। অনুমতির তোয়াক্কা না করে মানুষের বাগানে ঢুকে পড়ার বদভ্যাস কোহেইয়ের।

নাওকো কেবল নিচতলায় পা দিয়েছে এমন সময় বেজে ওঠে কলিংবেল। ইন্টারকমে কিছু জিজ্ঞেস না করে সরাসরি দরজা খুলে দেয় ও।

"জানি আপনার পছন্দ হবে না, তবুও কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমি," কাগার কণ্ঠে ইতস্তত ভাব।

"ভেতরে আসুন," হাত নেড়ে বলে নাওকো। বিস্ময় ফোটে কাগার চেহারায়।

তাকে লিভিং রুমে নিয়ে এসে বসায় ও। এই সোফাতেই এক সময় মুখোমুখি বসেছিল নাওকো আর নাকাসে।

"আপনার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গিয়েছলাম আমি," বলে কাগা। "আপনার সাথে যার শিযুওকাতে যাওয়ার কথা ছিল।"

"ওহ," মাথা নাড়ে নাওকো। "ওকে আবারও সরি বলতে হবে। ব্যস্ততার কারণে কথাই হয়নি। কিছু বলেছে ও?"

"আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। আবারও আগের অবস্থায় দেখতে চান।"

"তাই? আসলে সেদিন ওকেও সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলাম।"

"আপনি তো বোধহয় দুর্ঘটনার আগের দিন তাকে শিযুওকাতে যাওয়ার প্রস্তাব দেন, না?" কাগা জিজ্ঞেস করে। "জানালেন, আপনার হঠাৎ প্রস্তাবে অবাক হয়েছিলেন সেদিন। তবে বিবাহিত না হওয়ায়, হুট করে কোথাও যাওয়ার সময় কারও অনুমতির ধার ধারতে হয় না তার, এটাও বলেছেন।"

বইঘর.নেট

নাওকোর বান্ধবী এভাবেই কথা বলে। তার চেহারাটা ভেসে উঠলো ওর মনের পর্দায়।

"ওভাবে হুট করে তাকে শিযুওকা যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন কেন?" এবারে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে কাগা।

"হুট করেই মনে হয়েছিল, তাই। তাছাড়া, একা একা অতদূর যেতে ভালোও লাগত না।"

"তাহলে আপনিই শিযুওকা যাওয়ার কথা তুলেছিলেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ। ভুলে গেছিলাম।"

"আপনি তাকে বারবার করে বলে দেন যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দেখা করবেন। বৃষ্টির দিনে তো সবাই স্টেশনেই দেখা করে, টিকেট গেটের কাছে।"

"ওখানে বেশি ভিড় থাকে। খুঁজে পাওয়া যায় না কাউকে।"

"আসলেও কি তাই?" নাওকোর চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায় কাগা।

"নতুবা কী? আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?" নাওকো জানে যে এখন রেগে গেলে হেরে যেতে হবে, তবুও নিজেকে শান্ত রাখতে পারল না।

সোজা হয়ে বসে কাগা।

"ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিধায় আপনার বান্ধবীও দুর্ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেন।"

"উফ..." মুখের উপরে চলে আসা চুল সরিয়ে বলে নাওকো। "এরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য যেন কাউকে কখনো না দেখতে হয়।"

পকেট থেকে এসময় নোটবুকটা বের করে কাগা।

"ভিক্টিম তার গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময় একটা ট্রাক এসে চাপা দেয় তাকে। শরীরের ঊর্ধ্বভাগের অবস্থা ছিল সবচেয়ে সঙ্গিন-"

"থামুন! প্লিজ থামুন!" হাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরে নাওকো। সেই দৃশ্যের কথা আবারও মনে করতে চায় না ও।

নোটবুকটা বন্ধ করে কাগা।

"কেসের তদন্ত কর্মকর্তার জমা দেয়া রিপোর্টটা দেখেছি। ভিক্টিমের চেহারা নাকি চেনাই যাচ্ছিল না দুর্ঘটনার পর। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে এবং পরিবারের এক সদস্যের ভাষ্য অনুযায়ী তার পরিচয় সনাক্ত করা হয়। আপনার কথা বলা হয়েছে এখানে, তাই না?"

"এসব বলছেন কেন?"

"শেষকৃত্যে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের কাছে শুনেছি কফিন বন্ধ রাখা হয়েছিল সেদিন। এমনিতে সাধারণত কফিনের ঢাকনা খোলা থাকে; চিরবিদায়ের সময় যেন শেষবারের মতো মানুষটাকে দেখতে পারে কাছের লোকেরা, সেই লক্ষ্যেই কাজটা করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিক্টিমের চেহারা কাউকে দেখানোর মতো অবস্থায় ছিল না।"

"জ্বি।"

সামনে ঝুঁকে টেবিলে হাত রাখে কাগা।

"আপনি কি এবারে আমার একটা থিওরি শুনবেন? যদি আপনার মনে হয় যে আমি আজগুবি কথা বলছি, তাহলে পুরোটা শোনার দরকার নেই।"

"যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমি একটু দোকানে যাব।"

"ইংরেজি অক্ষর তো চেনেন নিশ্চয়ই আপনি? আমরা ধরে নেই 'এ' নামের একজন নারী 'বি' নামের এক পুরুষকে হত্যার ফন্দি আঁটে। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত তা পরিষ্কার নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'এ' পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চায় না, তাই হন্য হয়ে উপায় খুঁজতে থাকে। এসময় 'সি' নামের একজন পুরুষকে সে রাজি করায় নিজেকে সাহায্য করার ব্যাপারে। সেটা কীভাবে? 'সি' কে 'বি' এর মতো কাপড় পরিয়ে এমন একজনের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, যে 'বি' কে ভালোভাবে চেনে না । সেই মুহূর্ত থেকে লাশটা খুঁজে পাওয়া অব্ধি 'এ'-এর অবশ্যই একটা পোক্ত অ্যালিবাই থাকতে হবে। সেজন্যে সে এক বান্ধবীর সাথে কয়েক দিনের জন্যে টোকিওর বাইরে থেকে ঘুরে আসার পরিকল্পনা করে।"

"দাঁড়ান..."

"এই পরিকল্পনা ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল। কিন্তু এসময় হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়। 'বি' এর ছদ্মবেশে থাকার সময় দুর্ঘটনায় মারা যায় 'সি'। কিছুক্ষণের জন্যে 'এ' ভেবে পায় না যে কী করবে, কিন্তু তার ভাগ্য ভালো যে দুর্ঘটনার পর 'সি' এর চেহারা চেনার উপায় থাকে না। 'এ' কর্তৃপক্ষকে জানায় যে মৃতদেহটা 'বি'-এর। কিছুদিন পর 'সি' এর মৃতদেহ 'বি' এর মৃতদেহ হিসেবে দাহ করা হয়।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন যে কফিনে সেদিন নাকাসে ছিল?"

"এখনও চূড়ান্ত প্রমাণ হাতে আসেনি," কাগা শান্তকণ্ঠে বলে। "তবে যে ট্রাকের কারণে দুর্ঘটনা হয়েছিল, সেটার বডিতে ভিক্টিমের রক্ত লেগে ছিল। আপনার স্বামীর একটা চুলও যদি পাওয়া যায়, তাহলে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিটা বের হয়ে আসবে।"

বইঘর.নেট

"কিন্তু ও তো আর নেই। আর আমাদের বাসা বিগত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার পরিষ্কার করেছি আমি।"

"সেটা কোনো সমস্যাই না। অফিসে আপনার স্বামী একটা ক্যাপ ব্যবহার করতেন। সেখানে বেশ কয়েকটা চুল পাওয়া গেছে।"

"তাহলে আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে একটা গ্লাসে পানি ঢেলে নিয়ে ঢকঢক করে পুরোটা গিলে ফেলল নাওকো। এত খারাপ লাগছে যে দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে।

৮

"আমি তাহলে আজ আসি," নাওকো লিভিং রুমে ফেরার পর বলে কাগা। "বাকিটা বিজ্ঞানের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

নাওকো কিছু বললো না, আসলে বলার মতো কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না।

"আরে, এখানে ভিজল কী করে?" শার্টের ডান হাতার দিকে তাকিয়ে বলে কাগা। কব্জির উপরে কিছুটা অংশ আসলেও ভেজা তার।

রুমাল বের করে ছাদের দিকে তাকালো। নাওকো-ও একই কাজ করলো।

চমকে উঠলো সাথে সাথে।

কাগা যেখানে বসে আছে, তার ঠিক উপরে সিলিংয়ের কিছুটা জায়গা জুড়ে পানি।

"অদ্ভুত, এখন তো বৃষ্টি পড়ছে না। আর এত নতুন বাড়িতে লিকও হবার কথা না।"

"উপরতলায় একটা ফুলদানি পড়ে গেছে আমার হাতে লেগে," নাওকো সাথে সাথে বলে। "অনেক পানি ছিল ওটায়। সেখান থেকেই পানি চুইয়ে পড়ছে মনে হয়।"

"তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিন, নাহলে আরও খারাপ হবে অবস্থা। আমি কোনোভাবে কাজে আসতে পারি?"

"নাহ, আমি পারব।"

"ঠিক আছে। তাহলে আমি উঠছি," বলে দরজার দিকে হেঁটে গেল কাগা।

ডিটেকটিভ বাইরে পা রাখা মাত্র দরজা আটকে দিল নাওকো। শ্বাস চেপে রেখেছিল এতক্ষণ ধরে। পেশাদার গোয়েন্দারা আসলেও ভয়ঙ্কর, ভাবে ও। সাধারণ মানুষের মিথ্যে ধরে ফেলতে তাদের বেগ পেতে হয় না।

কাগা কেবলই যা বলে গেল, নাকাসের পরিকল্পনা মোটামুটি সেরকমই ছিল। তবে পার্থক্য হচ্ছে, নাওকো নয়, তাকামাসাকে আসলে নাকাসেই খুন

বইঘর.নেট

করতে চেয়েছে। ওর সম্পৃক্ততা ছিল একদম শেষ ধাপে। কারণ সেই কাজটা করতে দু'জনের দরকার। আর কোনো গোলমাল হলে একা সামাল দেয়া সম্ভব হতো না নাকাসের পক্ষে।

"একমাত্র শনিবারেই কাজটা করা সম্ভব। তবে সেজন্যে তুমি রওনা দেয়ার পর বাইরের কাউকে তোমার স্বামীকে জীবিত অবস্থায় দেখতে হবে," ফোনে বলে নাকাসে।

"আমি চলে যাওয়ার পর তো ও সাথে সাথে ফুকুই রওনা হয়ে যাবে। মারার সুযোগ পাবে না তুমি।"

"আসলে," গলা খাদে নামিয়ে বলে নাকাসে। "তুমি যাওয়ার আগেই কাজটা করবো।"

"মানে?"

"মনোযোগ দিয়ে শোনো-"

নাকাসের পরিকল্পনাটা ছিল এরকম–শনিবার সন্ধ্যায় নাওকো সুযোগ বুঝে তাকামাসাকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবে। সে ঘুমিয়ে পড়লে নাকাসে'কে ফোন করে জানাবে। এরপর নাওকো প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাবে। সেই সুযোগে নাকাসে ভেতরে ঢুকে তাকামাসা'কে হত্যা করবে। এরপর তাকামাসার পোশাক পরে নাওকো'কে পৌঁছে দিয়ে আসবে স্টেশনে। সেখানে কেউ একজন অপেক্ষা করে থাকবে ওর জন্যে। তবে সেই একজন এমন কেউ হতে হবে যে তাকামাসা'কে ভালোভাবে চেনে না। তার মনে হবে যে নাওকো'কে ওর স্বামী স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে।

"কাজ হবে তো?" ফোনে কয়েকবার জিজ্ঞেস করে নাওকো। কিন্তু ও নিজে ভালো করেই জানত যে এই প্রশ্নের জবাব আগেভাগে নিশ্চিত হয়ে দেয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে।

"অবশ্যই হবে," ওকে সাহস জোগানোর জন্যে বলে নাকাসে। পক্ষান্তরে সে হয়তো নিজেকেও সাহস দিচ্ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসাবে গোলমাল হয়ে যায়।

* * *

দৌড়ে উপরে উঠে করিডোর পার হয়ে বেডরুমে প্রবেশ করে নাওকো।

কিন্তু ভেতরে সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হলো ওর কাছে। মেঝেতে কোথাও কোনো পানি নেই। কিন্তু নিচতলায় যেহেতু পানি চুইয়ে পড়ছে, এর পেছনে একটা কারণই থাকতে পারে।

বিছানার কাছে গিয়ে কম্বল, বালিশ আর ম্যাট্রেস সরিয়ে ফেলল।

বইঘর/স্নৌপি

হিম শীতল বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল গালে।

ম্যাট্রেসের নিচে একটা অংশ কাঠের ফ্রেম দিয়ে আলাদা করা। এই জায়গাটুকুই নাওকোর আগ্রহের লক্ষ্য বিন্দু।

সময় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল সব ঠিক আছে কিনা। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো যে এখান থেকে কোনো পানি চুইয়ে পড়েনি।

"অদ্ভুত তো," আপনমনে বলে নাওকো।

"এখানেই লুকিয়েছেন তাহলে?" করিডোর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে এসময়।

চমকে পেছনে ফিরে কাগাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও। ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসে ডিটেকটিভ। দৃষ্টিতে করুণার ছাপ।

নাওকোর পা দু'টো যেন কেউ আঠা দিয়ে মেঝের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে। ডিটেকটিভ ভেতরে এলো কী করে? কেবলই না বেরিয়ে গেল?–এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো যে এতে কিছু যায় আসে না। এক সময় না এক সময় ধরা পড়তেই হতো।

"লিভিং রুমের জানালা খুলে ঢুকেছি," বলে কাগা।

অর্থাৎ তখন কেবল চলে যাওয়ার অভিনয় করেছিল সে।

"সিলিংয়ে পানি..."

"এখান থেকে এসেছে," ডান হাতে ধরা জিনিসটা দেখায় কাগা।

একটা প্লাস্টিকের তৈরি ওয়াটার গান। কোহেই আবের জিনিসটা চিনতে অসুবিধা হলো না নাওকোর।

"আপনি ভেতরে আসার পর আমিই ভিজিয়েছি সিলিংটা। আমার উদ্দেশ্যে ছিল আপনি যেন নিজ থেকেই এখানে এসে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখেন। এই কাজের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে সার্চ ওয়ারেন্ট এনে জোর প্রয়োগ করে ঢোকার ইচ্ছা ছিল না বলেই এমনটা করেছি," বাউ করে বলে কাগা।

"আপনার কেন মনে হলো আমি এখানেই..."

"কারণ এছাড়া আর কোনো জায়গা নেই। বিছানার নিচে ছাড়া অন্য কোথাও বরফ দিয়ে লাশ লুকানো সম্ভব নয় আপনার পক্ষে। বিশেষ করে বছরের এই সময়ে; জানালা যখন সবসময় খোলা থাকে। তাই রুমের ভেতরটাও বেশ ঠান্ডা। ঠিক বলেছি?"

"আপনি কি শুরু থেকেই নিশ্চিত ছিলেন যে এই বাসাতে একটা মৃতদেহ রাখা আছে?"

“হিসেবটা কঠিন নয়। দু'জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছে, এর মধ্যে একজনের মৃতদেহ দাহ করেছেন আপনি, তাহলে অন্যজন কোথায় গেল?”

“আসলেই? এত সহজে বুঝে গেলেন?” মেঝের উপরে বসে পড়লো নাওকো।

কিন্তু এই সহজ হিসেবেই যে ভুল করে ফেলেছেন, মনে মনে বললো।

“আপনার প্রতিবেশী মহিলার একটা কথা থেকে চিন্তাটা মাথায় আসে আমার।”

“মিসেস আবের কথা?”

“উনি শেষকৃত্যের পরদিন আপনাদের বাসায় এসে দেখেন রান্নাঘরে সব ফ্রোজেন ফুড বাইরে বের করে রাখা। মিসেস আবে ভেবেছিলেন আপনি শুধু ফ্রোজেন ফুডের উপরেই বেঁচে আছেন। তখন আমি ভেবেছিলাম লাশ টুকরো টুকরো করে ফ্রিজে ঢোকানো হয়েছে কিনা।”

“সেটা কী করে সম্ভব?” কথাটা শুনেই গা গুলিয়ে উঠলো নাওকোর।

“কিন্তু কাজটা আপনার একার পক্ষে করা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া লাশটা যত দক্ষভাবেই কাটা হোক না কেন, ফ্রিজে আটবে না। তখন অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোর ব্যাপারে ভাবতে শুরু করি। আপনাদের বাসার কাছেই অনেকগুলো ফার্মেসি। সেগুলোতে আপনার ছবি দেখাই-”

কাগার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নাওকো।

“আমাকে মনে রেখেছে কেউ?”

“অনেকেই মনে রেখেছে,” কাগা বলে। “খুব বেশি মানুষ তো একসাথে বরফের পাঁচটা বড়ো ব্যাগ কেনে না।”

“ওহ হ্যাঁ,” দুর্বল হাসি ফোটে নাওকোর মুখে। “আমার আসলে আরো কয়েকটা ফার্মেসিতে যাওয়া উচিৎ ছিল...”

“কনভেনিয়েন্স স্টোরগুলোতেও খোঁজ নেই। স্টেশনের সামনে যে স্টোরটা আছে, সেটার একজন কর্মী জানায় আপনি প্রায় প্রতিদিন বরফ কিনতে যান সেখানে। এরপর পাশের ফুলের দোকান থেকে ফুল কিনে বাসায় ফেরেন। এটা আপনার প্রাত্যাহিক রুটিন।”

“প্রচুর বরফ দরকার হয় আসলে...”

“কফিনটা দেখতে পারি আমি?”

“দেখুন,” বলে বিছানা থেকে পেছনে সরে যায় নাওকো। “প্লিজ।”

কাগা বিছানার দিকে পা বাড়ায়। কোথাও যেন আঙুলের ছাপ না লেগে যায়, এজন্যে আগেই গ্লাভস পরে নিয়েছে হাতে।

তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে নাওকো। প্রথমে অবিশ্বাস, পরে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে ওঠে ডিটেকটিভের চোখেমুখে।

"উনি তো..."

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলে নাওকো। "আপনার হিসাবের সাথে মেলেনি, তাই না?"

"এসব কী?"

"হিসেবের ভুল। একদম শুরু থেকে," চোখ নামিয়ে নেয় নাওকো।

বিছানার নিচে কফিনের মতো জায়গাটায় আসলে সাকাগামি নয়, ইউকিনোবু নাকাসে'কে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

৯

২০ তারিখ সন্ধ্যায় প্রতিবেশী কিনু আবের সাথে দেখা করার পর বাড়ি ফেরে নাওকো। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ততক্ষণে তাকামাসা'কে হত্যা করে ওর জন্যে অপেক্ষা করার কথা নাকাসের।

কিন্তু গেটের কাছে তাকামাসা'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নাওকো। তার দুই হাতে ওর মালপত্র।

"তাড়াতাড়ি না করলে কিন্তু ট্রেন ছুটে যাবে। তোমার বান্ধবী তো বোধহয় অপেক্ষা করছে স্টেশনে, নাকি?" এটুকু বলে পায়ে জুতো গলিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে তাকামাসা।

কী ঘটেছে সেটা ঠাওর করতে না পেরে স্বামীর পেছন পেছন হেঁটে এসে গাড়িতে ওঠে নাওকো।

পরিকল্পনা বোধহয় বদলেছে নাকাসে। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে, সেজন্যেই এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, ভাবে নাওকো। অবশেষে শান্ত হয়ে আসে ওর মন। আসলে তাকামাসা'কে খুনের পুরোপুরি পক্ষপাতী ছিল না ও কখনোই। নাকাসের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা ছিল মনে। যা হয়েছে, ভালোর জন্যেই হয়েছে, নিজেকে বোঝায় নাওকো।

শিযুওকাতে ফিরে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবে বলে ঠিক করে।

যাওয়ার পথে তাকামাসা প্রায় পুরোটা পথই চুপ করে থাকে। নাওকো ধরে নেয় ও মা'র বাড়ি যাচ্ছে বলেই মেজাজ খারাপ তার।

তবে স্টেশনে পৌঁছানোর আগ মুহূর্তে মুখ খোলে তাকামাসা।

"নাওকো," নিচু স্বরে বলে সে।

কণ্ঠটা শোনামাত্র প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় নাওকো। ওর মনে হতে থাকে যে খুব খারাপ কিছু বলবে তাকামাসা।

"আমাকে খাটো করে দেখো না। তুমি বাড়িতে কী করেছিলে, তা জানি আমি।"

"মানে?"

"শিযুওকা থেকে ফেরো, তখন বলবো। ভুলটা কিন্তু তোমাদেরই হয়েছে।"

তাকামাসার মুখে 'তোমাদের' শব্দটা শুনে ছ্যাঁৎ করে ওঠে নাওকোর বুক। অর্থাৎ সে ওদের সম্পর্কের ব্যাপারে জানে। নাকাসের জন্যে দুশ্চিন্তা হতে থাকে ওর।

কিন্তু স্বামীকে তার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। এই সময় স্টেশনে পৌঁছে যায় গাড়ি।

দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে নাওকোর মালপত্র নামিয়ে দেয় তাকামাসা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাবে, ঠিক তখন বড়ো একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দেয় তাকে।

নাওকো প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না যে কী ঘটেছে। কিছুক্ষণ আগেও যে গাড়িটায় বসে ছিল ও, এখন সেটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

হৈ হল্লা, চারদিকে লোকের দৌড়াদৌড়ি, রক্ত। নাওকোর মনে হয় ও বুঝি পানির তলায় চলে গেছে অকস্মাৎ।

পরবর্তীতে যতবার তখনকার কথা মনে করতে চেয়েছে, জট পাকিয়ে গেছে সবকিছু। পুলিশ ওকে কী জিজ্ঞেস করেছিল তখন, সেটাও বলতে পারবে না। অনেক কষ্টে এটুকু মনে করে যে বাসায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওর সাথেই ছিল শিযুওকা যেতে রাজি হওয়া সেই বান্ধবী।

এরপরের ঘটনা অবশ্য পরিষ্কার মনে আছে। বিধ্বস্ত শরীর আর মন নিয়ে বেডরুমে ঢুকে বাতি জ্বালতেই চমকে ওঠে নাওকো।

নাকাসের নিথর দেহটা পড়ে ছিল মেঝেতে। তবু দৌড়ে গিয়ে বারবার তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে ও, সেই সাথে মনে মনে প্রার্থনা করে যেন চোখ খোলে প্রিয় মানুষটা। কিন্তু মৃত মানুষেরা কখনো ফিরে আসে না।

সব পরিষ্কার হয়ে যায় নাওকোর কাছে। নাকাসে'কে তাকামাসাই হত্যা করেছে। সেদিন সন্ধ্যায় ঘুমের ঔষধ খায়নি সে, অভিনয় করেছিল মাত্র। নাকাসে আর নাওকো'র পরিকল্পনা সম্পর্কে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল বিধায় ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিল।

তবে নাকাসে'কে হত্যা করার ইচ্ছা তার শুরু থেকেই ছিল কিনা, এই বিষয়ে এখন সন্দিহান নাওকো। প্রথমবার যখন নাকাসে'র মৃতদেহটা দেখেছিল, তখন ধরেই নেয় যে হত্যার উদ্দেশ্যেই তাকে আক্রমন করে তাকামাসা। কিন্তু ইদানীং ওর মনে হয় লোকটা হয়তো নাকাসে'কে ভয় দেখাতে চেয়েছিল যেন এ আর তার স্ত্রী'র ধারেকাছে না আসে। এরকম ধারণ

মূল কারণ, নাকাসে'র শরীরে কোনো দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন ছিল না। খুব ভালোমতো খেয়াল করলে বোঝা যায় গলার বামপাশে কিছুটা জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধেছে। জুডোয় পারদর্শী তাকামাসা হয়তো সেখানে আঘাত করে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল নাকাসে'কে। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে বেশি শক্তি প্রয়োগ করে ফেলেছে।

"ভুলটা কিন্তু তোমাদেরই হয়েছে," তাকামাসার কণ্ঠস্বর যেন আবারও শুনতে পেল নাওকো। ভুলক্রমে নাকাসে'কে মেরে ফেলার কারণেই কি কথাটা বলেছিল সে?

সত্যটা জানার আর কোনো উপায় নেই।

তবে এটা পরিষ্কার যে নাওকো আর নাকাসে'র পরিকল্পনার ব্যাপারে আগে থেকেই জানত তাকামাসা। টেবিলের ড্রয়ার থেকে তার জিনিসপত্র সব বের করার সময় নাওকো একটা ক্যাসেট টেপ খুঁজে পায় যেটায় ওর আর নাকাসে'র টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড করা ছিল। খুব সম্ভবত ওর অগোচরে টেলিফোনে বাগ বসিয়েছিল তাকামাসা। অর্থাৎ, নাকাসের সাথে ওর 'গোপন' সম্পর্কটা আর গোপন থাকেনি তার কাছে। মূলত বাগটার কারণেই সে জানতে পারে যে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

তাকামাসা ওকে জানায় যে শনিবার রাতে ফুকুই যাবে সে। ওদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়ার লক্ষ্যেই কথাটা বলে সে। কিন্তু নাওকো যাওয়ার আগেই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার নতুন পরিকল্পনা আঁটে নাকাসে।

"মি. নাকাসে'র স্ত্রী'কে তাহলে আপনার স্বামীই ফোন দিয়েছিলেন?" নাওকোর বক্তব্য পুরোটা শোনার পর বলে কাগা। "আপনাদের দু'জনকে আলাদা করাই ছিল তার লক্ষ্য।"

"কিন্তু ও কবে জানতে পারে আমাদের ব্যাপারে?" নাওকো বলে। আসলে প্রশ্নটা কাগার কাছে নয়, বরং নিজেই নিজেকে করেছে ও।

"পুরুষ নানারকম হয়। এমন অনেকেই আছে যারা সর্বক্ষণ স্ত্রী'র সাথে রুক্ষ আচরণ করে, কর্তৃত্ব ফলাতে চায়, কিন্তু গুরুতর সময়ে কিছু বলতে পারে না। আপনার স্বামীও তেমনই ছিলেন।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন যে ও আমাকে ভালোবাসতো?"

"জ্বি," কাগা মাথা নেড়ে বলে। "আমার তেমনটাই মনে হয়। সেজন্যেই নাকাসে'কে হত্যার পর উনি আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেন। এরপর মি. নাকাসের মৃতদেহটা লুকানোর ব্যবস্থা করতেন। যদি আপনাকে উনি না ভালোবাসতেন, তাহলে সেই কাজেও আপনাকে সাহায্য করার নির্দেশ দিতেন।"

চোখ নামিয়ে নেয় নাওকো। হয়তো ব্যাপারটা এমন ছিল, হয়তো ছিল না। এই পর্যায়ে কিছু মাথায় ঢুকছে না ওর। তবে তাতে কিছু আর যায় আসে না।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই," কাগা বলে। "আপনি তো মি. নাকাসের মৃতদেহটা এভাবে সংরক্ষণ করছিলেন। কিন্তু আপনার পরিকল্পনাটা কী? নির্দিষ্ট একটা সময় পর কবর দিতেন? নাকি দাহ করতেন?"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?" নাওকো মৃদু হেসে বলে। "আমার একার পক্ষে এসব কিছু করা সম্ভব না।"

"তাহলে..."

"আমি নিজেও জানতাম না," জবাব দেয় ও। "ওকে প্রথমবার এখানে দেখার পরপরই মাথায় আসে যে কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। সেজন্যে খুব বেশি কিছু চিন্তা না করেই বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখি। সেই সময় মাথায় আসে যে পচে যেতে পারে লাশটা। তবে বাসায় ফেরার আগে ফিউনারেল হোমের লোকদের সাথে আলাপ হয় আমার, যারা জানায় শেষকৃত্যের আগের দিন পর্যন্ত ফ্রিজারে রাখা হবে তাকামাসার দেহ। সেখান থেকেই মাথায় আসে এখানে একই রকম কিছু করার। বিছানার নিচে চারপাশে স্টাইরোফোম লাগিয়ে ভেতরে বিশ ব্যাগ বরফ রাখি। বাকি বিশ ব্যাগ ফ্রিজে জমা করি। প্রতি রাতে ব্যাগগুলো পালটে দিতাম। কাজটা সহজ ছিল না। এটা জানি যে এভাবে খুব বেশিদিন চলতে পারে না, কিন্তু নিজেকে থামাতে পারিনি।" দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নাওকো। "সত্যি বলতে মি. কাগা, এখন আমি ভারমুক্ত।"

"আমি একটা ফোন করতে পারি এখান থেকে?"

ড্রেসিং টেবিলটা দেখিয়ে দেয় নাওকো। একটা কর্ডলেস ফোন রাখা সেখানে।

সেটা তুলে নিয়ে একটা নম্বরে ডায়াল করলো কাগা।

"হ্যালো, জ্বি স্যার, কাগা বলছি। যেমনটা ভেবেছিলাম, একটা মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি এই বাসায়। দ্রুত কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি ঠিকানাটা বলছি-"

ফোনে কাগার কথোপকথন শুনতে শুনতে নিজের বানানো বিশেষ কফিনটার দিকে তাকায় নাওকো।

ইউকিনোবু নাকাসে'কে যেমনটা পেয়েছিল, সেরকমই আছে সে এখনও। দেখে মনে হবে যেন শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। ডেইজি ফুল আর বরফের সমারোহ চারপাশে।

একটা ডেটে ওকে এই ফুলটা উপহার দেয় সে।

"ডেইজি ফুলের অর্থ হচ্ছে 'হৃদয়ের গহীনে লুকানো ভালোবাসা'।" কথাটা বলার সময় বাচ্চা ছেলেদের মতো লাল হয়ে যায় নাকাসের চেহারা।

হাত বাড়িয়ে তার পাথরের মতো শক্ত আর শীতল গালটা স্পর্শ করলো নাওকো।

"বিদায়।"

ওর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো নাকাসের গালে।

বন্ধুর উপদেশ

বইঘর.নেট

১

পোষা বিড়ালকে কেবলই খাবার খাওয়ানো শেষ করেছে ও, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো। মিনেকো কল দিয়েছে।

"ভিকিকে খাইয়েছ?" প্রথমেই বলে তামোতসু হাগিওয়ারা'র স্ত্রী।

"মাত্র খেল ও," তামোতসু জবাবে বলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিল এক ফাঁকে। সাতটার একটু বেশি বাজছে। "তোমার ওদিকে সব ঠিকঠাক চলছে?"

"হ্যাঁ, কালকে বিকেল নাগাদ বাসায় পৌঁছে যাব।"

"আচ্ছা। অনেক দিন পর দেখা হবে ওদের সাথে, আশা করি ভালো সময় কাটবে তোমার।"

"আজকে না কার সাথে দেখা করার কথা তোমার?"

"আমি ভাই কোনো ডিনার পার্টিতে যাচ্ছি না। পুরোনো এক বন্ধুর সাথে দেখা হবে।"

"আচ্ছা, কিন্তু বেশি দেরি করো না। অফিস নিয়ে তো অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলে গত কয়েকদিন ধরে। বিশ্রাম দরকার।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কর্ডলেস ফোনটা চেপে ধরলো তোমাতসু।

"আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। এখন রাখি, নাহলে দেরি হয়ে যাবে।"

"ওহ, আচ্ছা। যাইহোক, বেশি চাপ দিও না শরীরে। বের হওয়ার আগে ভিটামিন ট্যাবলেট আর ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্ক খেয়ে যেও।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

ফোন রেখে ডাইনিং চেয়ারে ঝোলানো কোটটা তুলে নিল তোমাতসু। শেষ মুহূর্তে বলা স্ত্রী'র কথা রাখার জন্যেই কাবার্ডের ড্রয়ার থেকে একটা ঔষধের কৌটা বের করে আনলো। ভেতরে অনেকগুলো সাদা ট্যাবলেট। ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট এগুলো।

দু'টো ট্যাবলেট হাতে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলো ও। কিন্তু পানি খাওয়ার জন্যে গ্লাস খুঁজতে গিয়ে জায়গামতো পেল না একটাও। শেষে উপায়ান্তর না

দেখে ব্র্যান্ডি খাওয়ার ব্যাকারাট ক্রিস্টাল গ্লাসটা বের করে আনলো ভিন্ন একটা তাক থেকে। ওয়াটার পিউরিফায়ার থেকে সোজাসুজি গ্লাসে পানি ঢেলে নিল। এক ঢোকে খেয়ে নিল ট্যাবলেট দু'টো। কিন্তু প্রতিবার যেমনটা হয়, এবারেও সেরকমই মনে হলো যে গলায় আটকে গেছে ওগুলো।

ফ্রিজ খুলে দরজার তাকে রাখা ছোটো একটা বোতল বের আনলো। ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্কের বোতল। প্রাইস ট্যাগ সাঁটানো ক্যাপটা খুলে ভেতরের তরলটুকু চালান করে দিল পেটে। অতিরিক্ত মিষ্টি একটা স্বাদ ছড়িয়ে পড়লো মুখের ভেতরে। এই স্বাদটাও পছন্দ নয় ওর। আরেক গ্লাস পানি খেয়ে নিল মুখ থেকে স্বাদটা দূর করতে।

মূল দরজার সামনেই ওদের শু কেবিনেট। সেখানে গিয়ে জুতা পরার সময় খেয়াল করলো কেবিনেটের উপরে ঝোলানো ছবিটা বদলে গেছে। গতকাল একটা গাড়ির ছবি ছিল ওখানে। আজকে একটা মাছ দেখা যাচ্ছে। তবে মাছটা যে কোন জাতের তা একমাত্র আঁকিয়ে-ই বলতে পারবে। নীল রঙের মাছ। ডান দিকে সাঁতরে যাচ্ছে সেটা। একটা বড়ো নৌকাও চলেছে ওদিকে। হয়তো তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা চলছে?

ডাইচি ওদের একমাত্র সন্তান। ছবি আঁকার খুব শখ ছেলেটার। কিন্ডারগার্টেনে সহপাঠীদের মধ্যে তার আঁকার হাত সবচেয়ে ভালো। তোমাতসুর শাশুড়ি একবার বলেছিল সে চায় ডাইচি বড়ো হয়ে চিত্রশিল্পী হবে। তবে ও এরকম কিছু আশা করে না। ছোটো থাকতে তোমাতসু নিজেও অনেক সুন্দর ছবি আঁকত। কিন্তু এখন ও যে কাজ করছে, সেটার সাথে ছবির আঁকার দূরদূরান্তে কোনো সম্পর্ক নেই।

ডাইচি আজকে তার নানা-নানির সাথে আছে। মিনেকোর হাইস্কুলে পুনর্মিলনী হচ্ছে, তাই ওখানে গেছে সে।

দরজায় তালা দিয়ে বাইরে বের হয়ে কারপোর্টে রাখা মার্সিডিজটায় উঠে পড়লো। দু'টো গাড়ি রাখা যায় এখানে। ফিয়াট গাড়িটা মিনেকো নিয়ে গেছে।

ইঞ্জিন চালু করে ইয়োকোহামার বাড়িটা থেকে বের হতে হতে ৭:২০ বেজে গেল। বন্ধুর সাথে আটটার সময় শিবুয়াতে দেখা করার কথা। কিছুটা দেরি হয়ে যাবে বোধহয়। রাস্তায় জ্যাম না থাকলেই হলো, ভাবে তোমাতসু।

গাড়ি নিয়ে কেবলই তোমেই এক্সপ্রেসওয়েতে উঠবে, এসময় ফোনটা বাজতে শুরু করলো ওর। অফিসের এক কর্মী ফোন দিয়েছে। আজ শুক্রবার, কিন্তু সরকারি ছুটি। তিন দিনের লম্বা উইকেন্ড পেয়েছে সবাই।

বইঘর.নেট

তবে তোমাতসুর কোম্পানিতে যারা চাকরি করে, তারা উইকেন্ডেই ছুটি পায় না, সরকারি ছুটির দিন তো দূরের কথা।

"সানরাইজ বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে ইতোমধ্যে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের লোকদের সাথে কথা বলেছি। আমাদের বেঁধে দেয়া সময়েই শেষ হবে কাজ।"

"আর বাজেট?"

"শুরুতে যা পরিকল্পনা করেছিলাম, সেটার চাইতে সাত শতাংশ বাড়বে খরচ।"

"ঠিক আছে, ওটা সমস্যা না। টেম্পোরারি পার্কিং লটটার কী হলো?"

"আরো দু'শো গাড়ির পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। নাগাসাকা সাহায্য করছে এই ব্যাপারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ঝামেলা হতে পারে। আমরা যদি পাঁচ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে জায়গা খুঁজি, তাহলে পাওয়া যেতে পারে।"

"চার মিনিটের দূরত্বে কিছু পাও কিনা দেখো।"

ফোনটা যতক্ষণে কাটলো, ততক্ষণে হাইওয়ের মুখের কাছে চলে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকায় ও। আসলেও দেরি হয়ে যাবে। রেস্তোরাঁটায় একবার কল দিয়ে বলে রাখলে ভালো হবে চিন্তা করে ফোনটা আবারও তুলে নিল।

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎই কেমন যেন দুর্বলতা গ্রাস করলো শরীর। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

কী হচ্ছে এসব, ভাবে তোমাতসু।

এক হাতে স্টিয়ারিং হুইলটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে ও। আরেক হাত দিয়ে ফোন টিপছে।

রেস্তোরাঁটা যেন কোথায়? শিনজুকুতে? নাহ, শিবুয়া।

মাথাটা দপদপ করছে তোমাতসুর, যে-কোনো সময় জ্ঞান হারাবে যেন। অসাড় হয়ে আসছে পুরো শরীর।

এরকমটা চলতে থাকলে বিপদে পড়ে যাব। মাঝ রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট করবে গাড়ি। এর চেয়ে একপাশে থামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া ভালো। সামনেই একটা সার্ভিস এরিয়া আছে। ইবিনাতে? নাহ, ইবিনা পেছনে ফেলে এসেছি।

এসময় হঠাৎই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল ও। ডাইচি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে ওর দিকে।

ডাইচি নয় ওটা! হলো কী আমার!
এখন তোমাতসুর মনে হচ্ছে ও বুঝি আকাশে উড়ছে।
ওহ, স্বপ্ন দেখছি তাহলে। এত জোরে জোরে পাখি ডাকছে কোথায়?

২

"তোমাকে কতবার বলবো! দরকার হলে ওয়েট্রেসের সংখ্যা কমাও। আমাদের আরো টেকনিক্যাল লোক দরকার। যারা এসব ব্যাপারে কথা বলতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখ। নিজের মাথাটা একটু খাটাও না! ওখানে যারা যায়, তারা কী দেখতে চায়? মিনিস্কার্ট পরা ওয়েট্রেস না নিশ্চয়ই? উনাদের বেশিরভাগেরই কম্পিউটার নিয়ে আগ্রহ, গেমস নিয়ে আগ্রহ। এসব বিষয়ে আলাপ করতে চায়। এমন লোক নাও যারা তাদের সাথে আলাপ করতে পারবে। বুঝতে পারছ তো কী বলছি?"

কলটা কেটে দিল তোমাতসু। হাসপাতালের কেবিনে আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল এতক্ষণ। বাম পাশে সাইড টেবিলে ল্যাপটপ রাখা। এক হাত দিয়ে সেটায় ইমেইল অ্যাড্রেসে লগইন করলো। চাইলেও দ্রুত করতে পারছে না কিছু, এজন্যে ভীষণ অস্থির লাগছে ভেতরে ভেতরে।

"এরকম শরীর নিয়ে কাজ না করলে হয় না?" মিনেকো বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলে। চেহারায় বিরক্তি তার। তোমাতসু স্ত্রী'র দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বুঝে গেল যে ভেতরে মেকআপ ঠিক করছিল সে।

"সেটা তো সম্ভব না। গত এক সপ্তাহে কিছু করিনি। এখন যে করেই হোক, সেসব সামাল দিতে হবে। আগামী দুই তিনদিন ঘুমাতে পারব বলে মনে হয় না। যতটুকু গুছিয়ে আনা যায় এর মধ্যে।"

"তাহলে তো সুস্থ হবে না।"

"চুপচাপ শুয়ে থাকলেই যদি ভাঙা হাড্ডি জোড়া লেগে যেত, তাহলে সেটাই করতাম," কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখ না তুলে বলে ও।

এবারে মিনেকো আর কিছু বললো না। তোমাতসু জানে যে ওর স্ত্রী কথাগুলো বলেছে কেবল দায়িত্ব পালনের খাতিরে, আর কিছু নয়।

এসময় দরজায় দু'বার কড়া নাড়ল কেউ। "এখন আবার কে এলো?" বলে দরজার দিকে এগোয় মিনেকো। "ওহ," দরজা খুলে বললো সে।

তোমাতসু দেখতে পাচ্ছে না যে কে এসেছে।

"মি. কাগা এসেছেন," মিনেকো বলে। পরক্ষণেই দেখা মিলল লম্বা ডিটেকটিভের।

"আরে," বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলে তোমাতসু। "আবার এসেছিস তুই!"

"কেন আমি এলে অসুবিধা হয় নাকি?"

"তুই বন্ধুর এত খোঁজখবর নিচ্ছিস, সেজন্যে অবাক হয়েছি। নারিমা থানার ডিটেকটিভদের কাজকর্ম খুব একটা থাকে না বোধহয়, নাকি?"

"আমাদের কাজ কম হওয়া তো সমাজের জন্যে ভালো। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আসলে এদিকে একটা কাজেই এসেছিলাম। ভাবলাম ঢুঁ মেরে যাই।"

"কী? এদিকে কাজ ছিল? তাহলে হাতের জিনিসটা আমার জন্যে আনিসনি?" কাগার হাতের দিকে দেখিয়ে বলে তোমাতসু। কনভিনিয়েন্স স্টোরের ছোটো একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে সে।

"নাহ, এটা আমার লাঞ্চ।"

"বাহ, চমৎকার। এই প্রথম কোনো ডিটেকটিভকে লাঞ্চবক্স নিয়ে সন্দেহভাজনের কাছে যেতে দেখছি। এমনটাই করা উচিত," হেসে বললো তোমাতসু। তবে হাসির কারণে বুকে আর পেটে ব্যথা করে উঠলো পরমুহূর্তে। পাঁজরের বেশ কয়েকটা হাড় ভেঙেছে ওর।

"মি. কাগা, আপনি চা-কফি কিছু খাবেন?" মিনেকো জানতে চায়।

"না, ধন্যবাদ," হাত নেড়ে বলে কাগা। "ম্যাডাম, আপনার যদি কোথাও যাওয়ার থাকে, তাহলে যেতে পারেন। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমি আছি বেশ কিছুক্ষণ।"

কাগার কথা শুনে চোখ পিটপিট করতে লাগলো মিনেকো। "ওহ, তাই? কিন্তু..." দ্বিধার ছাপ ফুটলো তার চেহারায়। স্বামীর দিকে তাকালো।

"সমস্যা নেই। কাগা তো বললোই থাকবে বেশ কিছুক্ষণ। তোমার বোধহয় কিছু কেনাকাটা আছে, নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"যাও। আমি ওকে রেখে দিচ্ছি তুমি না আসা পর্যন্ত। পুলিশে চাকরি করলেও আপাতত কোনো কেস নেই ওর হাতে। তাই থানায় না গেলেও চলবে।"

"আহ, এসব কেমন কথা! আপনি থাকছেন তাহলে?" কাগাকে জিজ্ঞেস করে মিনেকো।

"জ্বি।"

"সরি, আমি যত দ্রুত সম্ভব চলে আসবো," বলে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোট আর হারমেস ব্যাগটা তুলে নিল মিনেকো। "ল্যাপটপের দিকে

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থেকো না। ডাক্তার কিন্তু বলেছে এটা তোমার শরীরের জন্যে খারাপ।"

"আর বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি," কাগার উদ্দেশ্যে বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল মিনেকো।

এখন ভেতরে শুধু ওরা দু'জন। তবে চেয়ারে না বসে জানালার দিকে এগিয়ে গেল কাগা।

"পনেরোতলার উপর থেকে আসলেও সুন্দর লাগে সবকিছু। কেবিনটাও সুন্দর। আফসোস তোকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ।"

"হ্যাঁ, নড়ার কোনো উপায় নেই। সকাল থেকে পিছন দিকে চুলকাচ্ছে, কিন্তু চুলকাতে পারছি না ব্যান্ডেজের জন্যে। তুই বুঝবি না।"

তোমাতসুর কথা শুনে হেসে ওঠে কাগা। বেডের পাশে রাখা চেয়ারটায় এসে বসলো সে।

"তো, কী অবস্থা? এখন কেমন লাগছে?" এখন মুখে হাসির লেশমাত্র নেই তার।

"এখন তো একদমই নাড়াচাড়া করতে পারছি না। তবে আশা করি হাঁটতে পারব কিছুদিনের মধ্যে।"

"ডাক্তারের সাথে কথা হলো আমার। তোর ব্রেইনে কোথাও কোনো সমস্যা নেই।"

"যাক, শুনে স্বস্তি পেলাম। যদি ওখানে কিছু হতো, পেটে খাবার জুটতো না," বাম হাত দিয়ে কপালে টোকা মেরে বলে তোমাতসু।

তোমেই এক্সপ্রেসওয়ের সাইডওয়ালে ওর গাড়িটা আঘাত হানার প্রায় এক সপ্তাহ হতে চললো। ভাগ্য ভালো পেছনে কোনো গাড়ি ছিল না। তাই বেঁচে গেছে। পা, কোমর, বুক আর কাঁধে ডজনখানেক ফ্র্যাকচার হয়েছে। ডাক্তারের ভাষ্যমতে নিয়মিত ফিজিও থেরাপি নিলে এক সময় আগের মতো চলাফেরা করতে পারবে।

"এই সুযোগে নিজেকে একটু বিশ্রাম দে। সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে।"

"ভাই, তুইও অন্যদের মতো শুরু করলি," তিক্ত হেসে বলে তোমাতসু। "তবে তোর কথায় যুক্তি আছে, মানছি। অ্যাকসিডেন্টের পর কিছু বিষয় মাথায় ঢুকেছে আসলে। নিজের শরীর নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাস ছিল আমার। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ি।"

একথা শুনে কাগা কিছু বললো না, চোখ নামিয়ে নিল কিছুক্ষণের জন্যে। এরপর দরজার দিকে হেঁটে গেল সে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আবারো ফিরে এলো আগের জায়গায়।

"তো..." চেয়ারে বসে বলে কাগা। "সেদিন কী যেন বলতে চাইছিলি আমাকে?"

"ওহ," ইতস্তত করতে লাগল তোমাতসু। "না, ওরকম কিছু না।"

"কথা ঘুরাবি না।"

"আরে, ছোটোখাটো একটা বিষয়। তোকে বলেও কোনো লাভ নেই। সরি, তখন ডেকেছিলাম।"

"ছোটোখাটো একটা ব্যাপারে কথা বলার জন্যে না ঘুমিয়ে জোর করে গাড়ি চালিয়ে আসছিলি আমার সাথে দেখা করার জন্যে?"

"কী যে হয়ে গেল! বোধহয় একটু বেশিই ক্লান্ত ছিলাম সেদিন, বুঝিই। মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে অনেক বেশি ভেবে ফেলেছি। তবে গত কয়েক দিনে এসব ঝেরে ফেলেছি মাথা থাকে। তোর সাথে আলাপের আর দরকার নেই। বাদ দে এখন। সরি, চিন্তায় ফেলার জন্যে।"

"আসলেও চিন্তা হচ্ছে।"

"বললাম তো সরি," একবার মাথা নুইয়ে বাউ করে শুয়ে পড়লো তোমাতসু।

টেবিলের রাখা ল্যাপটপের দিকে তাকায় কাগা।

বন্ধু যে স্ক্রিনে দেখানো ডাটা চার্টগুলো নিয়ে ভাবছে না, এই ব্যাপারে নিশ্চিত তোমাতসু। কাগার ক্ষুরধার মস্তিষ্কের ব্যাপারে জানে ও। তাই সে কী ভাবতে পারে, এটা নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল।

তোমাতসুর নিজস্ব একটা কোম্পানি আছে। বিভিন্ন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি করিয়ে দেয়াই ওদের মূল কাজ। কোম্পানিটায় কর্মীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এর আগে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি করতো ও। সেই সময়েই কাগার সাথে আবারো দেখা হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একসাথে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক করেছে ওরা। এরপর লম্বা সময় যোগাযোগ ছিল না। সহপাঠী থাকা অবস্থায় খুব একটা ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও পরবর্তীতে বেশ ভালো বন্ধু হয়ে যায় দু'জনে। কেবল নতুন চাকরিতে ঢুকেছে তখন দু'জনে। বিস্তর অভিযোগ ছিল সবকিছু নিয়ে।

এর আগে তোমাতসুর ধারণা ছিল কাগা বেশ গম্ভীর ধাঁচের ছেলে। খেলাধুলায় পারদর্শী, কেন্দো নিয়ে খুব আগ্রহ। তবে দু'তিনবার সাক্ষাতের পরেই ধারণা পালটে যায়।

দুর্ঘটনাটা যেদিন ঘটলো, সেদিন কাগার সাথে দেখা করার কথা ছিল ওর। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন আর মন সায় দিচ্ছে না।

দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই বন্ধুর দেরি দেখে তোমাতসুর নম্বরে ফোন দেয় কাগা। তবে সেসময় তোমাতসু নয়, কানাগাওয়া পুলিশের ট্রাফিক ডিভিশনের এক অফিসার ধরেছিল কলটা। তার কাছেই সবটা শোনে কাগা। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছে মোবাইল ফোনটা। তোমাতসুর শরীরের নিচে চাপা পড়েছিল ওটা।

দুর্ঘটনার পরপরই ওকে কাওয়াসাকির একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ছুটে আসে কাগা। তোমাতসু তখনও অচেতন।

পুলিশের এবং হাসপাতালের লোকেরা কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছিল না তোমাতসুর পরিবারের লোকদের সাথে। এমনকি ওদের বাসার কাছের থানা থেকে লোকও পাঠানো হয়েছে বাসায়, কিন্তু তার সাথে কারো কথা হয়নি। ফোন করলেই ভয়েস রেকর্ড শুনতে পাচ্ছিল কেবল।

সব শুনে কাগা সাথে সাথে রওনা হয়ে যায়। যে করেই হোক, তোমাতসুর স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে হতো তাকে। প্রয়োজনে ভেতরে ঢোকার জন্যে ওর ব্যাগপত্র ঘেঁটে বাসার চাবিটা নিয়ে নেয় সে।

তবে কাগা বের হওয়া মাত্র মিনেকো ফোন করে হাসপাতালে। বাইরে থেকেই বাসার ভয়েসমেইল শুনেছে সে। তোমাতসু দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে জানার পরপরই রওনা দিয়ে দেয়। হাসপাতালের কর্মীদের জানায় ওখানেই আসছে সে।

ফোন দেয়ার দু'ঘণ্টা পর উপস্থিত হয় মিনেকো। কাগাও তার সাথে ছিল তখন। তোমাতসুদের বাড়িতে দেখা হয়ে যায় দু'জনের। কাগা সেখানে গিয়ে দেখে মিনেকোর গাড়িটা কারপোর্টে পার্ক করা।

তোমাতসু এসব কথা পরে তাদের কাছ থেকে শুনেছে। তিন দিন আগে কথা বলার মতো অবস্থায় আসে ওর শরীর।

"আমি কিছুইতেই হিসেব মেলাতে পারছি না," কাগা বিড়বিড় করে বললো এসময়।

"কী?" তোমাতসু জানতে চায়।

ওর দিকে ঘুরে লম্বা শ্বাস নেয় কাগা।

"চোখে ঘুম নিয়ে তোর গাড়ি চালানো।"

"আমিও তো ক্লান্ত হতে পারি মাঝে মাঝে, নাকি?"

"না," ধীরে মাথা ঝাঁকায় কাগা। "তুই যতই ক্লান্ত থাকিস না কেন, গাড়ি চালানো অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ার কথা না।"

৩

কিছু সময় নীরবতার পর জোরে হেসে উঠলো তোমাতসু।

"আমাকে নিয়ে এত উচ্চ ধারণা পোষণের জন্যে তোকে ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে আমি আসলেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম গাড়ি চালাতে চালাতে। তুই যতটা ভাবিস, আমি অতটাও খেয়ালি না।"

তবে বন্ধুর হাসির সঙ্গী হলো না কাগা। বরং, পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোটো নোটবুক বের করে আনলো সে। ভ্রু কুঁচকে খুললো সেটা।

"সেদিন শিনাগাওয়ায় একটা হেয়ার ডিজাইন কম্পিটিশনের মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলি তুই, তাই না? এরপর হামামাতসুচোতে এক বিজ্ঞাপনী সংস্থার পরিচালকের সাথে দেখা করিস। আমি ঠিক বলছি?

বন্ধুর চেহারার দিকে ভালো করে তাকায় তোমাতসু।

"কী ব্যাপার? হঠাৎ আমার শিডিউল নিয়ে পড়লি?"

"আমার প্রশ্নের উত্তরে দে।"

"হ্যাঁ," দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয় তোমাতসু।

মাথা নেড়ে নোটবুকে কিছু একটা টুকে নেয় কাগা।

"তোকে এসব কে বললো? আমার কোম্পানির কেউ?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের আমি বলেছি বাইরের কাউকে কাজের ব্যাপারে কিছু না বলতে," অভিযোগের সুরে বলে তোমাতসু। "গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাইরে পাচার হয়ে যায়। পুলিশের নোটবুক দেখেই ঘাবড়ে গেছিল নিশ্চয়ই, মিথ্যা বলতে পারেনি। একটার মাথাতেও ঘিলু বলে কিছু নেই।"

"তুই যদি আমাকে মিথ্যা বলিস, তাহলে প্রশ্নটা আবারও এক না এক সময় শুনতেই হবে। একদম সঠিক তথ্যগুলো দরকার আমার।"

কাগার কথা শুনে মাথা ঝাঁকায় তোমাতসু।

"এত কিছু কেন জানতে চাচ্ছিস?"

নোটপ্যাড থেকে মুখ তুলে তোমাতসুর দিকে তাকায় কাগা।

"এই প্রশ্নের জবাব একদম শেষে দিব।"

"এখনই দে!"

"আমার প্রশ্নগুলো আগে শেষ হোক, এরপর এই বিষয়ে কথা বলবো," আবারও নোটবুকের দিকে তাকায় কাগা। "মিনেকো এবং ডাইচির ভাষ্যমতে সেদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার পরপরই বেরিয়ে গিয়েছিলি তুই। সেই সময় তো বাসাতেই ছিল ওরা, তাই না?"

"হ্যাঁ। ডাইচির সাথে দেখা হয়েছে তোর?"

"হ্যাঁ, গতকাল," চেহারার অভিব্যক্তি আগের তুলনায় কোমল হয় কাগার। "বড় হয়ে গেছে ছেলেটা।"

"আগামী বছর প্রাইমারিতে ভর্তি হবে। কী যে অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে, কে জানে!"

ডাইচির বয়স যখন মাত্র কয়েক মাস, তখন কাগা গিয়েছিল তোমাতসুদের বাড়ি। উপহার হিসেবে একটা গ্লোব নিয়ে যায় সে। এখন ডাইচির ঘরে শোভা পাচ্ছে জিনিসটা।

"ছবিটা দেখেছি।"

"কোন ছবি?"

"মাছের। তোদের শু কেবিনেটের উপরে লাগানো ছিল।"

"ওহ," হেসে বাম হাত দিয়ে ভ্রু চুলকায় তোমাতসু। "আমাদের পরিবারের লোকজন আর ওর টিচার তো ডাইচির আঁকার হাতের অনেক প্রশংসা করে।"

"আসলে আঁকাআঁকির ব্যাপারে আমার ধারণা একদমই কম," কাগা বলে। "তবে ডাইচিকে আমার ভালো, সৎ একজন ছেলে মনে হয়েছে। যা দেখে, একদম সেটাই আঁকে।"

"আমার সামনে এত বিনয় দেখানোর দরকার নেই।"

"সত্যিটাই বলছি। ডাইচিকে নিয়ে কখনো অ্যাকুরিয়ামে গিয়েছিলি?"

"না, এখনো যাইনি। তবে যাব শীঘ্রই।"

কথাটা বলার পর তোমাতসু খেয়াল করলো বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই ছেলেকে খেলতে নিয়ে যেতে পারেনি সে। তিন দিনের উইকেন্ড হাগিওয়ারা পরিবারের কোনো দিক থেকেই কাজে আসেনি। ডাইচি বেশ কয়েকবার বলেছে হাক্কেইজিমার সি প্যারাডাইস দেখতে যাওয়ার কথা।

"সুস্থ হয়েই ওকে অ্যাকুরিয়াম দেখিয়ে আনব," বিড়বিড় করে বলে ও।

"সেটাই ভালো হবে," ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলে কাগা।

"আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

"হ্যাঁ, কেবল তো শুরু করলাম," আবারও আগের গাম্ভীর্য ফিরে এলো কাগার চেহারায়। "বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেয়ার ডিজাইন কম্পিটিশন নিয়ে একটা মিটিং করিস তুই। লাঞ্চও সেখানেই সেরে নিয়েছিলি। এরপর এক বিজ্ঞাপনী সংস্থার পরিচালকের সাথে একটা ক্যাফেতে দেখা করিস।"

"এত কিছু জানিস তুই?"

জবাব না দিয়ে পরের প্রশ্নটা করলো কাগা। "বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিরেক্টরের সাথে কথা বলা শেষে কি অন্য কোথাও গিয়েছিলি? নাকি সরাসরি বাসা?"

"বাসাতে যাই সরাসরি।"

"কখন সেটা?"

"ঠিক মনে নেই। সাড়ে ছ'টার দিকে বোধহয়।"

তোমাতসুর জবাবটা শুনে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কাগা।

"একটু কেমন যেন হয়ে গেল না ব্যাপারটা? বিজ্ঞাপনী সংস্থার পরিচালকের সাথে তো হামামাতসুচোতে দেখা করেছিলি। আর তোর সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল আটটার সময়। তাহলে আবার এত দূরে ইয়োকোহামায় ফিরলি কেন?"

"বিড়ালের জন্যে।"

"বিড়াল?" এক মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় ফোটে কাগার চেহারায়। পরমুহূর্তে, যেন কিছু মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

"অ্যামেরিকান শর্টহেয়ার বিড়ালটার কথা বলছিস?"

"দেখেছিস তুই?"

"দুর্ঘটনার রাতে তোর বাসায় গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি। বিড়ালের জন্যে ফিরতে হলো কেন বাসায়?"

"মিনেকো ফোন দিয়েছিল দুপুরে। ওর খাবার বের করে যেতে ভুলে গেছিল নাকি। তাই আমাকে যে করেই হোক খাবার দিয়ে আসতে বলে।"

"তাহলে সেজন্যেই এত দূরে ফেরত গিয়েছিলি আবার?" কাগার কণ্ঠে বিস্ময়।

"না গিয়ে উপায় ছিল না। বাসায় কোনো প্রাণী পাললে, সেটার খেয়াল রাখতেই হবে। ডাইচির জন্যেও এটা একটা শিক্ষা ছিল।"

"আচ্ছা," দু'বার মাথা নাড়ে কাগা। "তাহলে তোর স্ত্রী প্রায়ই প্রিয় বিড়ালকে খাবার দিতে ভুলে যায়?"

সাথে সাথে এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কাগার চোখের দিকে তাকালো তোমাতসু। আসলে প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে ও। কাগার

চেহারায় ঠাট্টার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। সে কী বোঝাতে চাইছে, তা ঠিকই বুঝলো তোমাতসু। টের পেল ধীরে ধীরে ঘেমে উঠছে ওর শরীর।

"আসলে ও ব্যস্ত থাকে। মাঝে মাঝে ভুলে যেতেই পারে," সাবধানি জবাব দিল তোমাতসু।

"বাড়ি থেকে কখন বের হয়েছিলি তুই?"

"সাতটার পরে। একদম ঠিক সময়টা বলতে পারব না।"

"অ্যাকসিডেন্টের সময় এবং স্থান বিবেচনা করলে ৭:১৫ এর দিকে বলা যায়, নাকি? তবে ৭:১০ এর আগে না। তোর কোম্পানি থেকে কেউ বোধহয় ফোন দিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।"

কাগা যে সব হিসেবনিকেশ করেই এসেছে, সেটা বোঝার পর অবাক না হয়ে পারে না তোমাতসু।

"বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ঠিক কী কী করেছিলি, সেটা কি বিস্তারিত বলতে পারবি?"

"একথা জিজ্ঞেস করছিস কেন? বললাম তো কী কাজে গিয়েছিলাম। বিড়ালকে খাওয়াতে। কোন ব্র্যান্ডের খাবার জানতে চাস? 'লাভ মিয়াও'।"

"জানি আমি কোন ব্র্যান্ডের খাবার খেয়েছিল বিড়ালটা। কিন্তু তুই?"

"আমি?"

"তুই কিছু খেয়েছিলি?"

প্রশ্নটা শুনে আস্তে করে হাত নাড়ে তোমাতসু।

"সেদিন তো তোর সাথে ডিনার করার কথা ছিল আমার। আগে খাব কেন?"

"কিছু পানও করিসনি?"

"না," চিবিয়ে বলে তোমাতসু।

নোটবুকটা বন্ধ করে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে কাগা। কিছুক্ষণ পর চেয়ারটা টেনে নিয়ে বেডের কাছাকাছি এসে বসে। তার চেহারার অস্বস্তিভাবটা ধরতে সমস্যা হয় না তোমাতসুর।

"তোমাতসু, সত্যিটা বল আমাকে। কিছু না কিছু অবশ্যই খেয়েছিলি তুই। হয়তো ভুলে গেছিস। মনে করার চেষ্টা কর।"

মুখের ভেতরটা শিরিস কাগজের মতো শুকনো ঠেকতে লাগল তোমাতসুর হঠাৎ। এখন কিছু বললে সেটা মিনমিনে শোনাবে। প্রাণপণে চেষ্টা করলো যাতে চেহারা দেখে কিছু বোঝা না যায়।

"অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলি তো। কী খেয়েছিলাম?"

একবার ঢোক গিলল কাগা। তার অ্যাডামস অ্যাপেল(কণ্ঠমণি) ওপর নিচ হতে দেখল তোমাতসু। মনে হল, কোটরাগত চোখ দুটো যেন আরেকটু ভেতরে ঢুকে গেছে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নারিমা থানার ডিটেকটিভ।

"ঘুমের ঔষধ," অবশেষে জবাব দেয় কাগা। "ঘুমের ঔষধ খেয়েছিলি তুই।"

৪

ফোনে রিং বেজে উঠলো এসময়। এই কেবিনে একটাই ফোন। বেডের পাশে টেবিলে রাখা। কিছু না বলে রিসিভারটা তুললো তোমাতসু।

কোম্পানির এক কর্মী ফোন দিয়েছে। কম্পিউটার প্রদর্শনীর ব্যাপারে কিছু একটা বলতে শুরু করলো সে।

"এই ইভেন্টটা তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। উচিদার সাথে আলাপ করো।"

ফোনটা রাখার পর তোমাতসুর মনে হলো ওর কর্মীরা হয়তো ভাববে আজকে বসের কিছু একটা হয়েছে। কল দিয়ে জিজ্ঞেস করার পরেও কোনো নির্দেশনা পায়নি, এমনটা হয়নি আগে কখনো।

"হাসপাতালে আসার পরেও খুব একটা বিশ্রাম পাচ্ছিস বলে মনে হয় না," শুকনো হেসে বলে কাগা।

"বলতে পারিস। কিন্তু আমি বসে থাকার মানুষও না। যাইহোক," বন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মুখোমুখি হয় তোমাতসু। "ঘুমের ঔষধের ব্যাপারে কিছু একটা বলছিলি মনে হয়।"

"হ্যাঁ, তা বলেছি।"

"তোর নিজের কাছে কি অদ্ভুত লাগছে না কথাটা? বাইরে যাওয়ার আগে ঘুমের ঔষধ খাব কেন আমি? এটা তো আত্মহত্যা চেষ্টার সামিল।"

"কিন্তু তুই কেন আত্মহত্যার চেষ্টা করবি?"

"সেটাই তো বলছি!"

"তাহলে," কাগা সন্তর্পণে বলে, "তোর অজান্তেই ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে।"

"কে খাইয়েছে?" তোমাতসু জিজ্ঞেস করে।

জবাব দেয় না কাগা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে।

"উত্তর দে। কে ঘুমের ঔষধ খাইয়েছে আমাকে?"

"যে খাওয়াতে পারে," জানালার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলে কাগা।

বইঘর.নেট

"ওরকম কেউ নেই," জোর দিয়ে বলে তোমাতসু। "তুই তো আমার কথা শুনছিসই না। আবারও বলছি, বাইরে বের হবার আগে কিছু খাইওনি, পানও করিনি। ওই বিজ্ঞাপনী সংস্থার পরিচালকের সাথে কফি খেয়েছিলাম বিকেলে, ব্যস। তাহলে কি কফিতেই ঘুমের ঔষধ ছিল? সেক্ষেত্রে কালপ্রিট হচ্ছে পরিচালক লোকটা।"

"বাসায় ফেরার পর ঘুমের ঔষধ খেয়েছিস তুই। কফির সাথে সেটার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"অ্যাই কাগা, তোর কানে সমস্যা আছে? আমার বলা একটা কথাও কি শুনতে পাচ্ছিস না?"

"না," এবারে তোমাতসুর দিকে তাকায় কাগা। "ঘুমের ঔষধ মেশানো তরল কিছু খেয়েছিস তুই।"

"আরে ধুর!" গলা চড়ায় তোমাতসু। "জানি তুই খুব ভালো ডিটেকটিভ। কিন্তু সবকিছু ওরকম দৃষ্টিতে দেখা বন্ধ কর। কী বললি কেবলই এটা বুঝতে পারছিস তো? কেউ খুন করতে চায় আমাকে!"

ওকে এভাবে রেগে উঠতে দেখে কাগার অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন এলো না। বুকের ওপরে হাত ভাঁজ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

"তোর স্ত্রী'র সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে সেই রাতে তোদের বাসায় গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু জেনে যায় সে। গিয়ে দেখি বাসাতেই আছে। মিনেকো যখন তৈরি হচ্ছিল, আমি লিভিংরুমে বসে অপেক্ষা করেছি।"

"শুনেছি। তখনই বোধহয় ভিকিকে দেখেছিলি, তাই না?"

"ভিকি?"

"বিড়ালটা।"

"ওহ," মাথা নেড়ে সায় দেয় কাগা। "হ্যাঁ, তবে বিড়ালটাকে ছাড়াও আরো একটা জিনিস চোখে পড়ে আমার।"

"কী?"

"ব্র্যান্ডির গ্লাস। রান্নাঘরের সিঙ্কে ছিল।"

তোমাতসুর মনে হলো সে বুঝি ভারি ব্যাকারাট ক্রিস্টাল গ্লাসটার ভার অনুভব করতে পারছে ডান হাতে।

"তো কী হয়েছে? ব্র্যান্ডি গ্লাস থাকতে পারে না আমার?"

"কী খেয়েছিলি সেই গ্লাসে? আর কখন খেয়েছিলি?"

"সেটা..." শুকনো ঠোঁট ভেজায় তোমাতসু। "ঠিক মনে নেই। ব্র্যান্ডি গ্লাস যেহেতু, ব্র্যান্ডিই খাওয়ার কথা। দিনে তো খাইনি নিশ্চয়ই, আগের রাতে-"

ওর কথার মাঝপথেই মাথা ঝাঁকাতে লাগল কাগা।

"তুই ওটায় ব্র্যান্ডি না, পানি খেয়েছিলি। রান্নাঘরে একটা ওয়াটার পিউরিফায়ার আছে, ওখান থেকেই নিয়েছিলি নিশ্চয়ই। আর সেটা আগের দিন রাতে বা সেদিন সকালে নয়; সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আমার সাথে দেখা করতে বের হওয়ার আগেকার ঘটনা।"

"এই ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে তোকে।"

"তুই ব্র্যান্ডির গ্লাসটা ব্যবহার করেছিলি কারণ অন্য কিছু খুঁজে পাসনি, তাই না?"

"হতে পারে। তুই কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছিস যে ওটায় সন্ধ্যাতেই পানি খেয়েছি আমি?"

"ওদিকে যখন তাকাই, সিঙ্কে ওই একটা গ্লাসই ছিল, আর কিছু না। সেটা কেন?"

"তা বলতে পারব না।"

"কারণ সেগুলো ডিশওয়াশারে ছিল। সেদিন সকালে বাইরে যাওয়ার আগে থালাবাসন সব সিঙ্ক থেকে ডিশওয়াশারে ঢোকায় মিনেকো। সেজন্যেই পানি খাওয়ার জন্যে কোনো গ্লাস খুঁজে পাসনি। আশা করি এবারে বুঝতে পারছিস যে আমি কেন বলছি সন্ধ্যাতেই গ্লাসটা ব্যবহার করেছিলি তুই। কারণ, আগের দিন রাতে বা সেদিন সকালে ব্যবহার করলেও ওটাও ডিশওয়াশারেই থাকত," কাগা নাছোড়বান্দা।

তোমাতসুর বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে এখন। এক মুহূর্তের জন্যে সেই দিনটায় ফিরে গেল যেন। কাগা ঠিকই বলেছে। সিঙ্কে কিছু ছিল না।"

"ভুল বলেছি?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো তোমাতসু। লোকে ভুল বলে না, ওর পাশে বসে থাকা লোকটা মারাত্মক একজন ডিটেকটিভ।

"পানি খেয়েছিলাম বোধহয়," বলে ও। "কিন্তু আর কিছু খাইনি। নাকি এখন তুই বলবি যে পিউরিফায়ারের পানিতে ঘুমের ঔষধ মেশানো ছিল?"

"সেই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু শেষে বাদ দিয়ে দেই চিন্তাটা," নির্বিকার কণ্ঠে বলে কাগা। "পানির সাথে বোধহয় কিছু খেয়েছিলি তুই, তাই না?"

"না, শুধু পানি। উফ আর ভালো লাগছে না এখন!"

"ভিটামিনের ট্যাবলেটের একটা কৌটা রাখা দেখেছি লিভিং রুমের কাবার্ডে," শান্ত স্বরে বলে কাগা। "ক্যাপ হালকা খোলা ছিল ওটার। এক হাতেই বোধহয় ট্যাবলেট বের করেছিলি, না?"

বাম হাতে কপাল চুলকায় তোমাতসু। চেহারার ফুটে ওঠা বোকাটে ভাবটা লুকোনোর চেষ্টা করছে।

বইঘর.নেট

"তুই কি সবসময়ই এমনটা করিস নাকি?"

"কী করি?"

"কারো বাসায় গিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিস? সিঙ্কে কোনো বাসন আছে কিনা, ঔষধের কৌটার ক্যাপ ঢিলা কিনা।"

মুচকি হাসে কাগা। তবে একটু পরেই সেই হাসিটা মুছে যায় মুখ থেকে।

"সবসময় করি না, তবে প্রয়োজন মনে হলে করি।"

"আমার বাসায় কী এমন প্রয়োজন ছিল তোর? অদ্ভুত!"

"কোনো অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ঘটলে সেটার কারণ খোঁজা দোষের কিছু না। ডিটেকটিভদের এই অভ্যাসটা মজ্জাগত।"

"অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা? কী বলছিস? মাথায় ঢুকছে না আমার। এই কথাটা কয়বার বললাম আজকে?"

"প্রথমে কী বলেছিলাম, মনে আছে? তুই যতই ক্লান্ত থাকিস না কেন, গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ার কথা না। কিন্তু তোর দুর্ঘটনার ধরনটা ছিল সেরকমই, যেটা অস্বাভাবিক ঠেকেছে আমার কাছে।"

"এটুকুই?"

"শুধু এটুকু হলে আমি কিছু সন্দেহ করতাম না। ভাবতাম যে তুইও রক্ত-মাংসের মানুষ; গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমার মনে সন্দেহটা উঁকি দেয় আরো পরে।"

"কেন? কী হয়েছিল পরে?"

"আচ্ছা তোমাতসু," এবারে গলা খাদে নামিয়ে বলে কাগা। "ধর তুই শুনলি যে তোর কোনো নিকটাত্মীয় বা বন্ধু অ্যাকসিডেন্ট করেছে, কী করবি? সবকিছু ফেলে সেখানে দৌড়ে যাবি, তাই না?"

"সেটা..."

"ইয়োকোসুকা থেকে এই হাসপাতালে আসার দ্রুততম রুটটা ইয়োকোহামা-ইয়োকোসুকা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে। সেখান থেকে কেইহিন এক্সপ্রেসওয়েতে উঠতে হবে। সবাই এটাই করবে, কারণ এভাবে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে আসা যাবে পুরোটা পথ। কিন্তু, মিনেকো..." কিছুক্ষণের জন্যে থামে কাগা, এরপর বলে, "মিনেকো এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নেমে বাড়িতে যায় আগে। এটা কি অদ্ভুত লাগছে না তোর কাছে?"

৫

তোমাতসুর ইচ্ছে করছে বিছানায় অন্য দিকে ফিরতে। কিন্তু পুরো শরীরে প্লাস্টারের জন্যে সেই কাজটা সম্ভব না। *একদম অকেজো এখন আমি*, ভাবে তোমাতসু। *চাইলে যে কেউ খুন করতে পারবে আমাকে এখন।*

"তোর কথাবার্তার ধরনেই বোঝা যাচ্ছে যে মিনেকো'কে সন্দেহ করছিস। কেউ আমাদের পারিবারিক বিষয়ে কথা বলছে, এটা একদমই পছন্দ না আমার। কিন্তু তোর চাকরির ধরনটাই যেহেতু এমন, তাই যা বলতে চাচ্ছিস, পুরোটা শুনবো। একটা উপদেশ দেই তোকে। যুক্তিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিস তুই, কিন্তু মানুষ সবসময় যৌক্তিক কাজকর্ম করে না। মিনেকো আমার অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে সরাসরি হাসপাতালে না এসে ইয়োকোহোমায় গিয়েছিল। এটার আলাদা কোনো অর্থ না-ও থাকতে পারে। হয়তো অবচেতন মনেই কাজটা করেছে। আমার ধারণা ওকে জিজ্ঞেস করলে এই উত্তরই পাবি। তুই একটু বেশি ভেবে ফেলছিস।"

নোটবুকটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে চুলে হাত বুলায় কাগা।

"সেদিন রাতে তোদের বাড়ি থেকে আমি প্রথমে বের হই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম মিনেকোর জন্যে। আমিও যেহেতু গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ভেবেছি পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব। কিছুক্ষণ পর হাতে কিছু একটা নিয়ে বের হয় সে। ভেবেছিলাম তোর জন্যে জামাকাপড় নিয়েছে বুঝি। কিন্তু ভুল ছিল ধারণা। বল দেখি কী ছিল ওর হাতে?"

"জানি না। কি ছিল?"

"ময়লার ব্যাগ," কাগা বলে। "ময়লা বহনের একটা সাদা ব্যাগ ভেতর থেকে এনে উলটোদিকের গার্বেজ কালেকশন স্টেশনে ছুড়ে মারে।"

"তাতে কী? বাইরে বের হওয়ার সময় কি হাতে ময়লার ব্যাগ থাকতে পারে না কারো?"

"কারো স্বামী যদি হাসপাতালে থাকে, তার কি ময়লার ব্যাপারে ভাবার কথা?"

বইঘর.নেট

"তোকে তো বললাম, লোকে এতটা যুক্তি দিয়ে ভাবে না সবকিছু। পরদিন ছিল শনিবার। আমাদের এলাকায় অদাহ্য সব ময়লা সেদিন সংগ্রহ করা হয়। তাই সময়মতো ময়লা না ফেললে আবারও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতো। মিনেকো সেজন্যে তখন ময়লা ফেলছে, তাছাড়া-" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে কাগার দিকে তাকায় তোমাতসু। "ও কেন আমাকে খুন করতে চাইবে? কোনো মোটিভ নেই।"

"আসলেই?"

"তোর কি মনে হয়?"

"তোকে আবারও জিজ্ঞেস করছি। সেদিন আমার সাথে কোন বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলি তুই? কাজের কোনো বিষয়ে নিশ্চয়ই নয়? সেক্ষেত্রে পুলিশে চাকরি করে এমন কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হতো না। সেক্ষেত্রে, আমার ধারণা পারিবারিক ব্যাপারে কিছু বলার ইচ্ছে ছিল তোর। আর সেটা মিনেকোকে নিয়ে। কারণ আমি ব্যাচেলর। বাচ্চা-কাচ্চা বড়ো করার ব্যাপারে কিছু জানি না।"

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকায় তোমাতসু। মনের ভেতরকার প্রচণ্ড অসন্তোষ আর বিস্ময় গোপনের চেষ্টা করছে।

"মিনেকো ফেরার আগে যা বলার বলে ফেল। এভাবে চলতে থাকলে তো ওকে দেখামাত্র হাতকড়া না বের করিস।"

"আমার ধারণা মিনেকো আর ফিরবে না," কাগা বলে। "তুই নিজেও বোধহয় সেটা বুঝতে পারছিস, তাই না?"

"মানে?"

স্যুটের পকেট থেকে এবারে একটা ছবি বের করে আনলো কাগা।

"আমার ধারণা সে এখানে গেছে। হাসপাতাল থেকে বিশ মিনিটের দূরত্বে জায়গাটা।"

হাত বাড়িয়ে ছবিটা নেয় তোমাতসু। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে সেখানে। সামনে বড়ো একটা পার্ক।

"রুমিকো কুযুহারার অ্যাপার্টমেন্ট এটা। তাকে চিনিস তুই?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"মিনেকো যে ইকেবানা(জাপানি ফুল সাজানোর রীতি) ক্লাস করে, সেটার প্রশিক্ষক, তাই না? সমস্যা কোথায় এখানে? না, আগে আমাকে বল তোর কাছে এই ছবি এলো কী করে? কবে তোলা হয়েছে?"

"তিন দিন আগে।"

"তিন দিন আগে..." এবারে কাগার দিকে তাকালো তোমাতসু। "তুই মিনেকোর উপরে নজর রাখছিলি? ওর পিছু নিয়ে যাস এখানে?"

"আমাকে হারামি বা বদমাশ বলতে চাইলে বলতে পারিস। কিন্তু আমার চাকরিটাই এমন। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যা যা করা দরকার, করবো।"

"ওসব কিছু বলবো না, তবে তোর জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার," ছবিটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখে তোমাতসু। "আর কিছু শোনার ইচ্ছে নেই আমার। এই ছবিটা নিয়ে বিদায় হ এবারে, প্লিজ?"

"সেটা সম্ভব না। চোখের সামনে তোকে এভাবে ভুগতে দেখতে পারি না আমি।"

"ভুগছি তো? এই যে, এগুলো কী?" শরীরের ব্যান্ডেজ দেখিয়ে বলে তোমাতসু।

জবাব দেয় না কাগা। ছবিটা তুলে নিয়ে তোমাতসুর দিকে ঘোরায়।

"রুমিকো কুযুহারা আর মিনেকোর সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানিস তুই।"

কাগার বলা কথাগুলো যেন শক্ত করে চেপে ধরলো তোমাতসুর হৃদয়টা। পেটের মধ্যে কিছু একটা পাক খাচ্ছে।

"এসব কী বলছিস!" কথাটা বলার সময় কেঁপে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর।

"মিনেকো'কে যখন সন্দেহ হয়, তখন ভেবেছিলাম অন্য কোনো পুরুষের সাথে হয়তো সম্পর্ক আছে তার। তাই নজর রাখতে শুরু করি। কিন্তু একটা পর্যায়ে খেয়াল করি যে তুই বাদে আর কোনো পুরুষের সাথে এখন যোগাযোগ নেই তার। তবে প্রায়ই অবিবাহিত এক নারীর বাসায় যায়। ভেবেছিলাম আমার ধারণা ভুল। কিন্তু পরে মিনেকো যার সাথে দেখা করে নিয়মিত, তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে চমকে যাই," কথা বলার এই পর্যায়ে ভ্রু কুঁচকে কয়েকবার চোখ পিটপিট করে কাগা। বোঝাই যাচ্ছে, এসব বলতে তারও ভালো লাগছে না। রুমিকো কুযুহারা এক বছর আগ অব্দি আরেকজন নারীর সাথে থাকত। তাদের নিয়মিত দেখেছে, এমন প্রত্যেকেরই ধারণা কেবল রুমমেট ছিল না তারা। অর্থাৎ, মিনেকোকে যদি আমরা তার প্রাক্তন রুমমেটের জায়গায় চিন্তা করি-"

"যথেষ্ট হয়েছে!"

কাগাকে থামিয়ে দিল তোমাতসু।

৬

"তুই তাহলে আসলেও জানতি?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"রুমিকো কুযুহারার ব্যাপারে আমিও কানাঘুষো শুনেছি। কিন্তু মিনেকোর সাথে তার কোনো সম্পর্ক আছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের কৌশল শেখার জন্যে তার কাছে যায় ও।"

"তোমাতসু, মিথ্যে বলা বন্ধ কর। তুই সেই কথাই বলছিস, যেটা আসলে তুই বিশ্বাস করতে চাস? ভুল বলেছি?"

"কী মিথ্যে বলছি! কোনো মিথ্যা বলছি না আমি! সত্যিটা বলেছি।"

হঠাৎই উঠে দাঁড়ায় কাগা। হতাশ ভঙ্গিতে শুরু কেবিনের এমাথা-ওমাথা পায়চারি জুড়ে দেয় সে। কিছুক্ষণ পর আবারও চেয়ারের কাছে ফিরে আসে, কিন্তু বসে না।

"সত্যি বলতে, এখানে আসার আগ পর্যন্ত আমিও সংশয়ে ছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে। মিনেকোর মনে তোকে হত্যা করার ইচ্ছে ছিল, এটা বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু তোর আচরণে নিশ্চিত হয়েছি। বারবার জোর দিয়ে বলছিলি বেরুবার আগে কিছু মুখে দিসনি। মিথ্যে বলার কারণ কী? তুইও তাহলে সন্দেহ করছিলি যে তোকে ঘুমের ঔষধ খাইয়েছে সে? এজন্যেই আমাকে সত্যিটা বলিসনি, তাই না?"

"শুনতেই তো হাস্যকর লাগছে। আমার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকত, তাহলে তোকেই তো সবার আগে বলতাম। কেউ খুনের চেষ্টা করবে, আর আমি চুপ করে থাকব? এতটাও ভালো মানুষ না আমি।"

"আসলেই কি? সত্যটা জানার ইচ্ছে নেই তোর? তুই হয়তো আঁচ করেছিস যে রুমিকো কুযুহারার সাথে সম্পর্ক আছে মিনেকোর, তোকে হত্যাচেষ্টাও করেছে। কিন্তু তুই আসলে কুৎসিত বাস্তবতাটা মেনে নিতে ভয় পাচ্ছিস।"

"কাগা!" ঠোঁট কামড়ে ধরে তোমাতসু। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলে, "আমার হাত পায়ে ব্যান্ডেজ না থাকলে তোর মুখে ঘুসি দিতাম।"

"সুস্থ হবার পর যত ইচ্ছে মারিস। আমি কোথাও যাব না," বেডের পাশে দাঁড়িয়ে তোমাতসুর দিকে তাকিয়ে বলে কাগা। হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ তার।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় তোমাতসু।

"হ্যাঁ, ভিটামিন ট্যাবলেট খেয়েছিলাম সেদিন। কেউ যদি ঘুমের ঔষধ ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে, সেটা বোঝার মতো বোকা নই আমি, ঠিকই খেয়াল করতাম। নাকি এমন ঘুমের ঔষধও আছে যেটাকে ভিটামিন ট্যাবলেট থেকে আলাদা করা যায় না।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম। কিন্তু তোর কর্মীদের সাথে কথা বলার পর আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দেয় মাথায়।"

"মানে?"

"শুনেছি ভিটামিন ট্যাবলেটের পাশাপাশি ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্কসও পছন্দ তোর? একসাথেই খাওয়ার অভ্যাস করেছিস বোধহয়, নাকি?" ঘুরে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে সাথে করে আনা কনভিনিয়েন্স স্টোরের ব্যাগটা তুলে নেয় কাগা। ছোটো একটা বোতল বের করে ভেতর থেকে। "এটাই বোধহয়?"

ঠিক এই ব্র্যান্ডের ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্কই তোমাতসুর পছন্দ। দুর্ঘটনার দিনও সেটাই খেয়েছিল।

"তো? তুই নিশ্চয়ই এখন বলবি না যে কেউ ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিঙ্কে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, আমি সেটাই সন্দেহ করছি। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

"পাগলের মতো কথা বলিস না তো। এসব বোতলের ক্যাপ একবারই খোলা যায়। কেউ যদি ভেতরে কিছু মেশায়, সেটা আমার চোখে পড়বে না?"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বোতলের ক্যাপটা খুললো কাগা। প্লাস্টিক ভাঙার শব্দ কানে এলো।

"কী?"

হঠাৎই তোমাতসুর মুখের উপরে বোতলটা উলটে ধরলো কাগা। চেঁচিয়ে উঠে সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো ও। কিন্তু বোতলটা থেকে কিছুই বেরুলো না। খালি।

বিভ্রান্তিতে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল তোমাতসুর। "মানে কী এসবের?"

ক্যাপটা সামনে বাড়িয়ে ধরলো কাগা। "উলটে দেখ।"

যা বলা হলো, করলো তোমাতসু। চমকে উঠলো পরমুহূর্তে। "ওহ!"

প্রায় দুই মিলিমিটারের একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে ক্যাপে। কিন্তু অন্যপাশে প্রাইস ট্যাগ লাগানো থাকায় বোঝা যায়নি।

"এই ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিঙ্কটা তোদের বাসার কাছে একটা ফার্মেসি থেকে কিনেছি। ওখানকার সব বোতলে এভাবে দাম লেখা। সেদিন তুই যে বোতল থেকে খেয়েছিস, সেটাও একই রকম ছিল নিশ্চয়ই," নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলে কাগা। "খুব একটা কঠিন না কাজটা। ক্যাপে ছোটো একটা ফুটো করে ভেতরের তরলটুকু বের করে আনতে হবে। এরপর ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে আবারো ঢুকিয়ে ফেলতে হবে ভেতরে। প্রাইস ট্যাগ জায়গামতো বসিয়ে দিলেই একদম আনকোরা বোতল।"

বাকরুদ্ধ হয়ে গেল তোমাতসু। চোখ বড়ো করে ক্যাপটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। মনে হচ্ছে যে ছোট্ট ফুটোটা সম্মোহিত করে রেখেছে ওকে।

পরমুহূর্তেই জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"পুরোটাই তোর কল্পনা," তোমাতসু বলে। "শুধু কল্পনা। পুলিশের কাছে কল্পনার কোনো দাম নেই। কিছু প্রমাণ করতে পারবি? তোর কাছে যদি প্রমাণ থাকে যে ও এই ফাঁদটা পেতেছে, তাহলে দেখা আমাকে।"

নিচু হয়ে তোমাতসুর ফেলে দেয়া ক্যাপটা তুলে নিল কাগা। বোতলের মুখে জিনিসটা বসিয়ে টেবিলে রেখে দিল।

"এখন আফসোস হচ্ছে আমার," ফিসফিসিয়ে বলে সে। "সেদিন রাতেই তোর বাসার রাস্তায় ফিরে ময়লার ব্যাগটা জব্দ করা উচিৎ ছিল। যেমনটা তুই বলেছিস, পরদিন অদাহ্য আবর্জনা সংগ্রহের দিন। তাই হাসপাতালে আসার আগে বাড়িতে গিয়েছিল মিনেকো প্রমাণ লোপাটের জন্যে।"

"যে ইলেক্ট্রোলাইট বোতলের সাহায্যে কাজটা করেছে, ওটাও কি ছিল ভেতরে?"

"সম্ভবত।"

"যত্তসব আজগুবি কথা। তুই একটু বেশিই ভেবে ফেলছিস। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরলাম তোর ধারণা ঠিক। তবুও পরিকল্পনাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় না? হ্যাঁ, ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিঙ্ক খাই আমি, কিন্তু সেটা তো কোথাও যাওয়ার আগে না। আর খাওয়ার পরেও, আমি কী করবো সেটা আগে থেকে জানার কোনো উপায় নেই। খুনি কি এত অনিশ্চিত একটা পন্থা অবলম্বন করবে?"

"ইংরেজিতে আইনের ভাষায় এটাকে বলে 'ইনডিরেক্ট ইনটেনশন'।"

"কী?"

"ইনডিরেক্ট ইনটেনশন। অর্থাৎ, অপরাধী আশা করছিল যে সবকিছু তার পরিকল্পনা মোতাবেকই হবে, কিন্তু যদি না হয়, তাহলে তার কিছু করার থাকবে না। তোর মারা যাওয়া তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্যটা আসলে ভিন্ন। ভাগ্যক্রমে তুই বেঁচে গেছিস, কিন্তু যে হত্যাচেষ্টা করেছে, তার ব্যাপারে কেউ কিছু জানেই না," জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে কাগা। "শুনেছি রুমিকো কুযুহারার কাছে নাকি লোকে প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন ইয়েন পায়।"

"ত্রিশ মিলিয়ন!"

"মিনেকো কি কখনো তোকে ডিভোর্সের ব্যাপারে কিছু বলেছে?"

"নাহ!"

"সেটাই ধারণা করছিলাম। বর্তমান পরিস্থিতিতে তোকে যদি সে ডিভোর্সও দেয়, তোর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারবে না। এমনকি ডাইচিকেও পাবে না। কুযুহারার ঘাড়ে ঋণের বোঝা না থাকলে সম্পর্কটা এভাবেই চলতে থাকত।"

"কুযুহারার ঋণ শোধের জন্যে আমাকে খুনের চেষ্টা করেছে ও?" উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ, জীবন বীমা–এসব শব্দ ঘুরপাক খেতে লাগল তোমাতসুর মনে।

"এবারে বুঝতে পারছিস তো কেন 'ইনডিরেক্ট ইনটেশন'-এর কথা বললাম? তোকে হয়তো মারার ইচ্ছে খুব একটা ছিল না মিনেকোর। কিন্তু তুই মারা গেলে তার লাভ হতো অনেক।"

"লাভ..."

৭

তোমাতসুর মনে সবকিছু জট পাকিয়ে গেছে। একটার পর একটা স্মৃতি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বুঝে উঠতে পারছে না যে কী করবে। দুর্ঘটনার আগেও একই অবস্থা হয়েছিল ওর।

মিনেকো আর রুমিকো কুযুহারার সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক আগেই টের পেয়েছিল। কুযুহারা কেমন, সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল একজন। কিন্তু মিনেকো এরকম কিছু একটা করতে পারে, সেটা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। কাগা ঠিকই বলেছে, বাস্তবতা মেনে নেয়ার সাহস ওর ছিল না।

তবে মিনেকোর হাবভাবে সন্দেহের পারদ চড়তেই থাকে ক্রমশ। ভেতরে ভেতরে হতাশা জেঁকে বসে তোমাতসুর অন্তরে। ও যদি কিছু জিজ্ঞেসও করতো, মিনেকো অস্বীকার করলে আর কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এছাড়া সত্যটা সামনে আনার ভিন্ন কোনো উপায় মাথায় আসেনি।

তাই সেই রাতে কাগার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিশে চাকরি করার সুবাদে নানারকম কেসের সাথে সম্পৃক্ত ছিল ওর বন্ধু। সে হয়তো কোনো পথ বাতলে দিতে পারত।

কিন্তু, পথেই দুর্ঘটনাটা ঘটে।

ওকে যে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিল, এই সন্দেহটা বেশ আগে থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে। কিন্তু বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। বেশি খোঁচাখুচি করলে যে উত্তরটা বেরিয়ে আসবে, সেটা হয়তো মেনে নিতে পারবে না। কিন্তু এরকম প্রশ্নের জবাব না জেনেও স্বস্তি নেই।

নোটবুক খুলে তোমাতসুর দিকে আরেকটু এগিয়ে আসে কাগা। অন্য হাতে পকেট থেকে বের করে আনে একটা বলপয়েন্ট কলম।

"এসব কী?" ও জিজ্ঞেস করে।

"একটা মাছ আঁক এখানে।"

"মাছ আঁকব? কেন?"

"কারণ জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আঁকতে বললাম, আঁক। যে মাছ ইচ্ছা। টুনা, স্যামন।"

"অদ্ভুত তো..."

বাম হাতে কলমটা নিয়ে কোনোমতে মাছ এঁকে দেয় তোমাতসু। টুনা বা স্যামন নয় বরং নাম না জানা অদ্ভুত একটা মাছের মতো দেখায় ওটাকে।

নোটবুক উলটে ছবিটা দেখে কাগা। একটা হাসি ফোটে তার মুখে। "যেমনটা ভেবেছিলাম।"

"মানে? কী বলতে চাচ্ছিস?"

"কিছুদিন আগে টিভিতে একটা মজার জিনিস শুনেছি। কাউকে যদি মাছ আঁকতে বলা হয়, তাহলে বেশিরভাগ মানুষই মাছের মাথাটা বাম দিকে দিবে। সে বাঁহাতি হোক আর ডানহাতি। তোরটাও কিন্তু ওরকমই। মাথাটা বাম পাশে।"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিজের আঁকা ছবির দিকে তাকায় তোমাতসু।

"আসলেই তো। এরকমটা হয় কেন?"

"কারণ, মাছের বেশিরভাগ ছবি এভাবেই আঁকা হচ্ছে অনেক আগে থেকে। ফিশ এনসাইক্লোপিডিয়ার ছবিগুলোও এরকম। ছোটো থেকেই এমনটা দেখতে দেখতে বড়ো হয় সবাই। কেন এভাবে আঁকা হয়, সেকথা জানতে চাওয়া হলে গবেষকেরা বলেন, কোনো নতুন প্রজাতির মাছ ব্যবচ্ছেদের পর এভাবে রাখা হয়। আর ব্যবচ্ছেদ করা হয় মূলত ডান দিকের অংশ। এতে মাছের হৃৎপিণ্ডটা অক্ষুণ থাকে।"

"বুঝেছি, তুই অনেক মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখিস। কিন্তু এই বাম ডানের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক।"

"তোদের শু কেবিনেটের উপরে যে ছবিটা ঝোলানো ছিল, সেটার কথা চিন্তা কর। ডাইচি এঁকেছিল যেটা।"

"ওটায়..."

"মাথাটা ডান দিকে।"

কাগার কথা শুনে মাথা নাড়ে তোমাতসু।

"হ্যাঁ, এজন্যেই ছবিটা দেখে কেমন যেন লাগছিল। কিন্তু ডাইচি ওভাবে আঁকল কেন মাছটা?"

"তোকে কী বলেছি একটু আগে। ডাইচি যেভাবে কিছু দেখে, সেভাবেই আঁকে।"

পকেট থেকে দু'টো ছবি বের করলো কাগা।

"এটা হচ্ছে রুমিকো কুযুহারার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ছবি, যেটা তোকে আগে দেখিয়েছি। আর এটা হচ্ছে সামনের পার্কটার ছবি।"

ছবি দু'টোর দিকে তাকিয়ে রইলো তোমাতসু। যেটায় পার্কটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেটা ভালোমতো খেয়াল করতেই অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। একটা মাছের ভাস্কর্য দেখা যাচ্ছে পার্কের প্রবেশপথের কাছে।

"ডাইচি এই ভাস্কর্যটা এঁকেছে?"

"খুব সম্ভবত। ধর, আমি পার্কে বসে মাছটার ছবি আঁকছি। তাহলে কিন্তু মাথাটা বাম দিকেই দিব। কিন্তু ডাইচি যেহেতু ডান পাশে দিয়েছে, তাহলে বলা যায় সে অন্য দিক থেকে দেখেছে ভাস্কর্যটা। মানে, বিল্ডিংটা যেদিকে।"

"রুমিকো কুযুহারার অ্যাপার্টমেন্ট..."

"ওই বিল্ডিংয়ের দোতলায়। জানালার সামনে দাঁড়ালে ভাস্কর্যটা স্পষ্ট দেখতে পাবার কথা।"

"মিনেকো তাহলে ওকে ওই অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেছে।"

"সেটা ভাবাই কি যুক্তিসঙ্গত না? কিন্তু মিনেকো'কে জিজ্ঞেস করা হলে হয়তো বলবে, ছেলেকে ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রশিক্ষকের বাসায় নিয়ে গেলে কী সমস্যা?"

"আচ্ছা। ডাইচিকে নিয়ে যাওয়া মানে..."

বিষয়টার গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করে তোমাতসু। পেটের ভেতরে মোচড় দিচ্ছে এখন।

"ভবিষ্যতে কোনো একটা সময়ে ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকার ইচ্ছে ওর। তাই অভ্যাস করাচ্ছে ডাইচিকে।"

"তার পরিকল্পনা ঠিক কী, এটা বলতে পারব না। কিন্তু ডাইচি এবং রুমিকো কুযুহারার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তা নিশ্চিত।"

"বুঝেছি," সাদা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে তোমাতসু। কেন যেন এখন আর শরীরে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না। "তোর কথা শেষ?"

"হ্যাঁ। যা বলার ছিল, বলেছি। ছবিগুলো আর নোটবুকটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে কাগা। "তোর হয়তো মনে হবে আমি শুধু শুধু নাক গলাচ্ছি তোদের পারিবারিক বিষয়ে। কিন্তু কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।" টেবিলে রাখা খালি বোতলটার দিকে সবশেষে হাত বাড়ায় কাগা।

"বোতলটা থাকুক," তোমাতসু বলে।

"থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

এক মুহূর্ত কিছু একটা ভাবে কাগা, এরপর হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

"অনেকক্ষণ ধরে বসে আছিস, ক্লান্ত লাগছে নিশ্চয়ই।"

"ঠিক আছি আমি। মানে, আমার শরীর ঠিক আছে," মৃদু হেসে বলে তোমাতসু।

জবাবে কেবল মাথা নাড়ে কাগা। "আমি তাহলে যাই।"

"সাবধানে যাস। ঘুমিয়ে পড়িস না আবার গাড়ি চালাতে চালাতে।"

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় কাগা, কিন্তু পরমুহূর্তে হঠাৎ পিছে ফিরে তাকায়।

"প্রথম প্রশ্নটার জবাব জানতে ইচ্ছে করছে না?"

"কোন প্রশ্ন?"

"তুই শুরুতে বলেছিলি আমি এত প্রশ্ন করছি কেন, তখন বলেছিলাম যে সবশেষে বলবো।"

"ওহ, হ্যাঁ," মাথা নাড়ে তোমাতসু। খানিক বাদেই আবার মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দেয়। "না, সেটার দরকার নেই। আমি আর কিছু শুনতে চাই না তোর মুখ থেকে।"

এরকম বন্ধু না থাকাই ভালো ছিল, মনে মনে বলে ও।

"নিজের খেয়াল রাখিস," বলে হাঁটা দেয় কাগা।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খোলার শব্দ কানে আসায় থেমে যায় সে।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন?" মিনেকোর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বাইরে থেকে। তোমাতসুর কানে বড্ড বেশি উৎফুল্ল শোনায় সেটা।

"কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।"

"ওর নিশ্চয়ই সময় কাটছিল না, এজন্যে আপনাকে থেকে যেতে বলেছে। সরি, আমি জানি আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন।"

"আরে না, ওকে সুস্থ দেখে ভালো লেগেছে। ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি এভাবে দেখতে পাব। আবার আসব একদিন।"

"ধন্যবাদ।"

কাগা চলে গেলে মিনেকো'কে দেখতে পেল তোমাতসু।

"কী নিয়ে কথা হলো তোমাদের?" হেসে জিজ্ঞেস করে সে। মুখটা ঈষৎ রক্তিম দেখাচ্ছে এখন।

"অনেক কিছু। তুমি কোথায় কেনাকেটা করতে গিয়েছিলে? সময় লাগলো বেশ।"

"সরি, আসলে মি. কাগা ছিলেন তো, সেই সুযোগে একটু বেশি কেনাকাটা করে ফেলেছি। পরে আবার কখন যেতে পারব, ঠিক নেই।"

বইঘর.নেট

"তাই?" স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে তোমাতসু। "ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ক্লাসে যাওনি?"

"কী?" অপ্রস্তুত স্বরে বলে মিনেকো। চেহারায় লজ্জার ছাপ।

"ক্লাস কেমন যাচ্ছে?"

"ওহ...ওখানে অনেকদিন যাইনি। এরকম সময়ে তো যাওয়াও যায় না।"

রুমের মধ্যে ইতস্তত এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে মিনেকোর দৃষ্টি, অবশেষে এক জায়গায় স্থির হলো সেটা। কাগা যেখানে ইলেক্ট্রোলাইটের বোতলটা রেখে গেছে।

তোমাতসুও সেদিকে তাকালো। একবার চোখাচোখি হলো ওদের।

"ফুলগুলোর পানি বদলে দেই," বলে জানালার পাশে রাখা ফুলদানিটা তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল মিনেকো।

সেদিকে তাকিয়ে তোমাতসু মনে মনে বলে, *কেন? কেন অন্য এক নারীর সাথে এরকম সম্পর্কে জড়ালে তুমি? তার জন্যে আমাকে খুন করতেও রাজি?...*

প্রশ্নগুলো করার পর তোমাতসুর মনে হলো মিনেকোর জবাব শুনতে পাচ্ছে ও। *দোষ তো তোমারই। বদলে গেছ একদম? আমার জন্যে কিছু করো এখন? কাজই তোমার জীবনের সব? আমি এমন কাউকে বেছে নিয়েছি, যে আমাকে ভালোবাসে।*

কিছুক্ষণ পর ফুলদানিটা হাতে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মিনেকো। তোমাতসুর দিকে না তাকিয়ে সোজাসুজি জানালার কাছে হেঁটে গেল সে। ফুলদানিটা আগের জায়গায় নামিয়ে রেখে ফুলগুলো ঠিক করতে লাগল।

"এই ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিঙ্কের বোতলটা," তোমাতসু বললো। "কাগা নিয়ে এসেছিল। তুমি নিশ্চয়ই জানো ও এটা কোত্থেকে কিনেছে, তাই না?"

থমকে গেল মিনেকো। এখনও জানালার দিকে মুখ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। নিশ্চল।

"দুর্ঘটনার পরদিন সকালে আমাদের বাসার রাস্তায় গিয়েছিল ও। তোমার ফেলে দেয়া ময়লার ব্যাগ থেকে বোতলটা তুলে এনেছে।"

পেছন থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে মিনেকো।

"ও একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ। চাইলে কিন্তু তদন্ত করে অনেক কিছু জানতে পারত। এই বোতলের রহস্যও ভেদ করতে পারত হয়তো।"

বেডের দিকে ফিরল মিনেকো। তার দৃষ্টিতে একই সাথে ভয়, ঘৃণা আর আফসোসের উপস্থিতি টের পেল তোমাতসু। কিছু বললো না সে। ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

"চলে যাও," শান্তকণ্ঠে বলে তোমাতসু। "আর আসার দরকার নেই কাল থেকে।"

ও টের পাচ্ছে যে কিছু একটা ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে মিনেকোর ভেতরে। কিন্তু তার অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন এলো না। অঙ্গভঙ্গিও আগের মতো। তোমাতসু বুঝতে পারল যে ও নিজে সেই তুলনায় অনেক বেশি অস্থির। *লজ্জা নেই ওর একটুও*, মনে মনে ভাবল।

মুখে নোহ মুখোশের মতো অভিব্যক্তি মিনেকোর। লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে এগোচ্ছে । জুতোর খটখট শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ছোট্ট কেবিনটায়। সে চলে যাওয়ার পরেও শব্দটা কানে বাজতে লাগল তোমাতসুর।

হিম বহ্নি

বইঘর/দ্বীপ

১

১ আগস্ট, দুপুর ২:৪০

তানুমাদের বাসার সামনে দিয়ে বাজার শেষে ফিরছিল হিরোমি কিজিমা।

সাদা একটা গাড়ি গ্যারেজে ঢুকছিল সেই সময়ে। চালকের আসনে মিয়েকো তানুমা'কে দেখে থমকে গেল হিরোমি।

কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামে মিয়েকো। পরনে উজ্জ্বল লাল রঙের টিশার্ট আর ধূসর স্কার্ট। হাঁটুর নিচ থেকে বের হয়ে থাকা সুগঠিত, ফর্সা পা জোড়া রোদে আরো ফর্সা দেখাচ্ছে।

মিয়েকোও হিরোমি'কে খেয়াল করলো এসময়। ক্ষণিকের জন্যে বিস্ময় ভর করে তার দৃষ্টিতে।

"সেদিন সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ," হিরোমি বলে।

"ওহ..." বিভ্রান্ত শোনায় মিয়েকোর কণ্ঠস্বর।

"ওই যে, ময়লার ব্যাগ জোড়া লাগাতে সাহায্য করেছিলেন।"

হিরোমির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না যে কিছু বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর সে বলে, "আচ্ছা! সেটা কোনো ব্যাপার না।" এবারে মুখে হাসি ফোটে তার।

"আমার অনেক উপকার হয়েছিল। কোন বিড়াল যে কাজটা করেছে।"

কয়েক দিন আগে হিরোমি কিজিমা তার বাড়ির যাবতীয় ময়লা একটা ব্যাগে ভরে সামনে রেখে দিয়েছিল আবর্জনা সংগ্রহকারী ট্রাকের লোকদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু সকাল বেলা কোথাকার কোন বিড়াল এসে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। ব্যাগটাও ছেড়া ছিল জায়গায় জায়গায়। হিরোমি ভাবছিল নতুন একটা ময়লার ব্যাগ বের করবে কিনা, কিন্তু তখন মিয়েকো তানুমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাগে টেপ লাগাতে সাহায্য করে।

"কিছু কিনতে বের হয়েছিলেন নাকি?" গ্যারেজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে হিরোমি। গাড়ির সামনের দিক থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে। খুব সম্ভবত এসি চলছিল এতক্ষণ।

"না, এমনি একটু ঘুরতে বের হয়েছিলাম।"

বইঘর.নেট

"তাই নাকি? গাড়ি থাকলে আসলে সুবিধা। বিশেষ করে এরকম আবহাওয়ায়।" মুখের সামনে হাত নিয়ে পাখার মতো নাড়তে নাড়তে কথা বলছে হিরোমি। তাদেরও গাড়ি আছে, কিন্তু সেটা তার স্বামী অফিসে নিয়ে যায়।

আরো কিছুক্ষণ কথা বলার ইচ্ছে ছিল হিরোমির, কিন্তু মিয়েকো'র খুব সম্ভবত তাড়া আছে। বারবার গাড়ি এবং দরজার দিকে তাকাচ্ছে সে।

"ঠিক আছে, আসছি তাহলে," বলে বাউ করে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করে হিরোমি। কপালের ঘাম চোখে এসে পড়ছে। তার স্কুল পড়ুয়া ছেলের জন্যে দেড় লিটারের উলং চায়ের যে বোতলটা কিনেছে, সেটা বেশ ভারি। এছাড়াও পাঁচ কেজি চালের একটা প্যাকেট আছে আরেক হাতে। বাজারের ব্যাগটা যেন ওর আঙুল কেটে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর পাঁয়তারা করেছে।

দুপুর ৩:১০

প্রতিদিন একই রুটে পুরোনো খবরের কাগজ সংগ্রহ করে নাকাই তোশিকো। কিন্তু আজ বেশ কষ্ট হচ্ছে কাজটা করতে। রোদ এত বেশি যে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। মাথায় চওড়া একটা হ্যাট পরেছে, তবুও সুবিধা করে উঠতে পারছে না।

'তানুমা' লেখা একটা বাড়ির সামনে থামে সে। এই পরিবার শুধু সকালের খবরের কাগজ নেয়।

গেটপোস্টের বাইরে লাগানো ইন্টারকমের সুইচে চাপ দিল সে। মিসেস তানুমার বয়স খুব বেশি না। বাচ্চা ছোটো হওয়াতে কখনোই খুব একটা বাইরে যায় না সে। গাড়িটাও গ্যারেজে পার্ক করা দেখল নাকাই।

প্রতিদিন ইন্টারকম চাপার কিছুক্ষণের মধ্যে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে স্পিকারে। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম হলো সেই ঘটনার। দীর্ঘ একটা সময় অপেক্ষার পরেও ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেল না নাকাই। তবুও সাবধানতার খাতিরে আরো একবার ইন্টারকম বাটনে চাপ দিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পুরোনো খবরের কাগজ ভর্তি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আবারও রাস্তায় নেমে পড়ে। প্রচণ্ড গরম, কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার জো নেই। এর মধ্যেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সন্ধ্যা ৭:০৫

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাযুকো সাকাগামির সাথে কথা বলছে ইয়োজি তানুমা।

"মি. তানুমা, অফিস থেকে ফিরছেন নিশ্চয়ই," কাযুকোই প্রথমে আলাপ শুরু করে। গৃহিণী সে। পাশেই একটা বাড়তে থাকে। ইয়োজির সাথে খুব বেশি কথা হয়নি, তবে মিয়েকোর সাথে ভাব আছে তার। পাইপ দিয়ে বাগানে পানি দিচ্ছে সে। সচরাচর সন্ধ্যায় কেউ বাগানে পানি দেয় না। কিন্তু মিয়েকো বলেছিল সকালের রোদে বের হতে চায় না ভদ্রমহিলা।

"জ্বি, শুভ সন্ধ্যা," ইয়োজি তানুমা বলে তার উদ্দেশ্যে। "বেশ গরম আজকে।"

"প্রচণ্ড," কাযুকো সাকাগামি মাথা নাড়ে।

বাকি পথে আর কারও সাথে দেখা হয়না ইয়োজির। এই এলাকাটা স্টেশনের একদম কাছেই। কিন্তু স্টেশনের সামনে দোকানগুলোতে প্রচুর ভিড় থাকলেও, ঠিক পেছনের এই আবাসিক এলাকায় সচরাচর কেউ আসে না। বিশেষ করে মাঝ গ্রীষ্মের পিচ-গলা গরমে।

অফিসে যাওয়ার সময় যেরকমটা দেখে গিয়েছিল, বাইরে থেকে সেরকমই লাগছে মাঝারি আকৃতির বাড়িটা। সামনে কয়েকটা ফুলের টব বসানোর মতো ছোটো একটা খালি জায়গা। দুই বছর আগে ত্রিশ বছর মেয়াদি ঋণে বাড়িটা কেনে ও।

প্যান্টের পকেট হাতড়ে চাবির রিংটা বের করে আনে ইয়োজি। মোট তিনটা চাবি আছে এখানে। দু'টো সামনের দরজার। একটা পেছনের দরজার। সাধারণত সামনের দরজাই ব্যবহার করে ওরা। আলো কমে যাওয়ায় কি-হোলটা খুঁজে পেতে একটু সময় লেগে গেল ওর।

দরজা খোলার পর খেয়াল করলো ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাধারণত অফিস থেকে ফেরার পর 'এসেছো তুমি?' বলে রান্নাঘর থেকে হাঁক দেয় মিয়েকো। এরপরেই পেছনের জাপানি নকশার ঘরটা থেকে টলমল পায়ে ওর দিকে দৌড়ে আসে এক বছর বয়সি ইউতা।

কিন্তু আজকে সেরকম কিছু হলো না।

"অ্যাই, মিয়েকো!" ডাক দেয় ইয়োজি।

তবে কোনো জবাব আসে না। শুধু ওর নিজের কণ্ঠস্বরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে খালি করিডোরে। আরো একবার জোরে ডেকে ওঠে ও।

"মিয়েকো, আছো ভেতরে?" ওর কণ্ঠস্বর সম্ভবত প্রতিবেশীরাও শুনতে পাচ্ছে এখন।

যেমনটা ভেবেছিল, কোনো জবাব আসে না। জুতো খুলে রান্নাঘরে গিয়ে আলো জ্বালায় ইয়োজি। টবিলে একটা গ্লাস আর সকালের খবরের কাগজ রাখা। সামনের জানালার পর্দাগুলো দু'পাশে টেনে রাখা হয়েছে। বাইরের

খালি জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বালানোর কারণে বাইরে থেকেও ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাওয়ার কথা।

ব্রিফকেসটা চেয়ারে নামিয়ে জাপানি নকশার ঘরটার দিকে হেঁটে যায় ইয়োজি। কিন্তু মিয়েকো বা ইউতা কেউ নেই সেখানে। বাচ্চাদের ছোটো খাটটার উপরে এখনও কম্বলটা ভাঁজ করে রাখা। তাতামি ম্যাটের উপরে একটা টেডি বিয়ার গড়াগড়ি খাচ্ছে।

এরপর করিডোরে বের হয়ে বাথরুমের দরজাটা খুললো ও।

মিয়েকো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে।

২

ছোটো ঘরটায় রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছে ডিটেকটিভদের। ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ সদস্যও আছে বেশ কয়েকজন। কারও বয়স বেশি, কারও কম। ইয়োজি তানুমা ডাইনিং রুমে একটা চেয়ারে বসে সবাইকে দেখছে। চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি তার। কী তদন্ত চলছে, কীরকম আলামত সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই ওর।

পুলিশকে ফোন দেয়ার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। পুরোটাই এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে ওর কাছে।

মারা গেছে মিয়েকো। নিথর দেহটা একদম ঠান্ডা। তা সত্ত্বেও তার নাম ধরে ডাকতে থাকে ইয়োজি। মনে মনে আশা করছিল কোনো জাদুবলে যদি জেগে ওঠে।

"মি. তানুমা?" করিডোর থেকে কেউ ওর নাম ধরে ডাকল এসময়।

ঘুরে তাকিয়ে বেশ লম্বা-চওড়া একজন ডিটেকটিভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ইয়োজি। চোখের দৃষ্টি শান্ত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। ত্রিশ-একত্রিশ হবে বয়স।

"আপনি কি একটু দোতলায় আসতে পারবেন?"

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ায় ইয়োজি। সিসার মতো ভারী মনে হচ্ছে পুরো শরীর।

দ্বিতীয় তলায় দু'টো রুম। এর মধ্যে একটা তুলনামূলক বড়, প্রায় ছয় তাতামি ম্যাটের(জাপানে তাতামি ম্যাট অনেক সময় পরিমাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১ তাতামি ম্যাট=১৬.৫ বর্গফুট) মতো চওড়া। এটা ইয়োজি আর মিয়েকোর বেডরুম। আর চার তাতামি ম্যাটের ছোটো ঘরটা বাচ্চাদের কথা মাথায় রেখে বানানো। আরো একটা সন্তান নেয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের।

বেডরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইয়োজির উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে ডিটেকটিভ। "এদিকে আসুন, প্লিজ।" ভেতরে ঢুকে রুমের চারপাশে আবারও তাকালো ও।

পুলিশকে ফোন দেয়ার পর ইয়োজি খেয়াল করে যে এই ঘরটা একদম এলোমেলো। ওয়ার্ড্রোবের সবগুলো ড্রয়ার খোলা। ভেতরের কাপড়-চোপড়

বইঘর.নেট

এলোমেলো। তবে মিয়েকোর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তানুমা পরিবারের সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে রাখা হতো।

"চেকবইটা খোয়া গেছে, না?" জিজ্ঞেস করে ডিটেকটিভ।

"আর কিছু নগদ ইয়েন," ইয়োজি বলে।

"কোথায় রেখেছিলেন?"

"ড্রেসিং টেবিলের মাঝের ড্রয়ারে। সংসারের খরচ ওখানেই রাখত আমার স্ত্রী।"

"কত ইয়েন হতে পারে..."

"প্রায় ১০০,০০০ ইয়েন। নাহ, আরো কম হবে খুব সম্ভবত। ব্যাংক থেকে ১০০,০০০ ইয়েন তুলেছিলাম গত মাসের শেষ দিকে। কিছুটা নিশ্চয়ই খরচ হয়ে গেছে।"

"আর কিছু হারিয়েছে?"

"মনে হচ্ছে না..."

"তবুও, দেখুন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও হারাতে পারে।"

আমার ছেলে আর স্ত্রী'র চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কী হতে পারে, কথাটা বলতে গিয়েও বললো না ইয়োজি। এখন এসব বলে কোনো লাভ নেই।

"এই ওয়ার্ড্রোবে সাধারণত কী রাখেন আপনারা?"

"কাপড়। মেঝেতে ওগুলোই পড়ে আছে এখন।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"জ্বি।"

মাথা নাড়ে ডিটেকটিভ। পুরু ভ্রু জোড়া কুঁচকে চারপাশে তাকাচ্ছে সে। চোখ দু'টো কাছাকাছি চলে আসায় অনেকটা বিদেশিদের মতো দেখাচ্ছে তাকে এখন। লোকটার অনুসন্ধানী চোখ জোড়া কী খুঁজছে, তা বুঝতে পারল না ইয়োজি।

"আজ সকালে কি ছেলের সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?" অবশেষে মুখ তুলে জানতে চায় ডিটেকটিভ।

"হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।" নিজের বলা কথাটা নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনায় ইয়োজির। এক বছর বয়সি কারো সাথে কেউ 'দেখা করে' না।

"তার পরনে কী ছিল, মনে আছে?"

"কী যেন পরে ছিল...সাদা একটা পোশাক খুব সম্ভবত।"

"ওপাশে চলুন," বলে পাশের ঘরটায় চলে গেল ডিটেকটিভ।

ভেতরে ঢুকেই ডান পাশে ছোটো একটা কেবিনেট। একই সাথে ওয়ার্ড্রোব এবং আলমারি কাজ করে সেটা। উপরের ড্রয়ারটা খুলে ভেতরে উঁকি দেয় ডিটেকটিভ। ইউতার জামাকাপড় রাখা সেখানে।

"আপনার ছেলের সব পোশাক কি এখানেই রাখা হয়?" জিজ্ঞেস করে সে।

"জ্বি।"

"একটু দেখে বলতে পারবেন কোন জামাটা নেই? এখানে যেটা থাকবে না, আপনার ছেলের পরনে হয়তো সেটাই আছে এখন।?"

তাই কি? ইয়োজি ভাবে। ড্রয়ারের পোশাকগুলো উলটেপালটে দেখতে শুরু করলো এরপর। বেশ কয়েকটা একদম নতুন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে একবারও পড়া হয়নি।

"সবুজ হাতি আঁকা একটা জামা দেখছি না।"

"সবুজ হাতি?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছটায়। কিছুদিন আগেই কিনে এনেছিলাম। আমার স্ত্রী'র খুব পছন্দ হয় জামাটা। প্রায়ই পরাতো ওকে।"

ইয়োজির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নোটবুকে টুকে নিল ডিটেকটিভ। এই সুযোগে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ও। সেখানেও গিজগিজ করছে পুলিশ।

"আচ্ছা, আপনার ছেলে কি এখানে ঘুমায়?"

"কী?"

"আজকে খুব সম্ভবত এখানেই ঘুমিয়েছিল সে।"

"ওহ, তাই নাকি?" নার্ভাস ভঙ্গিতে আশপাশে তাকিয়ে বলে ইয়োজি। ডিটেকটিভ হঠাৎ এরকম একটা কথা কেন বললো বুঝতে পারছে না।

"ছোটো একটা কম্বল আছে এখানে," ডিটেকটিভ লোকটা জানালার সামনের মেঝে দেখিয়ে বলে। "ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু, এক বছর বয়সি একটা বাচ্চার ঘুমানোর জন্যে যথেষ্ট। ছোটো একটা বালিশও ছিল। কিন্তু ওটা আমাদের লোকেরা নিয়ে গেছে চুল সংগ্রহ করার জন্যে।"

"ওহ," বলে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাল চুলকায় ইয়োজি। "তাহলে বোধহয় এখানেই ঘুমিয়েছিল।"

"কেন?" ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করে ডিটেকটিভ।

"এটা আবার কেমন প্রশ্ন?"

"আমি বলতে চাচ্ছি, নিচতলায় জাপানি নকশার ঘরটায় তো বাচ্চাদের শোয়ার খাট আছে একটা। তাহলে সেখানে ঘুমালো না কেন?"

"সেটা..."

যুতসই কোনো জবাব মাথায় আসে না ইয়োজির। ডিটেকটিভ লোকটা এসব কেন জানতে চাচ্ছে, ভাবে ও। "এখানে ঘুমালে কি কোনো সমস্যা?"

বইঘর.নেট

"না, সমস্যা তো ওরকম কিছু না।" ছোটো ঘরটায় আরেকবার নজর বুলায় ডিটেকটিভ। জানালার উপরে স্থির হয় তার দৃষ্টি। "কিন্তু গরম লাগার কথা না? এই ঘরে এসি নেই। জানালাও বন্ধ। আজকে যেরকম গরম পড়েছিল, দিনের বেলা তো বয়লার ঘরের মতো লাগার কথা।"

"ওহ আচ্ছা, এজন্যে জিজ্ঞেস করেছেন!" এবারে জোরে জোরে মাথা নাড়ে ইয়োজি। "হ্যাঁ, আসলেও গরম ঘরটা। কিন্তু ওকে এখানে শুইয়ে দিলে বেডরুমের দরজাটা খুলে রাখি আমরা। এসির বাতাস আসে ভেতরে। বাসাটা তো ছোটো আমাদের। তখন বেশ ঠান্ডা হয়। বাচ্চাদের ঘুমের জন্যে একদম আদর্শ। নাতিশীতোষ্ণ।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রী যেহেতু নিচতলায় ছিলেন, বাচ্চাকে ওখানেই চোখে চোখে রাখতে পারতেন।"

"হয়তো উপরতলায় আসার ইচ্ছে ছিল ওর।"

"কেন?"

"কাপড় শুকাতে দেয়ার জন্যে হয়তো..."

"হতে পারে। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোখে পড়েছে আমাদের।"

"তাই? জানতাম না।"

"কিন্তু কাপড় ধোয়ার সময় তো নিচেই ছিলেন, তখন কি বাচ্চাকে উপরতলায় শোয়ানোর দরকার ছিল? আচ্ছা থাক, বাদ দিন। এটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়।"

ডিটেকটিভ কথাটা বললো ঠিকই, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না এত সহজে হাল ছাড়বে। তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয় ইয়োজির পক্ষে। একমাত্র মিয়েকোই জানে সত্যটা।

"আরেকটা কথা, আপনাদের বাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ কি বন্ধ করা হয়েছিল?" ডিটেকটিভ জিজ্ঞেস করে।

"না তো, কেন?"

"নিচতলার মাইক্রোওয়েভের ঘড়িটা ব্লিঙ্ক করছে। ভিসিআরের ঘড়িটাও।"

"ওহ," ঠোঁট ভেজায় ইয়োজি। "দুই তিনদিন আগে সার্কিট ব্রেকার পড়ে গিয়েছিল। তখন বোধহয়..."

"বুঝতে পেরেছি।" মাথা নাড়ে ডিটেকটিভ।

"কাগা," নিচতলা থেকে কেউ ডাক দেয় এসময়।

"আমি উপরে," লম্বা ডিটেকটিভ জবাব দেয়।

তাহলে উনার নাম কাগা, ভাবে ইয়োজি।

"মি. তানুমা'কে নিয়ে এখানে আসবে একটু?"

"আসছি," বলে ইয়োজির দিকে তাকায় কাগা। "চলুন তাহলে?"

মাথা নেড়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় ইয়োজি।

মুরাকোশি নামের ধূসর চুলের একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। তার দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভবত বয়স্ক অফিসারের অধস্তন তারা। একজনের ঠোঁটে সিগারেট। খালি বিয়ারের ক্যান অ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করছে।

"আমরা আশপাশে তল্লাশি চালিয়েছি, কিন্তু আপনার ছেলের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তল্লাশি চালু থাকবে। তবে আমাদের ধারণা, খুনিই নিয়ে গেছে তাকে," ডাইনিং রুমে দাঁড়িয়ে নিরাবেগ কণ্ঠে কথাগুলো বললো ইন্সপেক্টর মুরাকোশি।

এর জবাবে কী বলবে বুঝতে পারল না ইয়োজি। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বললো, "তাহলে কি অপহৃত হয়েছে ও?"

"এখনই বলা সম্ভব নয়, তবে সেটা মাথায় রেখেই অগ্রসর হতে হবে। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, একজন ডিটেকটিভ আজ এখানে থাকবে।"

"ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো," মুরাকোশির বাদামি চোখজোড়া ইয়োজির উপরে নিবদ্ধ। "আপনাদের বাসায় সাধারণত কারা আসে? যতজনের নাম মনে পড়ছে, বলতে পারেন।"

"আসলে দিনের বেলা তো আমি বাসায় থাকি না... কনভিনিয়েন্স স্টোরের ডেলিভারি ম্যান, ড্রাই ক্লিনারের লোক..."

"কনভিনিয়েন্স স্টোর, ড্রাই ক্লিনার," ওর কথার পুনরাবৃত্তি করে ইন্সপেক্টর। "এগুলোর নাম ঠিকানা বলতে পারবেন?"

"ফোনবুকে লেখা আছে নিশ্চয়ই।"

"আর কেউ?"

"আর..." মুখ তুলে তাকায় ইয়োজি। "খুনি কি এরকম মানুষদের মধ্যে কেউ হতে পারে?"

"আমরা এখনও জানি না," মাথা ঝাঁকায় ইন্সপেক্টর। "কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে হত্যাকারী আপনাদের পরিচিত।"

"এমনটা মনে হওয়ার কারণ?"

"আমাদের লোকেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে সবকিছু। সামনের দরজা দিয়ে ঢোকেনি খুনি, ভেতর থেকে লক করা ছিল ওটা। তবে পেছনের

দরজাটা খোলাই ছিল। খুব সম্ভবত সেখান দিয়ে ঢুকেছে। তখন আপনার স্ত্রী বাথরুমে ছিলেন-" এক মুহূর্তের জন্যে থামে ইন্সপেক্টর, এরপর আবারও বলে, "সেখানেই শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তাকে। সেটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল কিনা, তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে হত্যার জন্যে কোনো অস্ত্র যেহেতু ব্যবহৃত হয়নি, তাই ধরে নেয়া যায় হয়তো ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে ভেতরে ঢুকেছিল আততায়ী। কারণ পরেও খোঁজা যাবে। তবে আমরা অবাক হয়েছি শ্বাসরোধ করার ধরনে। পেছন থেকে নয়, বরং সামনে থেকে গলা চেপে ধরে মারা হয়েছে উনাকে।"

"সামনে থেকে..."

"এর অর্থ বুঝতে পারছেন? অচেনা কেউ যদি হুট করে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে, আমরা কিন্তু চেষ্টা করবো তাকে কাছে ঘেষতে না দেয়ার। সতর্ক হয়ে যাব।"

"হয়তো ও বুঝতেই পারেনি যে কেউ ভেতরে ঢুকেছে..."

"সেক্ষেত্রে তো উনাকে পেছন থেকে শ্বাসরোধ করা হতো। আরেকটা ব্যাপার, খুব একটা বাধাও দেননি আপনার স্ত্রী। অর্থাৎ, তিনি আশাই করেননি যে এরকম কিছু হতে পারে। একদম হুট করে তার গলা চেপে ধরা হয়েছে।"

"তাহলে আমাদের পরিচিত কেউ কাজটা করেছে?"

"পুরোটাই ধারণা মাত্র," বলে মাথা নাড়ে ইন্সপেক্টর।

সে আর কিছু জিজ্ঞেস না করায় বাসায় সাধারণত যারা আসে, তাদের নাম মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো ইয়োজি। কিন্তু অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পরেও ডেলিভারি ম্যান আর খবরের কাগজের লোক ছাড়া কারও কথা বলতে পারল না।

৩

রাতে কখন ঘুমিয়েছে, তা বলতে পারবে না ইয়োজি। ঘুম ভাঙার পর খেয়াল করলো একজন নয়, দু'জন ডিটেকটিভ বাসায় ছিল রাতে, কিন্তু তদন্তের সেরকম কোনো অগ্রগতি হয়নি।

"আমাদের ধারণা আজকে হয়তো যোগাযোগ করা হবে আপনার সাথে," ডিটেকটিভদের একজন বলে। জবাবে নীরবে কেবল মাথা ঝাঁকায় ইয়োজি।

ঘটনার ব্যাপারে এখনো কাউকে কিছু জানায়নি ও। ইন্সপেক্টর মুরাকোশির নির্দেশনা অনুসরণ করেছে ও। তিনি বলে যান যে অপরাধীর মূল উদ্দেশ্য কী, সেটা না জেনে কাউকে কিছু না বলাই ভালো। হয়তো পুলিশের মানার কারণেই কোনো খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়নি খবরটা।

কিন্তু এক সময় না এক সময় তো জানাতেই হবে। বিশেষ করে ওর পরিবার এবং মিয়েকোর পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলতে হবে এটা ভাবলেই মাথা ধরে যাচ্ছে।

বিকেলে ডিটেকটিভ দু'জন চলে গেল। তাদের জায়গায় কাগা থাকবে কিছুক্ষণ। ইউতার কোনো স্পষ্ট ছবি আছে কিনা জানতে চায় সে। গতকাল রাতে একটা ছবি দেয়া হলেও, সেখানে ইউতার মুখটা বেশি আলোর কারণে বোঝা যাচ্ছে না।

"একটু দাঁড়ান, একটা অ্যালবাম আছে সম্ভবত।" কথাটা বলার পর ইয়োজি বুঝতে পারল যে ও জানে না অ্যালবামটা কোথায় রাখা। শুধু এটুকু মনে আছে যে অ্যালবামের প্রচ্ছদ লাল। ইউতা হওয়ার পর কেউ উপহার দিয়েছিল সম্ভবত। ডিজপোজেবল ক্যামেরা দিয়ে ইউতার বেশ কয়েকটা ছবি তোলে তখন মিয়েকো। কেউ বেড়াতে এলেই সেই ছবিগুলো আগ্রহ নিয়ে দেখাত সে। তবে ইয়োজির ধারণা, বেশিরভাগ লোকই নতুন মা'কে খুশি করার জন্যে দেখত ওগুলো।

অ্যালবামটা গেল কোথায়?

বইঘর.নেট

দোতলার জাপানি নকশার ঘরটায় ঢুকে কেবিনেটটা খুলল ও। মিয়েকো প্রয়োজনীয় সব জিনিস এখানেই রাখে সাধারণত। কিন্তু ভেতরে সেলাই মেশিন, ইস্ত্রী করার টেবিল, নানারকম বাক্স আর কাগজের ব্যাগ এমনভাবে রাখা যে খালি কোনো জায়গাই নেই। কোনো কিছু একবার বের করা হলে সেটা আবার ঢুকিয়ে রাখতে সমস্যা হবে। অ্যালবামটা চোখে পড়লো না ওর।

"এখানে নেই?" কাগা নিচে থেকে উঠে এসেছে।

"অদ্ভুত তো, কোথায় গেল?" বিড়বিড় করে বলে পাল্লা বন্ধ করে দেয় ইয়োজি।

ডাইনিং রুমে ফিরে সে কাবার্ডগুলো খুলে দেখল। মিয়েকো প্রায় প্রায়ই এখানে টেবিলে বসে অ্যালবামটা দেখত। তাই আশপাশে থাকার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে খোঁজার পরেও জিনিসটা চোখে পড়লো না ওর। হতাশ ভঙ্গিতে ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলো ও।

"অ্যালবামটা কীরকম?" কাগা জানতে চায়।

"এই এত বড়," হাত দিয়ে চৌকো একটা বাক্স একে দেখায় ইয়োজি। "লাল রঙের। ইউতার সব ছবি ওটার ভেতরেই।"

"অ্যালবামটা কি এরকম মোটা?" ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল কাছাকাছি এনে দেখায় কাগা।

"জ্বি।"

"কালকে অন্য ঘরটায় দেখলাম না জিনিসটা?"

"কোন ঘরে?"

"জাপানি নকশার ঘরটা।"

"আসলেই?"

"তাই তো মনে হচ্ছে," মাথা নেড়ে বলে কাগা।

ইয়োজি আর কাগা একসাথে উঠে এলো দোতলায়।

"ওই তো," ওয়ার্ড্রোবের উপরে দেখিয়ে বলে ডিটেকটিভ। বাসার সবার মেডিকেল রিপোর্ট রাখার ফাইলটার পাশেই রাখা অ্যালবামটা।

"আরে, এই তো," হাত বাড়িয়ে ওটা নামিয়ে আনে ইয়োজি।

"আপনি জানতেন না?"

"আসলে সবকিছু আমার স্ত্রী-ই গুছিয়ে রাখে।"

সেখানেই অ্যালবামটা খোলে ইয়োজি। একদম ছোট্ট ইউতার ছবি প্রথমেই। বড়জোর এক সপ্তাহ বয়স হবে তখন। উদাম গায়ে আরাম করে ঘুমাচ্ছে।

ছবিটা দেখে ইয়োজি বুকের কাছে হঠাৎ চাপ অনুভব করলো। চোখে পানি চলে এসেছে আপনাআপনি। কিন্তু এখন কাঁদা যাবে না। কারণ, ইউতার কী হয়েছে, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।

যতটা নিরাবেগভাবে সম্ভব, অ্যালবাম থেকে তিনটা ছবি বের করে দিল।

"এগুলোয় চলবে?"

"জ্বি, চলবে। ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা, আপনারা কি কিছু জানতে পেরেছেন?"

ইয়োজির প্রশ্ন শুনে আস্তে করে মাথা ঝাঁকায় কাগা।

"আমরা এখনও তথ্য জোগাড় করছি। কোনো প্রত্যক্ষদর্শী আছে কিনা, সেটা খুঁতিয়ে দেখছি। এখন পর্যন্ত অবশ্য কাজে আসবে এমন কিছু জানা যায়নি..."

"ওহ, আচ্ছা।"

তবে কিছু না কিছু জানা যাবেই।

পকেটে হাত দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আনে কাগা। একদম নতুন প্যাকেট, আগে খোলা হয়নি।

"অ্যাশট্রে আছে কি?"

"না, আমরা কেউ ধূমপান করি না।"

"তাহলে তো আমারও করা উচিৎ হচ্ছে না," সিগারেটের প্যাকেটটা আবারও পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে কাগা। "যাইহোক, এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে খুনি কী করবে। ইউতা'কে সাথে নিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে তার। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে জানা যাবে সেটা।"

"তাই যেন হয়," ইয়োজি বলে।

কাগা চলে যাওয়ার পর আবারও উপরতলায় উঠে এলো ইয়োজি। অ্যালবামটা নিয়ে বসলো। সবগুলো ছবি মিয়েকোর তোলা। আজকের আগ পর্যন্ত কখনো মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখেনি ও।

কোনোটায় ইউতা ঘুমাচ্ছে, কোনোটায় কাঁদছে আবার কোনোটায় হাসছে। ছবিগুলোয় কেবলমাত্র ইউতাকে দেখা গেলেও মিয়েকোর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার ছাপ আছে লেগে আছে সবগুলোয়। ভীষণ আনন্দের সাথে কাজটা করতো সে। বুকের ভেতরে আবারও চাপ অনুভব করলো ইয়োজি।

ওরা দু'জন একই কোম্পানিতে চাকরি করতো। ডিপার্টমেন্ট অবশ্য আলাদা ছিল। কোম্পানির বার্ষিক হাইকিং কম্পিটিশনে দেখা হয় ওদের।

বইঘর.নেট

ঘুরতে ভালোবাসতো দু'জনই। বিয়ের আগে অনেক জায়গায় একসাথে ঘুরেছে, রাত কাটিয়েছে।

ওই দিনগুলো আর ফিরে আসবে না, ইয়োজি ভাবে।

বিয়ের পর খুব বেশি বেড়ানোর সুযোগ হয়নি ওদের। কয়েক মাসের মধ্যেই সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে মিয়েকো। আর ইউতা হবার পর তো দম ফেলার ফুরসত ছিল না।

আসলে এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা নেয়ার ইচ্ছে ছিল না ওদের। প্রথম কয়েক বছর নিজেদের মতো করে উপভোগ করতে চেয়েছিল জীবনটা। একসাথে পুরো বিশ্ব দেখার পরিকল্পনা করেছিল। তাই মিয়েকো সন্তানসম্ভবা, এটা জানার পরে বেশ কয়েকবার গর্ভপাতের ব্যাপারে আলাপ করে দু'জনে। কিন্তু ওদের বাড়তি বয়স বিবেচনায়, সেই পথে আর এগোয়নি। বলা যায় না, এরপর হয়তো সন্তান না-ও হতে পারে।

ইউতা পৃথিবীতে আসায় অখুশি হয়নি ওরা, কিন্তু অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, অনেক প্রিয় কাজ বাদ দিতে হয়েছে। দু'জনে একসাথে ঘুরে বেড়ানো তার মধ্যে একটা।

তবু ইয়োজি ভেবেছিল, সুখের সংসারই হবে ওদের। নিজেদের বাড়ি, সন্তান নিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন না করলেও ভালোভাবেই কেটে যাবে দিনগুলি। ওর ইনকামও খারাপ না।

গোটা অ্যালবাম ইউতার ছবি দিয়ে ভরে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু গত দু'মাসে নতুন কোনো ছবি যোগ হয়নি।

আমিও সুখী হতে চাই...

মিয়েকোর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পায় ইয়োজি।

৪

ঘটনার তিন দিন পর শেষকৃত্যের আয়োজন করা হলো। ময়নাতদন্তের কারণে দেরিটা হয়েছে মূলত। আগের দিন রাতে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে পুলিশ।

শুধুমাত্র মিয়েকোর জন্যে শেষকৃত্যের আয়োজন করলেও আগত অতিথিদের চেহারা দেখে ইয়োজি বুঝতে পারে যে তাদের অনেকেই ইউতার কথাও ভাবছে।

সাইতামায় থাকে ইয়োজির মা। গত কয়েক দিন ধরে টানা কেঁদে চলেছে সে। পুত্রবধূর মৃত্যুতে যত না কষ্ট পেয়েছে, নাতি নিখোঁজ হওয়ায় যেন কষ্টের পরিমাণ আরও বেশি।

তদন্তের অগ্রগতিও যতসামান্য। পুলিশের লোকদের বেশিরভাগেরই ধারণা অল্প সময়ের মধ্যে ইউতার মৃতদেহের সন্ধান মিলবে। গতকাল থেকে আর কেউ থাকছে না ইয়োজিদের বাড়িতে।

সন্ধ্যা ছ'টার কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরল ইয়োজি। সূর্য অস্ত যেতে বসলেও উত্তাপ কমেনি। মাটি থেকে ভাপ উঠছে রীতিমতো। শার্টের উপরের বোতামগুলো খুলে রেখেছে। স্যুট কাঁধে ঝোলানো। হাতের তালু ঘামে ভিজে চটচট করছে।

দরজার সামনে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। ডিটেকটিভ কাগা। সে-ও স্যুট খুলে ফেলেছে। ভদ্রলোক যে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, এটা দেখেই বোঝা যায়। পেটানো শরীর।

"আপনি কি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন নাকি?"

"না, কিছুক্ষণ আগেই এসেছি। কিছু প্রশ্ন ছিল।"

"তাহলে ভেতরে চলুন," বলে চাবি বের করে দরজা খুললো ইয়োজি।

ভেতরে ঢুকেই প্রথমে ডাইনিং রুমের এসি চালু করে দিল ও। এই ঘরটায় আর বেডরুমে এসি লাগানো হয়েছিল শুরুতেই। হাতের ভস্মদানিটা জাপানি নকশার ঘরে রেখে এলো। বাড়িতে কোনো বুদ্ধ বেদি নেই। কিনে ফেলতে হবে, ভাবে ইয়োজি। তবে খুব একটা ধার্মিক বলা যাবে না ওকে।

বইঘর.নেট

"আপনার ছেলের ব্যাপারে এখনও নতুন কোনো তথ্য হাতে আসেনি," ডাইনিং রুমের চেয়ারে বসে বলে কাগা।

"তাই?" ক্ষীণস্বরে বলে ইয়োজি। কালো টাইটা খুলে ফেলল গলা থেকে। উলটোদিকের চেয়ারটায় বসেছে ও। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু ফ্রিজ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার শক্তি নেই শরীরে।

"ওহ আচ্ছা, সেদিন পুরোনো খবরের কাগজ নিতে আপনাদের বাড়িতে এসেছিল একজন।"

"এটা জানতাম না। কখন?"

"তিনটার একটু পরে। তবে বেল বাজালেও কেউ দরজা খোলেনি। তাই সে ধরে নিয়েছে বাসায় কেউ নেই।"

"হয়তো বাইরে ছিল ও।"

"না, আসলে..." নোটবুকের দিকে তাকায় কাগা। "আড়াইটার দিকে আপনার স্ত্রী'র সাথে কথা বলেছে একজন প্রতিবেশী। তিনি জানান, গাড়ি চালিয়ে কোথাও থেকে ফেরেন তখন মিসেস তানুমা।"

"তাহলে কি..." ঢোক গেলে ইয়োজি। "খবরের কাগজ সংগ্রাহক যখন আসে, ততক্ষণে মারা গিয়েছিল মিয়েকো?"

"আপাতত তো সেরকমটাই মনে হচ্ছে," সাবধানি জবাব দেয় ডিটেকটিভ।

"বিকেল তিনটা," আপনমনে বলে ইয়োজি। *কী করছিলাম আমি তখন?*

"আপনার স্ত্রী গাড়ি চালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন, জানেন কি?"

"বাজারে হয়তো।"

"কিন্তু আমার সাথে আপনাদের যে প্রতিবেশীর কথা হয়েছে, তিনি জানালেন কোনো ব্যাগ ছিল না মিসেস তানুমার হাতে। কোথায় গিয়েছিলেন একথা জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে বলেন 'এমনি একটু ঘুরতে বের হয়েছিলাম।' সেটা কোথায় হতে পারে, কী মনে হয় আপনার?"

"জানি না। ব্যাংক, পোস্ট অফিস বা সরকারি অফিস–যে-কোনো কিছু হতে পারে।"

"কিন্তু ওগুলোর কোনোটাই তো খুব বেশি দূরে না। গাড়ি নিয়েছিলেন কেন?"

"এখন তো অনেক গরম," একটু ভেবে বলে ইয়োজি।

"তা ঠিক," কাগা সায় দেয়। "উনি এসব জায়গায় কেন যেতে পারেন বলে আপনার ধারণা?"

"আসলে বাড়ির সব দায়িত্ব ওর কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছিলাম আমি...তাই বলতে পারছি না, সরি," ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বাউ করে ইয়োজি।

"সব পুরুষদেরই একই কথা।"

"আসলে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়," কথাটা বলামাত্র ইয়োজি বুঝতে পারল ভুল করে ফেলেছে। অজুহাতের মতো শোনাচ্ছে।

"আপনার স্ত্রী বেশ কয়েকদিন ধরেই এই সময়টায় বাইরে যাচ্ছিলেন।"

"মানে..."

"প্রতিবেশীদের অনেকেই দেখেছে। খুন হওয়ার আগের দিনও বের হয়েছিলেন তিনি।"

"তাহলে ডিনারের জন্যে কেনাকাটা করতে যেত আর কি।"

"নাহ, আমার তা মনে হয় না।"

কাগার আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল ইয়োজি। এসময় জাদুকরদের মতো টেবিলের নিচ থেকে একটা জিনিস বের করে আনে কাগা।

সুপারমার্কেটের ব্যাগ।

"এটা মারিউচি সুপারমার্কেটের ব্যাগ, চেনেন বোধহয়? এখান থেকে হেঁটে যেতে কয়েক মিনিট লাগে। আপনার স্ত্রী ওখান থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেন প্রতিদিন। ওখানকার কর্মীদের অনেকেই চেনে উনাকে। তাছাড়া, আপনাদের ময়লার ঝুড়িতে ওখানকার রিসিটও পেয়েছি," ময়লার ঝুড়ি দেখায় কাগা।

ওর অগোচরেই ময়লার ঝুড়ি ঘেঁটে দেখেছে পুলিশের লোকেরা। তবে খুনের তদন্তে এমনটা করা স্বাভাবিক, বোঝে ও। তবুও বিষয়টা ভালো লাগল না একদমই।

"আপনার স্ত্রী কোথায় যেতেন তখন, কোনো ধারণা আছে?"

"আসলে, আমার মাথায় কিছু আসছে না," ঢোক গিলে বলে ইয়োজি।

"সাথে নিশ্চয়ই ইউতাকেও নিয়ে যেতেন উনি।"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

"সেক্ষেত্রে যাওয়ার মতো জায়গা সীমিত। বাচ্চা-কাচ্চা সাথে নিয়ে যাওয়া যায়, এই তল্লাটে এমন জায়গা নেই বললেই চলে।"

নীরবে মাথা নাড়ে ইয়োজি। মিয়েকো প্রায়ই এটা নিয়ে অভিযোগ করতো। বাচ্চা নিয়ে কোথাও যাওয়ার সুযোগ ছিল না তার। নামি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের শো-রুম, দামি রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল–গত প্রায় দুই বছর ধরে

বইঘর.নেট

কোথাও যেতে পারেনি সে। বলতো, "তুমি সব কাজ চাপিয়ে দাও আমার উপরে।"

"তাহলে ধারণা নেই আপনার?"

"আমি ওর বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলে দেখব," থুতনিতে হাত বুলিয়ে বলে ইয়োজি।

"খুব ভালো হবে তাহলে।"

এখন আশা করি উঠবে উনি, ভাবে ইয়োজি।

"আপনি তো একটা মেশিনারিজ ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন?" হঠাৎই কথার বিষয় পরিবর্তন করে কাগা। "ইতাবাশির একটা ফ্যাক্টরিতে সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, তাই তো?"

"জ্বি।" *এই লোক হঠাৎ আমার কাজের ব্যাপারে কথা বলছে কেন?*

নোটবুক খোলে কাগা।

"ঘটনার দিন সকাল বেলা শিবায় এক ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে যান আপনি। ফ্যাক্টরিতে ফেরেন দু'টার দিকে। তিনটার পর আবারও বের হয়ে ওমিয়ার আশিদা ইন্ডাস্ট্রিজে যান। সাড়ে ছ'টার সময় ফিরে আসেন ফ্যাক্টরিতে। এরপর কাপড় বদলে বাসার উদ্দেশ্যে বের হন। ঠিক বলেছি?"

অবাক হয়ে যায় ইয়োজি। চোখ বড়ো বড় করে তাকায় ডিটেকটিভের দিকে।

ওর অভিব্যক্তি টের পেয়ে মাথা নিচু করে কাগা।

"আপনাকে না জানিয়েই ফ্যাক্টরিতে যোগাযোগ করেছিলাম, কিছু মনে করবেন না প্লিজ। এটা তদন্তেরই অংশ। ভিক্টিমের সাথে সম্পৃক্ততা আছে, এমন সবার ব্যাপারে খোঁজ নিতে হয়।"

"না, আমি কিছু মনে করিনি," হাতের উলটোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছে ইয়োজি। "আসলে ওদিন কী করেছিলাম, তা আমি নিজেই ভুলে গেছি। কিন্তু আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন। ফ্যাক্টরি থেকে আমাদের শিডিউল তৈরি করে দেয়।"

"হ্যাঁ, ওখানে সব রেকর্ড আছে," নোটবুকে চোখ বুলায় কাগা। "আমি শুধু একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই।"

"কী?"

"আপনার সহকর্মীদের সাথে কথা হয়েছে। সেদিন আশিদা ইন্ডাস্ট্রিজে যাওয়ার সময় আপনি বলেছিলেন ওখান থেকেই বাসায় চলে যাবেন। সাথে করে বাড়তি কাপড়ও নেন। এটা কি সত্যি?"

"আসলে..." স্মৃতি হাতড়ে বলে ইয়োজি। "এরকমটা প্রায়ই হয়, সেজন্যেই বলেছিলাম বোধহয়।"

"কিন্তু এরপর আবার ফ্যাক্টরিতে ফিরে গিয়েছিলেন।"

"একটা কাজ করতে ভুলে গিয়েছিলাম...আশিদা ইন্ডাস্ট্রিজ আমাদের অফিসের কাছেই। তাছাড়া ওখান থেকে সরাসরি বাসায় এলে ফ্যাক্টরির গাড়িটা রাখতেও সমস্যা হতো।"

"ওহ হ্যাঁ, শুনেছি আপনি অফিসে আলাদা একটি গাড়ি ব্যবহার করেন। নিশান সানি ভ্যান, দুই পাশে কোম্পানির লোগো আঁকানো। দেখেছি ওটা।"

একথা বলছে কেন, আবারও ভাবে ইয়োজি।

"কিন্তু," কাগার কথা শেষ হয়নি এখনও। "আশিদা ইন্ডাস্ট্রিজে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সেখানে আপনি পৌঁছান পাঁচটার সময়। ইতাবাশি ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়েছিলেন তিনটায় আর ওমিয়ায় যান পাঁচটায়। কিন্তু গাড়ি চালিয়ে ওটুকু পথ যেতে সময় লাগার কথা আধা ঘণ্টা। কিন্তু আপনার বেশ দেরি হয়। কোথাও গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, বইয়ের দোকানে।"

"বইয়ের দোকান? কোথায়?" কলম হাতে নেয় কাগা।

"রিকো লেনের কাছে।" ঠিকানাটা জানায় ইয়োজি। বড়ো এই বইয়ের দোকানে প্রায়ই যায় ও। "আসলে আশিদা ইন্ডাস্ট্রিজের ওরা জানায়নি যে কখন যেতে হবে, তাই একটু বিরতি নিয়েছিলাম। একথা কাউকে বলা যাবে না কিন্তু।"

"কী বই কিনেছিলেন?"

"নাহ, সেদিন কিছু কিনিনি।"

ওর কথা শুনে নোটবুকে খসখস করে লিখছে কাগা।

"মাফ করবেন..." এসময় ইয়োজি বলে। ওর কথা শুনে মুখ তুলে তাকায় ডিটেকটিভ। কিছুটা রুক্ষ চাহনি তার। "আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন?"

"আপনাকে সন্দেহ?" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলে কাগা। "এটা কেন মনে হলো?"

"কারণ আমার ব্যাপারে বেশ ভালোমতোই খোঁজ নিয়েছেন আপনি। ফ্যাক্টরির পাশাপাশি ক্লায়েন্টদের সাথেও কথা বলেছেন।"

"তদন্তের সময় সব খুঁটিনাটি বিষয় জানতে হয় আমাদের। আলাদা কিছু করিনি," আগের ভঙ্গিতে বলে কাগা। তবে এবারে তার মুখের হাসি কিছুটা মেকি মনে হলো ইয়োজির।

"আসলেই?"

"জ্বি।"

চুপ হয়ে গেল ইয়োজি।

"শেষ একটা প্রশ্ন," তর্জনী উঁচিয়ে এসময় বলে কাগা।

"বলুন।"

"আপনার স্ত্রী'কে যখন বাথরুমে দেখতে পান, তখন তার পরনে কী ছিল এটা মনে আছে? আপনি সাদা টি-শার্ট আর শর্টসের কথা বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"আপনি বোধহয় অবাক হবেন শুনে," নোটবুক উলটে বলে ডিটেকটিভ। "কিন্তু আপনাদের এক প্রতিবেশী মহিলা জানিয়েছেন সেদিন দুপুরে মিসেস তানুমাকে লাল টিশার্ট পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন তিনি। উজ্জ্বল রঙটার কারণে স্পষ্ট মনে আছে তার। তাহলে ভেতরে গিয়ে সাদা টি-শার্ট গায়ে চাপালেন কেন তিনি?"

কথাটা শুনে অবচেতন মনে দুই হাত ঘষতে লাগল ইয়োজি। এসির তাপমাত্রা খুব বেশি কমানো নেই, তবুও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর।

"নিশ্চয়ই ঘেমে গিয়েছিল বাইরে। সেজন্যে বদলেছে।"

"কিন্তু গাড়িতে তো এসি ছিল, তাই না?"

"গাড়িটা অনেক পুরোনো। এসি ঠিক মতো কাজ করে না।"

"এরকম মৌসুমে তো তাহলে অসুবিধা হবার কথা।"

"ঠিকমতো কাজ করেনা বলেছি। পুরোপুরি নষ্ট হয়নি।" *আজকে পিছু ছাড়বে না মনে হয়*, এবারে বিরক্ত হচ্ছে ইয়োজি।

"লাল টি-শার্টটা ওয়াশিং মেশিনে পেয়েছি আমরা," কাগা বলে। "ওটা ধোয়ার ইচ্ছা ছিল তার।"

ওয়াশিং মেশিনের ভেতরেও দেখেছে নাকি, ভাবে ইয়োজি। বিরক্তি ভাবটা চাপতে কষ্ট হচ্ছে ওর। "ঘামে ভিজে গেলে তো ধোয়ারই কথা," আগের কথাই বললো আবারও।

"বিষয়টা অদ্ভুত না?"

"কী?"

"লাল টি-শার্ট কি অন্য কাপড়ের সাথে ধোয়া উচিৎ? রঙ লেগে যাবে তো।"

"ওহ," কিছু বলার উদ্দেশ্যে মুখ খোলে ইয়োজি। কিন্তু ততক্ষণে উঠে পড়েছে কাগা।

"আমি আসছি," বলে বাউ করে বেরিয়ে যায়।

৫

শেষকৃত্যের পরদিন অফিসে গেল ইয়োজি। বস অবশ্য বলেছিল চাইলে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে পারে বাসায়। কিন্তু সেখানে একদমই মন টিকছিল না।

"কিছু না করে বাসায় বসে থাকা কঠিন।"

ইয়োজির মুখে একথা শোনার পর আর আপত্তি করেনি ওর বস।

তবে ইয়োজি অনুরোধ করে ওকে যেন বাইরের কোনো কাজে পাঠানো না হয়। ক্লায়েন্টদের সামনে মুখ হাসি হাসি করে রাখার অবস্থায় নেই সে। একথাও মেনে নেয়া হয়।

এরপর সরাসরি মেটাল ম্যাটেরিয়ালস ল্যাব রুমে চলে আসে ও। এখানে মূলত কাস্টোমারদের জমা দেয়া স্যাম্পল নানা ধরনের পরীক্ষা করে ওরা। স্যাম্পল বলতে ওদের কোম্পানি যেসব মেশিন তৈরি করে, সেগুলো দ্বারা উৎপাদিত নানা ধরনের জিনিস। ঠিকঠাক তাপ পরিবাহিত হচ্ছে কিনা, ঘাটগুলো ঠিক আছে কিনা, পুরুত্ব সবজায়গায় একই কিনা–এসব। ভীষণ ক্লান্তিকর আর কঠিন কাজ। কিন্তু ইয়োজির হাত দু'টো চলতেই থাকে।

যে কাজটা ইয়োজি সবচেয়ে বেশি করলো, সেটা হচ্ছে যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট লেখা। এমন নয় যে খুব দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে হবে, কিন্তু ও চুপচাপ সেটাই করে চললো। কখনো গ্রাইন্ডারে একটার পর একটা যন্ত্রাংশ গ্রাইন্ড করছে তো কখনো মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে ছবি তুলছে। কেউ ঘাটাতে এলো না ওকে।

"তানুমা কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে, তাই না?"

ইয়োজি কাজ শুরু করার পরদিন বলে একজন।

"যখনই দেখি, কাজ করেই যাচ্ছে। কোনো কথা বলে না।"

"যা বয়ে গেল ওর উপর দিয়ে।"

"বাচ্চাটাকে তো পাওয়াও যায়নি এখনো।"

"ও বোধহয় ধরেই নিয়েছে যে পাওয়া যাবে না।"

বইঘর.নেট

"হতে পারে। যাইহোক, আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই। কাছে যেতেই অস্বস্তি লাগে আমার।"

"সবার আগে এসেছে ফ্যাক্টরিতে। আমি এসে দেখি ততক্ষণে কাপড় পালটে ফেলেছে ও। আবার সবার শেষে বাড়ি ফিরেছে। এই ওভারটাইমের তো পয়সাও পাবে না।"

"তানুমাকে কিন্তু লকার রুমে দেখিনি। ওখানে এটা-সেটা নিয়ে গল্প হতো।"

"এখন গল্প করার মতো মানসিক অবস্থায় নেই ও।"

তারা যখন কথা বলছিল, তখন মেটাল ম্যাটেরিয়ালস ল্যাবে একটানা কাজ করে চলেছে ইয়োজি।

৬

ঘটনার এক সপ্তাহ পর স্টেশন থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় ইয়োজির পাশে। মি. তানুমা বলে কেউ ডাক দেয় ওকে।

থেমে পেছনে ফিরে দেখে নীল সেডানটার ড্রাইভিং সিট থেকে কাগা মুখ বের করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

"গাড়ি উঠুন। আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব আমি।"

"কোথায়?"

"সেটা ওখানে গেলেই বুঝবেন," বলে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে দিল ডিটেকটিভ। "খুব বেশি সময় নষ্ট করবো না আপনার।"

"এটার সাথে কি মিয়েকোর খুন হবার কোনো সম্পর্ক আছে?"

"জ্বি," জোরে জোরে মাথা নাড়ে ডিটেকটিভ। "আসুন।"

না বলা সম্ভব না এরকম পরিস্থিতিতে। অগত্যা প্যাসেঞ্জার সিটে গিয়ে বসলো ইয়োজি।

গাড়ি চালু করলো কাগা। কিন্তু ইয়োজি খেয়াল করলো গিয়ার এমন ভাবে পাল্টাচ্ছে ডিটেকটিভ যেন এরকম গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত নয় সে।

"আজকে প্রচণ্ড গরম!" সামনের দিকে তাকিয়ে বলে কাগা।

"সহ্য করা কঠিন।"

"আপনাদের ওখানে এসি নেই?"

"অফিসে আছে, কিন্তু আমি তো কাজ করি ফ্যাক্টরিতে। ওখানে যে পোর্টেবল এসিগুলো আছে, সেগুলো ঠিকঠাক কাজ করে না। সব জায়গায় ঠান্ডা বাতাস পৌঁছায় না এই কারণে।"

"তাহলে তো মুশকিল," স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলে কাগা।

"মাফ করবেন মি. কাগা, কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি?" যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ইয়োজি।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব।"

ভুল বলেনি ডিটেকটিভ। একটু পরেই গাড়ির গতি ধীর হয়ে আসে। একটা বড়ো পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে সে।

বইঘর.নেট

সাথে সাথে ইয়োজি বুঝে ফেলে তার উদ্দেশ্য।

গাড়ি থামালেও ইঞ্জিন বন্ধ করেনি কাগা।

"খুব বেশি সময় লাগবে না। বাইরে গরম, আমরা ভেতরেই থাকি। পরিবেশবাদীরা দেখলে সমালোচনা করবে অবশ্য," হ্যান্ডব্রেক টেনে দেয় ডিটেকটিভ।

"এখানে এসেছেন কেন?" উত্তরটা জানা থাকলেও জিজ্ঞেস করে ইয়োজি।

"সেটা কি আসলেও ব্যাখ্যা করে বলতে হবে আপনাকে?" আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলে কাগা।

"কী? আমি তো কিছুই-"

"আপনার ছেলের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি আমরা।" ইয়োজি কথা শেষ করার আগে বলে কাগা।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে চোখ বন্ধ করে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় ও। হঠাৎ মনে হলো কাছেই কোথাও সাইরেন বাজছে বুঝি। শব্দটা বাড়তে বাড়তে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো একসময়। কিন্তু একটু পর যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই থেমে গেল আবার। বাস্তবতায় ফিরে এলো ইয়োজি। মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করলো, "কখন?"

"কিছুক্ষণ আগে," কাগা বলে। "আপনি ফ্যাক্টরি থেকে বের হওয়ার পরেই আমার কয়েকজন সহকর্মী আপনাদের লকার রুমে তল্লাশি চালায়। সেখানেই আপনার লকারে..."

ইয়োজির মনে হলো ওর শরীরের সমস্ত শক্তি শুষে নেয়া হয়েছে বুঝি। তবু কোনোমতে বললো, "তাহলে তো-"

কিন্তু এবারেও ওকে কথা শেষ করতে দিল না কাগা।

"এই সপ্তাহে আপনার উপরে নজর রেখেছিলাম আমরা। কারণ আমাদের বিশ্বাস ছিল আপনি হয়তো ছেলেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছেন, সেখানে যাবেন। ঘটনার দিন আপনি খুব বেশি সময় পাননি। অতটুকু সময়ে একটা লাশ লুকানো যায় না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আপনি হয়তো সাময়িকভাবে কোথাও রেখে এসেছেন, পরে কোনো একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কাজে ফেরার পরেও ফ্যাক্টরি থেকে বেরই হতেন না একদম। তখন আমার মনে হয় মিসেস তানুমা খুন হবার দিন একবার ফ্যাক্টরিতে ফিরে গিয়েছিলেন আপনি। তাই আন্দাজ করি লাশটা ফ্যাক্টরির ভেতরে এমন কোথাও আছে, যেখানে অন্য কেউ যায় না।"

"সেজন্যে লকার রুমে তল্লাশি চালান।"

"তবুও কিছুটা সন্দিহান ছিলাম আমরা। লকার রুমের মতো একটা জায়গায় লাশ লুকালে তো পচে গন্ধ বের হবার কথা। অন্য কর্মীদের নাকে সেই গন্ধ যাবেই।"

"তেমনটাই হবার কথা," ইয়োজি মাথা নেড়ে বলে। সেদিন ও নিজে একই কথা ভাবছিল।

"কিন্তু তদন্ত দলের সদস্যরা লাশটা উদ্ধার করার পর থ বনে যায়।"

পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় না, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবে ইয়োজি।

"রেজিন, তাই না?"

"থার্মোসেটিং রেজিন," ইয়োজি বলে। "আমাদের কাজে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।"

"টেকনিক্যাল লাইনে যারা কাজ করে, তাদের চিন্তাধারাই অন্যরকম," খানিকটা সমীহা এবং আফসোসের সুরে বলে কাগা।

"একদিন কৌতূহলের বসেই জানতে পারি বিষয়টা সম্পর্কে।"

"কিন্তু এখন তো কাজে ব্যবহার করেন।"

"হ্যাঁ।"

থার্মোসেটিং রেজিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা গরমে শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ঠান্ডা পরিবেশে ঘন তরল অবস্থায় থাকে। একবার শক্ত হলে আর তখন কিছু দিয়ে গলানো যায় না। ইয়োজি এবং ওর সহকর্মীরা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ পরীক্ষার সময় থার্মোসেটিং রেজিন ব্যবহার করে। একদম ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশগুলো হাত দিয়ে ধরতে অসুবিধা হয় বলে রেজিন লাগিয়ে কিছুটা বড়ো করে নেয়। তখন পরীক্ষা করতে সুবিধা হয়।

ঘটনার দিন:

ইয়োজি ইউতার মৃতদেহ একটা কালো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে লকার রুমে নিয়ে আসে। সেখানে লকারে লুকিয়ে রাখে ব্যাগটা। এরপর ওয়্যারহাউজে গিয়ে রেজিন ভর্তি একটা ড্রাম বের করে সেটায় বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিকের কয়েক ফোঁটা ঢেলে দেয়। রাসায়নিকটা রেজিনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করবে, যে কারণে শক্ত হয়ে যাবে ওটা।

লকার রুমে ফিরে সেই অর্ধ তরল রেজিন ছেলের মৃতদেহের উপরে ঢালতে শুরু করে ইয়োজি। কাজ শেষে কালো ব্যাগটা আবারও লকারে রেখে দেয়। কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে রেজিন পুরোপুরি শক্ত হতে। শরীরের পচন ঠেকানোর জন্যে রেজিনের একটা স্তরই যথেষ্ট। কিন্তু ইউজি আরও দু'বার সেই কাজের পুনরাবৃত্তি করে।

বইঘর.নেট

সেদিনকার কথা এখনও পরিষ্কার মনে আছে ওর। স্বচ্ছ রেজিনে মোড়ানো ইউতাকে পুতুলের মতো দেখাচ্ছিল। দৃশ্যটা মৃত্যুর আগ অব্দি কখনো ভুলতে পারবে না। এটাই ওর শাস্তি।

"আপনি কি শুরু থেকেই সন্দেহ করছিলেন আমাকে?" ইয়োজি জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে সায় দেয় কাগা।

"সেটা কি লাল টি-শার্টের কারণে?"

"ওটা একটা কারণ। এছাড়াও আরো বেশ কিছু ব্যাপারে খটকা লাগে আমার।"

"কীরকম?"

"আপনি মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলেন যে ইউতার পরনে কী থাকতে পারে। সবুজ হাতির ছবিওয়ালা সাদা টিশার্ট। এই কথাটা শোনার পরেই আমার মনে হয় আপনি বাসার সব কাজ স্ত্রী'র কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার মতো মানুষ নন। বিশেষ করে বাচ্চাকে বড়ো করার কাজ। সব বাবাই তাদের বাচ্চাদের ভালোবাসে, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই পোশাকের বিষয়টা মনে রাখে।"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন বলা যায়।"

"কিন্তু পরে আপনি ছবির অ্যালবামটা খুঁজে না পাওয়ার অভিনয় করেন। অথচ একদম চোখের সামনেই ছিল জিনিসটা। তখন আমার মনে হয় আপনি জোর করে উদাসীন সাজার চেষ্টা করছেন। সেখান থেকে মনে সন্দেহ দানা বাঁধে যে ইউতা কোথায় আছে, সেটা খুব সম্ভবত আপনার জানা আছে।"

"তাই নাকি? এখনও কিছু বিষয় কিন্তু ধরতে পারেননি," কাষ্ঠল ভঙ্গিতে হাসে ইয়োজি। ওকে দেখে নিশ্চয়ই করুণা হচ্ছে ডিটেকটিভের।

"তাছাড়া..."

"কী?"

"গোটা বাসায় একটা মাত্র রুমই তছনছ করা হয়েছে। বাকি ঘরগুলো একদম ঠিকঠাক। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও খুনি একমাত্র চেকবই ছাড়া আর কিছু নেয়নি। অথচ ব্যাংকে ফোন করে জানালেই তারা চেকটা বন্ধ করে দিবে।"

"আমারও একই সন্দেহ হয়েছিল, জানেন," লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলে ইয়োজি।

"কেন, কাজটা আপনি করেননি?"

"না।"

"তাহলে দোতলার ঘরে আপনার ছেলেকে কে ঘুম পাড়িয়েছিল?"

"সেটাও আমি না।"

"তাহলে আপনার স্ত্রী?"

"হ্যাঁ।"

এবারে গভীর ভাবনায় ডুবে যায় কাগা। কপালের ভাঁজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মস্তিষ্কের চাকাগুলো বনবন করে ঘুরছে। কিছুক্ষণ পর বিস্মিত ভঙ্গিতে মুখ তোলে সে।

"তাহলে আপনার স্ত্রী প্রথমে নাটকটা সাজান?"

"হ্যাঁ।"

"মাইক্রোওয়েভ আর ভিসিআরের ঘড়ি রিসেট করার জন্যে সার্কিট ব্রেকার নিজেই ফেলে দেন যেন মনে হয় বিদ্যুৎ চলে গেছিল কিছুক্ষণের জন্যে।"

"একদম বোকা ও," ইয়োজি বলে।

সেদিনের ঘটনা সব ভেসে ওঠে ওর মানসপটে।

৭

বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাড়ি ফেরে ইয়োজি। মিয়েকো'কে সকালে ফোন করে আগেই বলে দিয়েছে যে বাসায় একটা জিনিস রেখে গিয়েছে, তিনটার দিকে সেটা নিতে আসবে।

কিন্তু বাসায় ঢুকে ভেতরে মিয়েকো'কে কোথাও পায় না ও। ইউতারও সাড়াশব্দ নেই। এসি বন্ধ থাকায় পুরো বাসায় অস্বাভাবিক গরম। ইয়োজির মন কুডাক দেয়। তখন নিচতলার বাথরুমে মিয়েকো'কে পড়ে থাকতে দেখে। পেছনের দরজাটাও খোলা।

মিয়েকোর কাঁধ ধরে কয়েকবার ঝাঁকানোর পরই চেতনা ফিরে পায় সে।

"ওহ, তুমি..." কোনোমতে বলে।

"কী হয়েছে?"

"আমাকে মাথায় কী দিয়ে যেন মারল..."

"কে?" চারপাশে নজর বুলায় ইয়োজি।

"জানি না। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিচ্ছিলাম। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে হয়তো।"

মিয়েকোর মাথার পেছনে হাত নিয়ে দেখে ইয়োজি। রক্ত নেই, তাই বলে বিপদ কেটে গেছে ধরে নিলে ভুল হবে। মাথার আঘাত ভয়ানক রূপ নিতে পারে যে-কোনো সময়।

মিয়েকোর পরনের পোশাক ঠিকঠাকই আছে, অর্থাৎ আততায়ী তার সাথে উলটো-পালটা কিছু করেনি।

"তুমি এখানে থাকো। আমি হাসপাতালে ফোন দিচ্ছি," স্ত্রী'কে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসায় ইয়োজি। "না, আগে পুলিশে ফোন দেই।"

"আগে দেখ ইউতা কোথায়।"

"ইউতা?" মিয়েকোর মুখে ছেলের নাম শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় ইয়োজি। উত্তেজনায় বাচ্চার কথা ভুলেই গেছিল ও। "কোথায় ইউতা?"

"উপরতলায় ঘুমাচ্ছে।"

"ওখানে কেন?"

"খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আমি তাই পাশের ঘরের এসি চালু করে ওকে কম্বলের ভেতরে শুইয়ে দেই।"

"এখানেই অপেক্ষা করো!"

আতঙ্কিত অবস্থায় উপরতলায় ছুটে আসে ইয়োজি। ওর বারবার মনে হতে থাকে যে আততায়ী মিয়েকো'কে যেহেতু আক্রমন করেছে, ইউতারো ক্ষতি সাধন করতে হয়তো পিছপা হবে না।

দ্বিতীয় তলায় নিচতলা থেকে গরম আরও বেশি।

ঘুমন্ত ইউতাকে দেখতে পায় ইয়োজি। কম্বলের নিচে অনেক বেশি দুর্বল আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বাচ্চাটাকে।

দৌড়ে গিয়ে ইউতাকে কোলে নিয়েই ইয়োজি বুঝে যায় যে দেরি হয়ে গেছে। ছেলে শ্বাস নিচ্ছে না। চেহারায় বা শরীরে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই।

মুখ খোলে ইয়োজি, কিন্তু কোনো শব্দ বের হয় না। পেটের ভেতরে পাক দিয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে থাকার মতো সাধারণ কাজটাও ভীষণ কঠিন মনে হয়।

ইউতাকে নিয়ে নিচে নেমে আসে ও। সন্তানের নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে পুরো সময়। চোখ বন্ধ করে রাখা ইউতাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা পুতুল।

সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করছিল মিয়েকো। তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। ইয়োজি ধরে নেয় মিয়েকোর মনের অবস্থা এতটাই খারাপ যে নড়াচড়াও করতে পারছে না।

"কী হয়েছে?" কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করে মিয়েকো।

"অ্যাম্বুলেন্স আসতে বলো..." এটুকুই বলতে পারে ইয়োজি। মুখের ভেতরটা খটখটে শুকনো। "অ্যাম্বুলেন্স আসতে বলো, তাড়াতাড়ি।"

বিস্ফোরিত নয়নে ওর হাতের দিকে তাকায় মিয়েকো।

"ইউতা!"

কাছে এগিয়ে এসে প্রায় ছোঁ মেরে ইয়োজির হাত থেকে টেনে নেয় ইউতাকে। টকটকে লাল চোখ দু'টো থেকে অঝোর ধারায় পানি ঝরছে।

"ইউতা! চোখ খোলো বাবা! ইউতা!"

দৃশ্যটা স্বাভাবিকই ঠেকে ইয়োজির কাছে। পুত্রশোকে কাতর মায়ের অবস্থা এমনই হবার কথা।

"কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না এখনো। ওকে আস্তে করে নামিয়ে রাখো। আমি হাসপাতালে ফোন দিচ্ছি।"

বইঘর.নেট

ফোনটা খুঁজতে শুরু করে ও। কর্ডলেস ফোন ব্যবহার করে ও। প্রধান ইউনিটটা দ্বিতীয় তলায় হলেও নিচ তলায় এক্সটেনশন আছে একটা। সেটা খোঁজার সময় কপাল থেকে চোখের ওপরে এসে পড়ে ঘাম। তখন ইয়োজি খেয়াল করে যে ওর গোটা শরীর দরদর করে ঘামছে।

ইউতার জন্যে ঘরের তাপমাত্রা কমানোর কথা মাথায় আসে। কিন্তু এত গরম কেন? এসি ঠিকমতো কাজ করছে না?

রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে ডাইনিং রুমের দেয়ালে ঝোলানো এসিটা ছাড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ওটা চালুই হয় না।

উপায়ান্তর না দেখে বাথরুমের দিকে ফিরে যায়। বাথরুমের দরজার ঠিক উপরে একটা সুইচ বোর্ড আছে। ঢাকনা সরানোর পর ইউতা খেয়াল করে যে সার্কিট ব্রেকার পড়ে গেছে। "ধুর!"

সার্কিট ব্রেকারটা জায়গামতো তুলে দেয়। *নিশ্চয়ই খুনির কাজ এটা* ভাবে ও। কিন্তু কাজটার উদ্দেশ্য কী, তা ধরতে পারে না।

ফোনটা বের করে ১১৯-এ কল দিতে গিয়েও দেয় না। ইউতা আর মিয়েকোর কাছে ফিরে যায় আবারও। মিয়েকো বাকরুদ্ধ ভঙ্গিতে আছে তাতামি ম্যাটের উপরে। ইউতা আগের মতোই নিশ্চল।

বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে স্ত্রী'কে জড়িয়ে ধরে ইয়োজি।

"কী হলো এটা..." ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিয়েকো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিষয় টের পায়।

সাথে সাথে জঘন্য একটা চিন্তা মাথায় আসে। এরকম পরিস্থিতিতেও বিষয়টা ধরতে পারায় নিজেই অবাক হয়ে যায়।

মিয়েকো'কে দূরে ঠেলে দেয় ইয়োজি। তখনও কাঁদছিল সে। কিন্তু কান্নার পরোয়া না করেই পরবর্তী প্রশ্নটা করে ইয়োজি।

"ওখানে আবার গিয়েছিলে?"

৮

"আমি বুঝতে পারি যে মিথ্যে বলছিল মিয়েকো। পুরো ঘটনাটাই আসলে অন্যরকম," শান্ত স্বরে বলে ইয়োজি। "একদম বোকার মতো কাজ করেছিল ও।"

"উনি কি মিথ্যেটা স্বীকার করেন?"

"স্বীকার করেনি, কিন্তু ওকে দেখলেই যে কেউ বুঝে যেত যে মিথ্যে বলছে। সত্যি বলতে মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল ও তখন। তবুও সেই অবস্থাতেই অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে। সত্যটা আমাকে জানাবে না বলে পণ করেছিল যেন। বি গ্রেড সিনেমার স্ক্রিপ্টও এত বাজে হয় না। পুরো বিষয়টা ডাকাতির মতো করে সাজাতে চেয়েছিল। পেছনের দরজা দিয়ে গোপনে ভেতরে ঢুকে প্রথমে ওকে আঘাত হানে ডাকাত। এরপর ডাকাতি সেরে চলে যাওয়ার আগে সার্কিট ব্রেকারটা ফেলে দিয়ে যায়। সেকারণে এসি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। উপরতলায় প্রচণ্ড গরমে মারা যায় ইউতা। ডাকাতের আর কাজ নেই এত ঝুঁকি নিয়ে একটা বাসায় ঢুকে শুধু চেকবই নিয়ে পালাবে; এতই বোকা ও। নিজেই আলমারির সবকিছু ফেলে দেয় মাটিতে।"

"আপনি কি তাকে বোকার মতো কাজটা করার জন্যে হত্যা করেছেন?" নিরাবেগ কণ্ঠে বলে কাগা।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাথা ঝাঁকায় ইয়োজি। "জানি না। হয়তো আমিও বিষয়টা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলাম। এরকম জঘন্য একটা কাজের খেসারত হিসেবে আমার ছেলে মারা গেছে, এটা কাউকে জানাতে চাইনি। তবে মূল কারণ মিয়েকো নিজেই, ওকে ঘৃণা করি আমি।"

মিয়েকোর গলা চেপে ধরার স্মৃতিটা মনে পড়ে যায় ইয়োজির। খুব একটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি সে। যেন বুঝতে পারছিল যে তার ওটাই প্রাপ্য। ইয়োজির বিন্দুমাত্র আফসোস হয়নি ওই মুহূর্তে।

"উনাকে হত্যার পর আপনি নিজের মতো করে নাটকটা সাজান।"

বইঘর.নেট

“আমিও আরেক বোকা,” শুকনো হেসে বলে ইয়োজি। “বাড়ি ফিরে জোরে জোরে মিয়েকোর নাম ধরে ডাকি, যেন আশপাশে সবাই শুনতে পায়। এরপর বাথরুমে মিয়েকোর মৃতদেহটা ‘আবিষ্কার করি’।”

“কিন্তু এর আগে ছেলের মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলেন।”

“কারণ আমার মনে হয় ইউতার লাশের ময়নাতদন্ত হলেই সবাই আসল কারণটা বুঝে যাবে,” কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ইয়োজি। “আমাদের বাসায় যতই গরম হোক না কেন, দোতলায় শুয়েছে বলেই তো পানিশূন্যতায় ভুগতে শুরু করবে না ইউতা। সানস্ট্রোক হবার সম্ভাবনাও কম, তাই না?”

“একেবারে অসম্ভব না। তবে হ্যাঁ, সম্ভাবনা আসলেও কম।”

এসময় ইয়োজির হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। “ইউতার মৃত্যুর কারণ আগেই বুঝে গিয়েছিলেন আপনি?”

“না, তবে আঁচ করি যে সানস্ট্রোক হতে পারে, সেজন্যেই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি,” কাগা বলে।

“কীভাবে আঁচ করলেন?”

“কীভাবে করলাম সেটা তো বলা মুশকিল। অনুমান বলতে পারেন,” চুলে হাত বুলিয়ে বলে কাগা। “তবে লাল টিশার্টটা ছিল প্রথম সূত্র।”

“ওহ...”

“আপনার ক্ষেত্রেও তো একই কথা প্রযোজ্য।”

“হ্যাঁ,” মাথা নেড়ে সায় দেয় ইয়োজি। “মিয়েকোকে জড়িয়ে ধরেই সব বুঝে যাই। তাই ওকে হত্যার পর লাল টিশার্টটা ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে ফেলি যেন পুলিশ কিছু বুঝতে না পারে। একটা সাদা টিশার্ট পরিয়ে দেই ওকে এরপর। মৃত মানুষকে কাপড় পরানো সহজ নয়।”

“লাল টিশার্টে নিশ্চয়ই সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলেন। আপনার স্ত্রী’র চুলেও ধোঁয়ার গন্ধ ছিল,” কাগা বলে। “যদিও আপনাদের কেউই ধূমপান করেন না।”

কথাটা শুনে কাগার দিকে তাকায় কাগা। তখনই মনে পড়ে অ্যালবাম থেকে ছবি নিয়ে যাওয়ার দিন ওর কাছে অ্যাশট্রে চেয়েছিল ডিটেকটিভ।

“মি. কাগা, আপনি ধূমপান করেন?’

“না,” হেসে বলে কাগা।

“এজন্যেই সিগারেটের প্যাকেটটা একদম নতুন ছিল।”

ইয়োজি বুঝে যায় যে সেই দিনই সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কাগার কাছে। পুরো নাটকটাই এখন তাই ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে ওর কাছে।

"আপনার স্ত্রী প্রায় প্রতিদিন বাইরে যান, এই তথ্যটাও কাজে আসে। অধূমপায়ী হয়েও কাপড়ে ওরকম ধোঁয়ার গন্ধ লেগে যাওয়ার মতো জায়গা অল্পই আছে এই এলাকায়। তাই তিনি যেখানে যেতে পারেন, সেসব জায়গার তালিকা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। একটু খোঁজখবর নিতেই আমরা জানতে পারি যে উনি এখানে আসেন," সামনের বিল্ডিংটা দেখায় কাগা।

জুয়ার আড্ডা।

"লজ্জাজনক।"

"আপনার স্ত্রী এখানেই এসেছিলেন সেদিনও। এটা নিশ্চিত হবার পর বুঝতে পারি যে কিছু একটা হয়েছে ইউতার।"

"সানস্ট্রোক?" ইয়োজি জিজ্ঞেস করে। কাগাকে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে দেখে আবারও তিক্ত হাসি ফোটে তার মুখে। "এগুলো এখন সবাই বোঝে। তবুও মানুষ ভুলগুলো করে।"

গাড়ির এসি ঠান্ডা হওয়ার সুইচটা বন্ধ করে দেয় ও। যেদিক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বেরুচ্ছিল, সেদিক দিয়ে হুট করে গরম বাতাস বেরুতে শুরু করে। এরপর একেবারে এসিই বন্ধ করে দেয় ইয়োজি। টের পায় যে ভেতরের তাপমাত্রা বাড়ছে। মুহূর্তে ঘেমে উঠলো পুরো শরীর।

"খুবই অস্বস্তিকর," ফিসফিসিয়ে বলে কাগা। তার কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"এখানে তো বড়ো কেউ থাকলেও মারা যাবে।"

"আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের গাড়ির এসি ঠিকমতো কাজ করে না।"

"আসলে সমস্যাটা ইঞ্জিনে। মাঝে মাঝে এসি চালালে একটু পর বন্ধ হয়ে যায়। ধরুন গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে কোথাও গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে, কিন্তু ফিরে দেখব বন্ধ হয়ে গেছে আপনাআপনি।"

"এই সমস্যাটার কথা...?"

"আমার স্ত্রী জানত না।"

অন্তত এটাই বিশ্বাস করতে চায় ইয়োজি।

"শেষ প্রশ্ন," কাগা বলে। "আপনি যে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ১০০,০০০ ইয়েন রাখার কথা বলেছিলেন, সেটা কি সত্য ছিল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেদিন দেখি মাত্র ১০০০০ ইয়েন বাকি আছে। এখানে এসে উড়িয়েছে নিশ্চয়ই।"

কথা বলা শেষে সামনের বিল্ডিংটার দিকে তাকালো ইয়োজি।

বইঘর.নেট

"কেন এখানে আসতেন আপনার স্ত্রী?"

"জানি না। হয়তো বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল। এই জায়গায় আসলে নিজেকে সুখী মনে হতো ওর।"

"এতদিনে তাহলে বুঝতে পারছেন?"

"হ্যাঁ, আগে বুঝিনি। ওকে আরও আগেই ছেড়ে দেয়া উচিৎ ছিল। চলুন, ফিরি আমরা," ইয়োজি বলে।

উজ্জ্বল, চকচকে নিওন সাইন পেছনে রেখে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা।

শিরোনাম প্রকাশন থেকে...
কাগা সিরিজের প্রকাশিত বইঃ

ম্যালিস

নিউকামার

রেড ফিঙ্গার

এ ডেথ ইন টোকিও

দ্য ফাইনাল কার্টেইন

বইঘর.নেট

ছবি- প্রমা পারমিতা চৌধুরী

সালমান হক বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনের জনপ্রিয়তম অনুবাদকদের একজন। পৈতৃক নিবাস সিরাজগঞ্জে হলেও তার বেড়ে ওঠা ইটকাঠের ঢাকা শহরে। শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরে কোথাও খুব একটা যাওয়া হয়নি কখনোই। সেই তাড়না থেকেই বইয়ের সাগরে ডুব দেয়া। ভালোবাসেন রহস্যোপন্যাস, ভালোবাসেন ফ্যান্টাসি, ভালোবাসেন জাদুবাস্তববাদ। নিক পিরোগের থ্রি এ এম সিরিজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রথম আলোচনায় আসেন। সেই ধারাবাহিকতায় অনূদিত বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে পঞ্চাশোর্ধ। বাংলাদেশী পাঠকদের মাঝে জাপানি সাহিত্য জনপ্রিয় করার পেছনে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিখোঁজকাব্য, তমসামঙ্গল, তিন ডাহুক তার মৌলিক রহস্যোপন্যাস এবং গল্প সংকলন কৃষ্ণকুহক। পেশাগত জীবনে সালমান হক একজন অণুজীববিদ। পড়াশোনা করেছেন রাজউক কলেজ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

Boighar.net

অপরাধ এবং মিথ্যের সম্পর্ক চিরন্তন। হোমিসাইড ডিটেকটিভ কিয়োইচিরো কাগার কাজ সেইসব মিথ্যের পেছনের সত্যটা উদঘাটন করা। সেজন্যে যা যা করা দরকার, করবে সে। কিয়েগো হিগাশিনোর সৃষ্ট এই চরিত্র অন্যায়ের সাথে কোন আপোষ করে না, কিন্তু একই সাথে ভীষণ মানবিক সে।

কাগা সিরিজের এই ষষ্ঠ কিস্তিতে পাঠকেরা কাগার সাথে ডুব দিবেন পাঁচটি খুনের তদন্তে। প্রতিটি কেসই বদলে দিবে অপরাধ এবং অপরাধীর প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি।